আরোগ্য দর্পণ ॥

অর্থাৎ

শারীরিক তত্ত্ব, রোগোৎপত্তির কারণ, তন্নিবৃত্তির উপায়,

ও চিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ ॥

পারস্য ও অন্যান্য ভাষায়রচিত প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে

সংগৃহীত ॥

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ॥

শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া ॥

কলিকাতা ॥

শাঁখারিটোলা লেন ১৫ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সত্যধর্ম্ম
যন্ত্রে মুদ্রিত হইল শকাব্দা ১৭৮১।১৫ শ্রাবণ ॥

॥ ১২৬৬ ।

আরোগ্য দর্পণ।

চারি অধ্যায়ে বিভক্ত॥

প্রথম অধ্যায়।—শারীরিক তত্ত্বের সংক্ষেপ বর্ণন ও রোগের হেতুভূত বাত, পিত্ত, কফ, ও মল, ইহারা কি পদার্থ, কি গুণ সম্পন্ন, ও কিক্ষমতা বিশিষ্ট, কি রূপে বৃদ্ধি পায় এবং কি প্রকারে ইহাদের হ্রাস হয় তাহার বিবরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—মনুষ্যের পরমায়ু বিষয়ক সংক্ষেপ বিচার, এবং রোগ কি পদার্থ, কি রূপে উৎপন্ন হয় এবং কি রূপে নিবৃত্তি পায় তাহার বিবরণ।

তৃতীয় অধ্যায়।—রোগ সমস্ত কি কারণে স্থায়ী হয়, ও ইন্দ্রিয় বর্গ কি রূপে বহুকাল সবল থাকে ও কি কারণেই বা অল্পকালের মধ্যে দুর্ব্বল হয়, এবং প্রাণের প্রয়াণ কালের প্রাক্‌কালে কি কারণে শ্বাসের উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ।

চতুর্থ অধ্যায়।—নাড়ী পরীক্ষা, নাড়ীর প্রকৃতি, চিকিৎসা প্রণালী, উত্তম চিকিৎসা, অধম চিকিৎসা, ঔষধ সকলের নাম, শক্তি, এবং কি পরিমাণে ও কি প্রকারে তাহাদের প্রয়োগ হয়, তাহার বিবরণ।

এই গ্রন্থে চিকিৎসার প্রকরণে যে ঔষধে যে রোগের নিবারণ হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়া পরিশেষে স্থানে২ লিখিত হইয়াছে যে (এতদ্ভিন্ন যে কোন উপসর্গ উপস্থিত হইবেক চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যবস্থানুসারে তাহার চিকিৎসা করিলে অবশ্য রোগের শান্তি হইতে পারে,) ঐ লিপির মর্ম্ম এই যে, উপসর্গের ভাব দৃষ্টে চতুর্থ অধ্যায়ের লিখিত ঔষধ সকলের গুণ ও শক্তি বিবেচনা করিয়া যে উপসর্গ নিবারণার্থে যে ঔষধ ব্যবস্থা করা যুক্তি সিদ্ধ হয়, তাহা প্রয়োগ করিলে উপশম হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর, রচনারম্ভে তোমার স্তুতিবাদ করণের প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। কিন্তু হে দীনবন্ধো তোমার মহিমাসিন্ধুর বিন্দুর মহিমা বর্ণনে অমর কিন্নর নর প্রভৃতি সকলেই অবসন্ন, এবং মন, বুদ্ধি, ও অনুমানাদিপ্রমাণ, ইহারা তোমার অসীম মহত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এতাদৃশ দুরবগাহ ব্যাপার বর্ণনা করিতে সাহস প্রকাশ করা বাতুলের কর্ম্ম, বরং পরম্পরাগত রীতির অনুরোধ রক্ষার্থে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, যে হে পরাৎপর, তুমি ধন্য, তোমার মহিমা ধন্য ও তোমার ক্রিয়াও ধন্য।

হে বিশ্বতাত, এই বিশাল ক্ষৌণীমণ্ডলে পশুবিহঙ্গ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ সৃষ্ট পদার্থের প্রতি কৃপা বিতরণে তুমি ক্ষণমাত্রও পরাঙ্মুখ নহ, বরং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, এবং তাহারাও প্রতিক্ষণে স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া প্রবৃত্তিদ্বারা তোমার নিরুপম জগৎপালন কৌশলের অনির্ব্বচনীয়তা প্রকাশ করিতেছে। আর অধিক কি বলিব, চক্ষুরুন্মীলন করিলে কেবল তোমারই অপূর্ব্ব লীলা সমস্ত দর্শন হয়।

হে করুণাময়, তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, এক বার মনোযোগ পূর্ব্বক তোমার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল

এই মাত্র বোধ হইতে থাকে যে যাচক কি অযাচক, সকলের প্রতিই তুমি অনুকম্পা করিতেছ, অতএব কৃপাদান যে তোমার স্বভাবসিদ্ধ তাহার আর কোন সংশয় নাই, এই মাত্র ভরসায় আমি স্বাভিপ্রায় প্রকটন পূর্ব্বক পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমার কৃপাকটাক্ষের আনুকূল্য ব্যতিরেকে সাকল্য লাভের উপায়ান্তর নাই, অতএব হে করুণা-নিধান, করুণা বিতরণদ্বারা মনোভিলষিত সম্পাদন কর।

হে গুণিগণ, দেহরক্ষার বিষয়ে পারস্যগ্রন্থ ও অপরাপর ভাষা রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহহইতে ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের উপদেশদ্বারা চিকিৎসাদির বিবরণ যাহা সংগ্রহ করিয়াছি এবং যাহা বারম্বার পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা দেহ-রক্ষার সদুপায় অতি সুলভ, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, একারণ তাহা ইতিপূর্ব্বে সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে বঙ্গভাষায় প্রচার করিবার নিতান্ত মানস হইয়াছিল, কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তির রচনা ভদ্রজনসমক্ষে উপস্থিত করিলে হাস্যাস্পদ হইবেক এই আশ-ঙ্কায় এতাবৎকাল সে বিষয়ে নিরস্ত ছিলাম, কিন্তু পরে একটী নিদর্শন মনোমধ্যে উদিত হইল, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

দূর্ব্বাদলোপরি সকলেই পাদ নিক্ষেপ করিতে ভ্রূক্ষেপও করেন না, কিন্তু যখন ঐ দূর্ব্বাদল দেবোদ্দেশে নিবেদিত হয় তখন সকলেই তাহাকে নির্ম্মাল্যরূপে গ্রহণ করেন।

তদ্রূপ আমার এই রচনা আপাততঃ অতি সামান্য ও জঘন্য হইলেও যখন মহাত্মাবর্গের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইবেক তখন তাঁহাদের অসাধারণ গুণসম্পন্ন দৃষ্টি মাহাত্ম্যে সর্ব্বসাধারণের অবশ্যই গ্রহণীয় হইতে পারিবেক। এই সকল আলোচনা ও

বিবেচনা করিয়া রচনা কার্য্যে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিলাম, এবং এই রচনার সূচনাবধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত কালিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিবিধবিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের এবং নরম্যালস্কুলের অধ্যাপক অসীমগুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অধিকন্তু ভরসা এই যে যদ্যপি এই পুস্তকের কোন অংশে কোন দোষ হইয়া থাকে তবে গুণগ্রাহি মহাত্মা জনগণের গুণদ্বারা সেই দোষের যে মার্জ্জনা হইবেক তাহাতে সন্দেহ করিনা যেহেতু গ্রন্থরচয়িতার দোষ তাঁহাদের নিকট দোষ মধ্যে পরিগণিত হয় না। হে মহাত্মাগণ এই সময়ে একটী শ্লোক আমার স্মরণ পথে পতিত হওয়াতে তাহা নিম্নে না লিখিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।
ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ক্ষেত্রের গুণেই শস্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয় বপনকর্ত্তার গুণ, শস্যের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

প্রাণিমাত্রেই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার্থে রোগহইতে সাবধান থাকিবার জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান্ থাকেন কিন্তু কোন্২ ব্যবহার বর্জ্জন ও কোন্২ নিয়ম আচরণ করিয়া সাবধান থাকিতে হয় দেহতত্ত্বে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি না থাকিলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহার মর্ম্ম বোধ হইতে পারে না, অতএব দেহতত্ত্বের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, একারণ শারীরিক

তত্ত্বের বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু শরীরের সকল বিষয়ের পৃথক্‌২ রূপে বর্ণন করিলে পুস্তকের অধিক বাহুল্য হয় এজন্য যে সকল বিষয় অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে॥

নির্ঘন্ট পত্র।

প্রথম অধ্যায়॥

সঙ্কেত শব্দাবলী — পত্রাঙ্ক॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নির্ঘণ্ট পত্র ॥

সঙ্কেত শব্দাবলী পত্রাঙ্ক ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বিজ্ঞাপন ।

আরোগ্য দর্পণ।

প্রথম অধ্যায়।

শারীরিকতত্ত্বের সংক্ষেপবর্ণন॥

দেহ একটী যন্ত্রবিশেষ, ইহার মধ্যে কি অভাবনীয় ও অনির্ব্বচনীয় ভূতসম্ভূত বস্তু ও যন্ত্র সকল যেং স্থানে থাকিবার আবশ্যক সেইং স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে, কি অপূর্ব্বনিয়মে যন্ত্র সকল স্বস্বকার্য্য সম্পাদনে নিয়ত নিয়োজিত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়বর্গ কি অসাধারণ গুণ ও অনুপম শক্তি ধারণ পূর্ব্বক দেহ-কার্য্য নির্ব্বাহে নিরন্তর সতর্ক রহিয়াছে, এবং অবয়ব বিহীন ও অদৃশ্য পদার্থ হইয়াও মন, ও বুদ্ধি যে সকল অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে তাহা জ্ঞানপথাতীত। আহা! এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও বিচিত্র কৌশল সকল সুচারুরূপে পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব, ও অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে, ঈদৃশ ক্রিয়া ও কৌশলের মর্ম্ম নিশ্চিত রূপে বর্ণন করা মন ও বুদ্ধির সাধ্য নহে তবে যাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভূত হয় তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম॥

দেহমধ্যে তিনটী গহ্বর আছে যথা শিরোগহ্বর, হৃদয়-গহ্বর, উদরগহ্বর, এই তিন গহ্বরের মধ্যে উদরগহ্বর সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ, তাহা দুই অংশে বিভক্ত, নাভির উর্দ্ধে উদর, এবং নাভির নিম্নভাগে তলপেট, বক্ষঃস্থলের নিম্নে উদরের বামভাগ হইতে দক্ষিণে উদরার্দ্ধ পর্য্যন্ত আমাশয় নামক যন্ত্র বিস্তীর্ণ আছে, যাহাতে ভুক্তবস্তু সকল প্রথমতঃ পতিত হয়, অলাবুবৎ থলিয়ার ন্যায় তাহার আকৃতি, আহারদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলে তাহা স্ফীত হয়, শূন্য থাকিলে সংকুচিত হইয়া (চুপসিয়া) থাকে। তাহার দক্ষিণাংশে যকৃৎ ও বামাংশে প্লীহা আছে, আমাশয় নামক যন্ত্রের দুই দ্বার, বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে উর্দ্ধদ্বার, তলপেটের অভিমুখে নিম্নদ্বার, উর্দ্ধদ্বারের সহিত গলার নলী মিলিত আছে; নিম্নদ্বারের সহিত পাকস্থলীর অগ্রভাগ যুক্ত আছে, ঐ পাকস্থলী জঠরানল ও সমানবায়ুর আধার, কোন২ মতে ঐ পাকস্থলীকে ক্ষুদ্র অন্ত্রী কহে ঐ ক্ষুদ্র অন্ত্রীর শেষভাগের সহিত আর একটী স্থূল অন্ত্রীর অগ্রভাগ মিলিত আছে, ঐ স্থূল অন্ত্রীকে মলভাণ্ড বলে। ক্ষুদ্র অন্ত্রীর দীর্ঘতা প্রায় ২৫ ফিট বা ১৬৷৷০ হাত, স্থূল অন্ত্রীর দীর্ঘতা ৫ ফিট বা ৩।০ হাত, ক্ষুদ্র অন্ত্রী নাভির নিকট জড়ীভূত থাকে, স্থূল অন্ত্রী উদরের দক্ষিণ দিকে ক্ষুদ্র অন্ত্রীর নীচে অথচ শেষভাগে যুক্ত হইয়া দক্ষিণ দিক-হইতে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে উর্দ্ধমুখে গিয়া (যে স্থলে ক্ষুদ্র অন্ত্রী জড়ীভূত আছে তাহার উর্দ্ধ অথচ পাকস্থলীর নিম্নভাগদিয়া) ক্রমে২ বাম দিকে নিম্নগামী হইয়া মলদ্বারে শেষ হইয়াছে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অন্ত্রীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ঐ অন্ত্রী সকল সটান নহে কোঁকড়াং ভাবে থাকে।

তলপেটের মধ্যে মূত্রাধার, বন্ধনীদ্বারা সংযত আছে, কটি-দেশের উভয় পার্শ্বে দুইটী মূত্রোৎপাদক যন্ত্র আছে, তাহাদের

আকৃতি শিম বীজের সদৃশ, কিন্তু শিমবীজ অপেক্ষা অনেক বড়, ঐ যন্ত্র দ্বয়হইতে দুই মূত্র প্রণালী কটিদেশের দুই পার্শ্ব দিয়া মূত্রাধারে শেষ হইয়াছে তাহাদের দ্বারা মূত্রের চালনা হয়, এবং সূক্ষ্মসূত্রবৎ অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী মূত্রোৎপাদক যন্ত্রের দুই পার্শ্বে সংলগ্ন আছে, ঐ নাড়ীসমূহ দ্বারা ঘর্ম্মাকৃতি মূত্র অতি ক্ষুদ্র বিন্দু২ রূপে পতিত হয়। ভুক্ত ও পীত বস্তুহইতে যে রস উৎপন্ন হয় তাহার সারাংশ শোণিতরূপে পরিণত হয় ও অসারাংশ ঘর্ম্ম ও মূত্র রূপে নিঃসৃত হইয়া থাকে। জল, বায়ু, এবং পানীয় দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষে ও ঋতুভেদে প্রস্রাবের ন্যূনাতিরেক হয়, সময়ের শীতলতা প্রযুক্ত ঘর্ম্ম না জন্মিলে প্রস্রাবের বৃদ্ধি রাখে এবং সময়ের উষ্ণত্বহেতু অধিক ঘর্ম্ম হইলে প্রস্রাবের ন্যূনতা হয়। ঐ মূত্রাধারের নিম্নভাগে মূত্র বহির্গত হইবার প্রণালী এবং পশ্চাৎ ভাগে জরায়ু, (জননাধার) আছে।

পাকস্থলীর দক্ষিণাংশে যকৃৎ (মেটুলি) থাকে, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যাবতীয় যন্ত্র আছে, সর্ব্বাপেক্ষা তাহা বড়, পাঁচটী বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধ আছে এবং নীচের আটটী পঞ্জরাস্থির মধ্যে অবস্থিতি করে।

পিত্তের উৎপাদন, ও শোণিতের কিয়দংশ সংশোধন করাই যকৃতের ক্রিয়া। তাহার দক্ষিণে পিত্তভাণ্ড, বিম্বফলাকৃতি থলির ন্যায় তাহার আকার। ঐ ভাণ্ডস্থ পিত্তরস পিত্তবহ প্রণালীদ্বারা ঘর্ম্মরূপে বিন্দু২ ভাবে পাকস্থলীতে পতিত হয়, ঐ পিত্তরসের অসাধারণ গুণ এই, যে ভুক্ত বস্তুকে পরিপাক করিয়া তজ্জাত সারাংশ ও অসারাংশকে পৃথক্২ করে। ঐ সারাংশ দুগ্ধ সদৃশ তরল ও শ্বেতবর্ণ। কতক গুলি শোষক নাড়ী আছে, যাহাদের দ্বারা ভুক্তবস্তুজনিত সারাংশের শোষণ হয়, ঐ নাড়ী-

দ্বারা সারাংশ সমুদায় আকৃষ্ট হইয়া ধমনী দ্বারা হৃৎপিণ্ডে আনীত হয়, তথাহইতে বায়্বাধারে (ফুসফুসিতে) চালিত হইলে নিশ্বাসদ্বারা যে বায়ু আকর্ষণ করা যায়, তদ্দ্বারা ঐ সারাংশ লোহিতবর্ণ হইয়া রক্তপ্রবাহিকা নাড়ীদ্বারা সমস্ত শিরায় সঞ্চালিত হয়, ও অসারাংশ সমূহ মলরূপে বিনিঃসৃত হইতেথাকে। ভুক্ত বস্তু সকল আমাশয়ে কিঞ্চিৎ দ্রবীভূত ও ধূসরবর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রীগত হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সারাংশ ও অসারাংশ সমুদায় পৃথক্২ না হয়, তদবধি তাহাতে দুর্গন্ধ জন্মে না, সারাংশ শোষকনাড়ীদ্বারা শোষিত হইলে পর অসারাংশ ক্ষুদ্র অন্ত্রীর মধ্যদিয়া ক্রমশঃ সরিয়া যখন স্থূল অন্ত্রীতে প্রবেশ করে, তখন তাহা দুর্গন্ধ ও মলত্ব প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর স্থূল অন্ত্রীর অভ্যন্তর হইয়া ক্রমশঃ মলদ্বার দিয়া নিঃসৃত হইয়া থাকে। নিশ্বাসদ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করা যায়, তাহার বেগে ভুক্তবস্তুজনিত অসারংশ, অতি দীর্ঘ উভয় অন্ত্রীর অভ্যন্তর দিয়া সরিয়া২ পরিশেষে মলদ্বার দিয়া নিসৃঃত হয়। যেমন আলবোলার নল, যত দীর্ঘ হউক না কেন, একদ্বারে ফূৎকার প্রদান করিলে তন্মধ্যস্থ জল কি মল যাহা থাকে, তৎক্ষণাৎ তাহা ঐ ফূৎকারের শক্তিদ্বারা ঐ নলের অপর দ্বার দিয়া বহির্গত হয়, নিশ্বাস মারুতের শক্তি দ্বারা ইহারও ক্রিয়া সেই রূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যখন পিত্তভাণ্ডহইতে কুপিত পিত্ত উথলিয়া পড়ে, তখন পিত্তবাহিকা প্রণালীদ্বারা তাহা পাকস্থলীতে পতিত হয়। পাকস্থলীর পশ্চাদ্ভাগে সুধাধারনামক একটী যন্ত্র আছে, ঐ যন্ত্র দীর্ঘে প্রায় ৯ অঙ্গুলী ও প্রশস্ততায় প্রায় দুই অঙ্গুলী, তাহার আকার পাতলা ও চেপ্টা। ঐ আধার হইতে সুধা (শুক্লবর্ণ আটার ন্যায় রস) পিত্তবাহকপ্রণালীর শেষ ভাগে উপস্থিত হইয়া পিত্তরস সহযোগে পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হয়, ঐ রস

ভুক্তবস্তুর পরিপাক ও পিত্তের দ্রবকরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। মুখে সর্ব্বক্ষণ যাদৃশ রস সঞ্চিত হয়, পাকস্থলীর গহ্বর হইতে তাদৃশ রস নির্গত হইয়া থাকে, তাহার নাম উদররস। তদ্দ্বারা ভুক্তবস্তু সমূহের পরিপাক বিষয়ে অনেক আনুকূল্য হয়।

আমাশয়ের বামভাগে প্লীহা থাকে, তাহা পঞ্জরাস্থির মধ্যে সংস্থাপিত, ও বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধ আছে। ইহার বর্ণ কখন লোহিত কখন বেগুণে, ও কোন সময়ে সবুজ ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের মধ্যে অথবা কোন গ্রন্থির মধ্যে উত্তপ্ত শোণিত বদ্ধ হইলে তাহারা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়॥

গলনলীর অদ্ভুত গুণ।

অন্ন, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ, ফল, মুল প্রভৃতি শত শত মন বস্তু স্তুপাকার করিয়া কোন উপায় বা কৌশল দ্বারা তাহা হইতে এক বিন্দু শোণিত উৎপন্ন করিতে কেহই সমর্থ নহেন, কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে যে কোন বস্তু যে পরিমাণ গলনলীর* অভ্যন্তরে পতিত হয়, ছয় সাত ঘণ্টার মধ্যে তাহা হইতে সেই পরিমাণোপযুক্ত শোণিত উৎপন্ন হইয়া কীট অবধি সিংহ পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবকে যথাযোগ্য শক্তি প্রদান করে, ও অসারাংশ, যাহা নির্গত হইলে শরীর সুস্থথাকে, তাহাদিগকে ঝটিতি স্থানান্তরিত করে॥

* যে নলীর মুখগহ্বর হইতে আরম্ভ হইয়া মলদ্বারে শেষ হইয়াছে, তাহাকে গলনলী কহে॥

শোষকনাড়ীর গুণ।

শোষকনাড়ী কি সদসদ্বিবেকশালিনী! অর্থাৎ সারাসারপ্রভেদ বিষয়ে কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করে? বস্তু সকল অন্ত্রীগত হইলে তদন্তর্গত সারভাগ মাত্রকেই গ্রহণ করে কদাপি মলাংশ গ্রহণ করে না, এবং গৃহীত সারাংশ যে২ যন্ত্রে উপস্থিত হইলে দেহের সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, সেই২ স্থানে চালনা করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করে না ॥

আমাশয় যন্ত্রের গুণ।

আমাশয়যন্ত্র কি অপূর্ব্বগুণগ্রাহী! দেহের ধ্বংসকর বা পুষ্টিকর যে কোন দ্রব্য ইহ্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, দেহমধ্যে তৎক্ষণাৎ অকৃত্রিমরূপে তাহার অবিকল গুণ প্রকাশ করে ॥

বক্ষোগহ্বরের বর্ণন।

উদরগহ্বরের উপরিভাগে বক্ষোগহ্বর। এই উভয় গহ্বরের মধ্যস্থানে উদরবক্ষোব্যবধায়ক নামে যে একখানি আবরণ ব্যবহিত আছে, তদ্দ্বারা ঐ গহ্বরদ্বয়কে পৃথক্ পৃথক্ করা যায়; কেবল অন্নবহপ্রণালী ঐ আবরণকে ভেদ করিয়া আমাশয়নামক যন্ত্রে মিলিত হইয়াছে। ঐ বক্ষোগহ্বরের মধ্যস্থলে হৃৎপিণ্ড, লোনাফলের সদৃশ তাহার আকার, হৃদ্বেষ্টনামক আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে, ঐ হৃৎপিণ্ড শোণিত আধার এবং শোণিত পরিচালনার মূলযন্ত্র। তাহা চারি-

ভাগে বিভক্ত, ঊর্দ্ধের দুই অংশের নাম দক্ষিণ হৃৎকোষ ও বাম হৃৎকোষ। নিম্নভাগস্থ অংশদ্বয়ের নাম দক্ষিণ হৃদুদর ও বাম হৃদুদর।

দক্ষিণ হৃৎকোষের বর্ণন।

দক্ষিণ হৃৎকোষ বাম হৃৎকোষ অপেক্ষা আকারে বৃহৎ, ইহার ঊর্দ্ধভাগ কিঞ্চিৎ চেপা, আকৃতি কুক্কুরের কর্ণসদৃশ, অবশিষ্ট অংশ হৃৎকোষের গহ্বর। ঐ দক্ষিণ হৃৎকোষে পাঁচটী পরিবাহ অর্থাৎ মোহানা আছে, তাহার প্রথম মোহানা দিয়া ঊর্দ্ধের অর্দ্ধকায়ের শোণিত, দ্বিতীয় মোহানা দিয়া নিম্নের অর্দ্ধকায়ের শোণিত দুইটী মহাশিরা দ্বারা হৃৎকোষে আনীত হয়। তৃতীয় মোহানা দিয়া মুকুটশিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে অন্যান্য শিরায় শোণিত প্রবহন্ হইয়া থাকে।

চতুর্থ মোহানা অতিসূক্ষ্ম২ ছিদ্রময়, তদ্দ্বারা শোণিত হৃৎপিণ্ড হইতে হৃৎকোষে ঘর্ম্মেরন্যায় বিন্দু বিন্দুরূপে পতিত হয়, পঞ্চম মোহানা প্রশস্ত, তাহা দক্ষিণ হৃদুদর হইতে দক্ষিণ হৃৎকোষে রক্ত আসিবার পথ। নিম্নস্থ মহাশিরা, যাহার দ্বারা নিম্নের অর্দ্ধকায়ের শোণিত দক্ষিণ হৃৎকোষে আনীত হয় তাহার, ও ঐ মোহানার মধ্য স্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক খানি আবরণ আছে। যখন স্ত্রীলোক গর্ব্ভবতী হয় তখন ঐ আবরণ খানি কপাট স্বরূপ হইয়া থাকে তাহাতে নিম্নস্থ মহাশিরা দ্বারা যে শোণিত আনীত হয় তাহা দক্ষিণ হৃৎকোষে গমন করিতে পারেনা, এবং গর্ব্ভাবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে ঐ আবরণ খানি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া যায়, তখন ঐ মহাশিরা দ্বারা আনীত শোণিত অনায়াসে দক্ষিণ হৃৎকোষে গমন করিতে পারে। কিন্তু জগদীশ্বরের আ-

শর্য্যা কৌশল। গর্ভাবস্থায় ঐ কপাটের অত্যন্ত প্রয়োজন বশতঃ আবরণ খানি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় এবং ঐ অবস্থা অতীত হইলে ঐ আবরণ খানি অপ্রয়োজন বশতঃ অস্পষ্ট হইয়া যায়।

দক্ষিণ হৃদুদর।

দক্ষিণ হৃদুদর। ইহা ত্রিকোণাকৃতি, ইহাতে দুইটী পরিবাহ অর্থাৎ মোহানা আছে, প্রথম মোহানা, দক্ষিণ হৃৎকোষ ও হৃদুদরের মধ্যপথ, এবং দ্বিতীয় মোহানা দিয়া ফুস্‌ফুস্‌ সম্বন্ধীয় ধমনীরা গমন করে। দক্ষিণ হৃৎকোষ ও হৃদুদর মধ্যে ত্রিকোণ কপাটের ন্যায় তিনখান আবরণ আছে তাহাকে ত্রিকপাট বলে। যখন হৃদুদর সঙ্কুচিত হয়, তখন ঐ ত্রিকপাটের অবরোধ প্রযুক্ত রক্ত হৃৎকোষে আসিতে পারেনা এবং দ্বিতীয় মোহানার মুখেও তিনখানি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কপাট আছে, হৃদুদরের রক্ত ফুস্‌ফুস্‌ সম্বন্ধীয় ধমনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ কপাটের অবরোধ প্রযুক্ত ঐ রক্ত আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না। ইহার সামান্য উদাহরণ এই, যেমন মূষিক ও মৎস্য প্রভৃতিকে ধরিবার কারণ এক একটা কল আছে, তন্মধ্যে গমনের সময় ঐ কলের কপাট উঠিয়াপড়ে তাহাতে অনায়াসে গমন করিতে পারে, কিন্তু গমন করিলে পর ঐ কপাট পড়িয়া দ্বার রুদ্ধ হয় পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে পারে না। ঐ হৃদুদরে দুইটী শিরা আছে, প্রথমটী হৃৎকোষে ও দ্বিতীয়টী বায়ুধারে [ফুস্‌ফুসিতে] সংযুক্ত আছে। ঐ শিরাদ্বয় দ্বারা শোণিত পরিচালিত হয়, কিন্তু ঐ উভয় শিরাভ্যন্তরে মাংসনির্ম্মিত কপাট স্বরূপ এবম্বিধ একং আবরণ আছে, যে হৃদুদর হইতে শোণিত পরিচালিত হইলে ঐ

কপাট এমত বন্ধ হয়, যে পরিচালিত শোণিত পুনর্ব্বার আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না॥

বাম হৃৎকোষ।

ইহা স্থূল ও ক্ষুদ্র এবং কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহাতে পাঁচটী পরিবাহ অর্থাৎ মোহানা আছে, তন্মধ্যে চারিটী মোহানা ফুস্‌ফুস্‌ সম্বন্ধীয় শিরার পথ, ও অপর মোহানাটী হৃৎকোষ ও হৃদুদরে রক্ত চলাচলের পথ।

বাম হৃদুদর।

এই বাম হৃদুদরে দুইটী মোহনা আছে। প্রথম মোহানা দ্বারা হৃৎকোষ ও হৃদুদরে শোণিতের গতিবিধি হয়, তাহাতে দুই খানি কপাট স্বরূপ আবরণ আছে। দ্বিতীয় মোহানায় হৃদ্ধমনীর সংযোগ আছে, তাহাতে ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কপাট স্বরূপ তিনখানি আবরণ আছে।

বক্ষোঽন্তরবেষ্টনী।

এই বক্ষোঽন্তরবেষ্টনী দুইটী, একটী বক্ষোগহ্বরের বামপার্শ্বে অপরটী দক্ষিণপার্শ্বে, থলিরন্যায় তাহার আকৃতি, বায়ুধারকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহার নীচের পর্দ্দা ফুস্‌ফুসের উপরে থাকে, একারণ তাহাকে ফুসফুসীয় বেষ্ট কহে। উপরের পর্দ্দা পঞ্জরের মধ্যে সংলগ্ন আছে, এজন্য তাহাকে পঞ্জরীয় বেষ্ট বলাযায়। বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে উভয় বক্ষোঽন্তরবেষ্টনী

নিকটবর্ত্তিনী আছে তাহাদের মধ্যে যে অবকাশ স্থান আছে, তাহাকে মধ্যস্থান কহে, তদ্দ্বারা বক্ষোগহ্বর দুইভাগে বিভক্ত হয়। ঐ মধ্যস্থানের মধ্যস্থলে হৃৎপিণ্ড, এবং পার্শ্বদ্বয়ে উভয় বক্ষোগহ্বরবেষ্টনী থাকে। তাহাতে পিত্তের উষ্ণতা দ্বারা যে বেদনা হয়, তাহাকেই পার্শ্ববেদনা কহে।

ফুস্‌ফুস্ বা বায়ুাধার অর্থাৎ বায়ুর আধার।

ফুস্‌ফুসি দুইটী, একটী বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে, অপরটী দক্ষিণ পার্শ্বে, হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে অবস্থিতি করে। বামদিকের ফুস্‌ফুসি দুই খণ্ডে, ও দক্ষিণদিকেরটী তিন খণ্ডে বিভক্ত, সুতরাং বাম ফুস্‌ফুস্ অপেক্ষা দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ আকারে বৃহৎ। তাহাতে, ফলসাফলের থলুয়া যে প্রকার, সেই আকারের কতিপয় গুটিকা পরস্পর সন্নিহিত আছে। তাহারা ছিদ্রময় ঐ গুটিকা সমুদায় একখানি পাতলা আবরণে আবৃত আছে। এই রূপ একপার্শ্বে দুই খণ্ড ও অপর পার্শ্বে তিন খণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। ইহাদের ঊর্দ্ধভাগ অপ্রশস্ত অর্থাৎ সরু, প্রথম পশুকার নিকটবর্ত্তী, ও অধোভাগ প্রশস্ত, উদরবক্ষোব্যবধায়ক যে পেশী আছে, তাহার উপরে থাকে। উভয়ই অতিকোমল, ও লঘু, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসিতে থাকে, কদাচ মগ্ন হয় না। বাল্যাবস্থায় তাহাদের বর্ণ ঈষৎলোহিত দৃষ্ট হয়, যত বয়োবৃদ্ধি হয়, তাহাদের বর্ণও তত কৃষ্ণ ও শুভ্র হইয়া থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুং চিহ্ন ও ক্ষুদ্রং কৃষ্ণবর্ণ রেখা অকলায় লক্ষিত হয়, এবং প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু সংগৃহীত হইলে তাহারা ভস্ত্রা অর্থাৎ জাঁতার ন্যায় স্ফীত হয়, নিশ্বাসত্যাগে

কালে আবার চুপসিয়া যায়। শ্বাসনলীসম্বন্ধীয় উপনলীদ্বয় বায়ুাধারে গমন করিয়া প্রথমতঃ দুই শাখায় বিভক্ত হয়, পরে উত্তরোত্তর দুইং শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুতর ক্ষুদ্রং শাখা প্রশাখায় তাহাদের শেষ হয়। ফুস্ফস্ সম্বন্ধীয় যে ধমনী দ্বারা অশোধিত শোণিত প্রবহন হয়, ঐ ধমনীর ক্রমশঃ অনেক সূক্ষ্ম সূত্রবৎ নাড়ীরূপে পরিশেষ হইয়াছে। উপনলী সম্বন্ধীয় কতক গুলিন গ্রন্থি আছে, তাহারা উপনলীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করে। ফুস্ফুসিতে যে কতিপয় শোষকনাড়ী আছে, তাহারা ঐ উপনলী সম্বন্ধীয় গ্রন্থিসমূহের সহিত মিলিত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে যাদৃশ অন্য অন্য গ্রন্থি সকল আছে, উপনলীর গ্রন্থি সকল বাল্যকালে তাদৃশ বোধ হয়, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়ায়। এই ফুস্ফুসি শোণিত সংশোধনের ও নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিচালনের মূল যন্ত্র॥

শ্বাসনলী বা কণ্ঠনলীর বিবরণ।

আহার্য্য বস্তু মুখ হইতে যে নলীর মধ্যদিয়া পাকস্থলীতে পতিত হয়, তাহাকে গলনলী কহে। ঐ গলনলীর সম্মুখে শ্বাস নলী আছে। জিহ্বামূলের নীচে তাহার ঊর্দ্ধদ্বার। ঐ শ্বাসনলী পঞ্চম গ্রীবাকশেরুকার* সম্মুখ অবধি তৃতীয় পৃষ্ঠ কশেরু-

---

*২৪ খানি অস্থি খণ্ডদ্বারা মেরুদণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেক খণ্ডকে কশেরুকা কহে। তাহারা তিনভাগে বিভক্ত। মস্তকের সীমার নীচে হইতে ঘাড়ের সীমার শেষভাগ পর্য্যন্তকে গ্রীবা বলে। তাহাতে ৭ খানি কশেরুকা (অস্থি) আছে এজন্য তাহকে গ্রীবাকশেরুকা কহে। এবং ঘাড়ের সীমার নীচে হইতে পৃষ্ঠের সীমার শেষপর্য্যন্ত যে অস্থি আছে, তাহাকে পৃষ্ঠকশেরুকা কহে। তাহাতে ১২ খানি কশেরুকা আছে আর কটিদেশে যে ৫ খানি কশেরুকা আছে, তাহাকে কটি কশেরুকা কহে॥

কার সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া অর্থাৎ জিহ্বামূলের নীচে হইতে কণ্ঠের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া দুই নলীতে বিভক্ত হয়, ঐ নলীদ্বয়কে উপনলী কহে। বামদিকের উপনলী অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের উপনলী বৃহৎ। ঐ বৃহন্নলী দক্ষিণদিকের ফুসফুসির ঊর্দ্ধভাগদিয়া গমন করে, বাম উপনলী ক্রমশঃ অধোগামিনী হইয়া হৃদ্ধমনীর খিলানের নীচেদিয়া বাম বায়ুাধারে প্রবিষ্ট হয়, তদনন্তর ঐ উভয় উপনলী সম্বন্ধীয় সহস্রং শাখা উপশাখায় নিশ্বাস মারুত গমনকরে, তদ্দ্বারা মল, মূত্র, শোণিত প্রভৃতি বস্তু সমূহের চালনা হয়। ঐ শ্বাসনলী বাক্‌যন্ত্র, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের গমনপথ। ফুসফুসির ও শ্বাসনলীর শক্তিদ্বারা বাক কিম্বা অন্য কোন শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। শ্বাসনলীর ঊর্দ্ধভাগে যে একটী রন্ধ্র আছে, ঐ রন্ধ্র ও তাহার উপরিভাগে অর্থাৎ নাসিকা ছিদ্রমূলে যে অপর আর একটী রন্ধ্র আছে, ঐ উভয় রন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের গমনাগমন হয়। ঐ নাসিকা মূলের ছিদ্রের পার্শ্বে তাহার আচ্ছাদনী স্বরূপ আলজিহ্বা আছে, এবং শ্বাসনলীর ছিদ্রের উপর তাহার আবরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ ত্রিকোণাকৃতি এক খানি কোমলাস্থি আছে। কোন বস্তু গিলিবার সময় ঐ উভয় আচ্ছাদনী উভয় ছিদ্রকে আচ্ছাদন করে, এই কারণে গিলিবার সময় নিশ্বাস প্রশ্বাসের গ্রহণ ও পরিত্যাগ স্থগিত থাকে, এবং খাদ্য দ্রব্যের কোন কণাও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, পরে ঐ দ্রব্য গলাধঃকৃত হইবা মাত্র ঐ উভয় আচ্ছাদনী উঠিয়া পড়ে সুতরাং তখন আবার নিশ্বাসের চালনা হয়। কোন অসাবধানতা প্রযুক্ত কোন দ্রব্যের কণা ঐ উভয় রন্ধ্রের মধ্যে কোন এক রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে অত্যন্ত অসুখ জন্মে, যে পর্য্যন্ত তাহা বাহির না হয়, সে পর্য্যন্ত কাসী হইতে থাকে। (লোকে যাহাকে বিষম খাওয়া বলে) ঐ শ্বাসনলীর উপরিভাগে

দুইটী গ্রন্থি আছে, তাহার একটী ঐ নলীর দক্ষিণপার্শ্বে অপরটী বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করে। তাহারা বৃদ্ধি পাইলে গলগণ্ড রোগ জন্মায়।

গলনলীর বিবরণ।

গলনলী একটা, তাহার দীর্ঘত্ব প্রায় ২ হাত, গলদ্বার অর্থাৎ জিহ্বামূল হইতে আরব্ধ হইয়া মলদ্বারে শেষ হইয়াছে। ঐ নলীর কোন স্থান সরল, কোন স্থান বক্র, কোন স্থান জড়ীভূত-ভাবে থাকে, এবং কোন স্থান সূক্ষ্ম, ও কোন স্থান স্থূল ও দৃষ্ট হয়। ঐ নলীর স্থানের ভিন্ন২ কার্য্যসম্পাদন হয়, এজন্য স্থান বিশেষের পৃথক্২ নাম হইয়াছে। যথা গলার সীমা পর্য্যন্ত "গলকোষ" তথা হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত "অন্নবহনালী" তথা হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত "আমাশয়" আমাশয় হইতে স্থূল অন্ত্রী পর্য্যন্ত "পাকস্থলী" পাকস্থলী হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত "স্থূলঅন্ত্রী বা মলভাণ্ড" ইহাদের এই রূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গলকোষ ও অন্নবহনালী অস্থূল ও সরল। আমাশয় স্থূল ও বক্র। পাকস্থলী অস্থূল অথচ বক্র ভাবে জড়ীভূত থাকে। মলভাণ্ড স্থূল অথচ বক্র। ইহার ঊর্দ্ধ-দ্বার সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে, কেবল কোন খাদ্য বস্তু গিলিবার সময় ঐ দ্বার মুক্ত হয়। এই গলনলীর দ্বারা সমস্ত দৈহিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়॥

মাথার খুলির বিবরণ।

মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থান করে। মস্তিষ্ক তিন প্রকার বৃহন্মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক ও দীর্ঘীভূত মস্তিষ্ক। মাথার ত্বক্

দ্বিবিধ, দৃঢ়মাতৃকাত্বক্ ও লঘুমাতৃকাত্বক্। বৃহন্মস্তিষ্ক শুক্রের ন্যায় কিঞ্চিৎ ঘন, মস্তকের উপরিভাগে থাকে, উহা ধূম্রবর্ণ ও কোমল কিন্তু উহার মধ্যভাগের বর্ণ শুভ্র, এই মস্তিষ্ক মাতৃকাত্বক হইতে উৎপন্ন হয়।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক মস্তকের পশ্চাৎ অথচ অধোভাগে অবস্থিত, কিন্তু বৃহন্মস্তিষ্ক অপেক্ষা কঠিন।

মস্তকের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক এরূপ সুশোভিত আছে, যে মাথার খুলিখাসি উঠাইয়া ফেলিলে বিকশিত কমলের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

বৃহন্মস্তিষ্ক ও ক্ষুদ্রমস্তিষ্কের নিম্নভাগে দীর্ঘীভূত মস্তিষ্ক লেজুড়ের ন্যায় সংযুক্ত থাকে, ঐ লেজুড় শ্বেতবর্ণ ও মৃণালের ন্যায়, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত লম্বমান আছে।

মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুর উদ্ভব হয়, ঐ স্নায়ুদ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয় কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত মস্তিষ্কদ্বয়ের মধ্যে২ যে স্নায়ুগ্রন্থিনিকর আছে, তৎসমুদায় দ্বারা মস্তিষ্ক সকল দল পুঞ্জেরন্যায় অনুভূত হয়। সুতরাং নিগমাদি শাস্ত্রে মস্তকের অভ্যন্তরে যে সহস্রদল পদ্মের বর্ণনা আছে, তাহা ইহা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। আর ঐ মস্তিষ্কের কি অসাধারণী শক্তি! উহার দ্বারা যাবতীয় বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্নায়ুর বর্ণন।

স্নায়ু একটী পদার্থ, অতিসূক্ষ্ম সূত্রতুল্য তাহার আকৃতি, তাহার বর্ণ শুক্ল, এবং তাহা সচ্ছিদ্র, ঐ ছিদ্রমধ্যে শুক্র থাকে। ঐ শুক্র মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হয়। যেরূপ বটবৃক্ষের ঝুরি, স্নায়ুও অবিকল সেইরূপ। মস্তিষ্ক স্নায়ুর মূলস্থান। তথা হইতে

মেরুদণ্ডে, এবং মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব হইতে স্নায়ু সকল, কেশ, দন্ত, নখ ব্যতীত সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত আছে কিন্তু উহা কোন স্থানেই একটীং নাই, যে স্থানে আছে, তথায় অনেক সংখ্যা একত্র হইয়া গোছারূপে অবস্থিতি করে। স্নায়ু দ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয় কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

মনুষ্যদেহের স্নায়ুর স্থল সংখ্যা।

স্নায়ু সাকল্যে ৪০ গোছা আছে। তন্মধ্যে ৯ গোছা দীর্বী-ভূত মস্তিষ্ক হইতে এবং ৩১ গোছা মেরুদণ্ডের মজ্জা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা যেং স্থানে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে॥

নাসিকায় - - - - - - -	১	গোছা।
চক্ষে - - - - - -	৩	ঐ
হৃৎপিণ্ডে - - - - -	২	ঐ
মুখে - - - - -	১	ঐ
কর্ণে - - - - - - -	১	ঐ
জিহ্বায় - - - - - -	১	ঐ
ঘাড়ে - - - - - - - -	৮	ঐ
পৃষ্ঠে - - - - - - -	১২	ঐ
কটিদেশে - - - - - - -	৫	ঐ
মেরুদণ্ডে - - - - - -	৬	ঐ
	৪০	গোছা।

মনুষ্যদেহের অস্থির স্থূল সংখ্যা।

মস্তকে	৮
কর্ণে	৬
মুখে	১৪
দন্তে	৩২
পৃষ্ঠে	২৬
জিহ্বায়	১
বক্ষঃস্থলে	১
পঞ্জরে	২৪
বাহুদ্বয়ে	৬৪
পাদদ্বয়ে	৬২
কলায়াস্থি*	৮

সাকল্যে ২৪৬ খান

---

* কতক গুলিন অস্থি আছে, তাহাদের আকৃতি মটরকলায়ের ন্যায় বলিয়া তাহাদিগকে কলয়াস্থি বলে। তাহারা স্থানবিশেষে অবস্থিতি করে॥

স্থিতিস্থাপক* গুণবিশিষ্ট যে কতক গুলিন বন্ধনী আছে, তাহাদিগকে মাংসপেশী কহে, তাহাদের স্থূল সংখ্যা॥

মাথায়	১২
মুখে	৪
মুখের ভিতরে	১২
কর্ণে	৮
চক্ষে	৯
নীচুচোয়ালে	৪
ঘাড়ে	৬
গলায়	১০
তালুর ও গলার অগ্রভাগে	১১
জিহ্বায়	১৮
পৃষ্ঠে	৭
বক্ষে	৮
তলপেটে	৭
উরুতে	১৪
পদে	১০
পদতলে	৮
পায়ের অঙ্গুলীতে	১৬
স্কন্ধে	১৫
হস্ত, বাহু এবং হস্তের অঙ্গুলীতে	৩৫
পঞ্জরে	১৬
সাকল্যে	২২৭

* বস্তু সকল যে গুণে টানিলে বাড়ে, অথবা চাপিয়া ধরিলে নুয়ে যায় আবার ছাড়িয়াদিলে স্বভাবতঃ যেমন তেমনিই হয়, সেই গুণকে স্থিতি স্থাপক গুণ কহে। যেমন রবার, স্পঞ্জ ইত্যাদি॥

দেহের একপার্শ্বে ২২৭, সমস্তদেহে ৪৫৪ মাংসপেশী আছে। এতদ্ভিন্ন আরো ক্ষুদ্র২ কয়েক খানি মাংসপেশী দেহের স্থান বিশেষে আছে।

অস্থি, বন্ধনী, ও স্নায়ুর বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে লিখিতে হইলে পুস্তকের বাহুল্য হয়, এজন্য এক্ষণে তাহারা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

কিপ্রকারে শোণিতের চালনা হয়, তাহার বিবরণ।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে সকল শিরা আছে, তাহারা দুই অংশে বিভক্ত, কতক গুলিন রক্তপ্রবাহিকা এবং কতক গুলিন রক্ত আবাহিকা। শিরাসমুদায়, সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। রক্তপ্রবাহিকা শিরার গুণ এই, যে তদ্দ্বারা হৃৎকোষ হইতে প্রতি আড়াই পল বা প্রতিমিনিটে ৬৫ বার বা ততোধিক শোণিতের পরিচালনা হয়। দেহের সর্ব্বাবয়বের মধ্যে যে স্থানে যে পরিমাণে যেরূপ পুষ্টিকরী শক্তির আবশ্যক, ঐ রক্তপ্রবাহিকা শিরা সকল হৃৎকোষ হইতে রক্ত পরিচালনা করিয়া সেই শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। এই স্থলে একটী দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে, যেমন জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ কোন পাত্র বিশেষে একদিকে অন্য জলীয়বস্তু প্রবিষ্ট হইলে অপর দিকদিয়া পূর্ব্বজলীয় বস্তু অবস্থত হইয়া যায়। এবং জলীয় বস্তু যৎপরিমাণে প্রবিষ্ট হয়, তৎপরিমাণে পূর্ব্বজলীয় বস্তু অবস্থত হয়, এস্থলেও সেইরূপ, অর্থাৎ শিরা সমূহের স্থানেং বীর্য্যবান্ নূতন শোণিত প্রবেশ করিলে তত্তৎ স্থানের হীনবীর্য্য পুরাতন শোণিত অপর দিকদিয়া বাহির হইতে থাকে এইরূপে ক্রমশঃ পুরাতন শোণি-

তের অধিকাংশ নূতন শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া তাহা-কেও হীনবীর্য্য করে, পরে ঐ বীর্য্যহীন শোণিত আবাহিকা নাড়ীদ্বারা হৃদুদরে উপস্থিত হয়, যখন পরিশোধিত শোণি-তের চালনা হয়, তখন তাহা লোহিতবর্ণ থাকে, কিন্তু সেই শোণিত অপকৃষ্ট শোণিত সংযোগে বিগুণ হইলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ শোণিত হৃদুদর হইতে শিরাদ্বারা বায়ুাধারে গমন করিলে নিশ্বাস বায়ুসহকারে তাহার অপকৃষ্ট ভাগ বহির্গত হয়, ও প্রশ্বাস বায়ুর পুনঃ২ স্পর্শে তদ্গত দোষ পরিহার হইয়া পুন-র্ব্বার নির্ম্মল হয়, এবং পুষ্টিকরী শক্তিও ধারণ করে, পরে হৃৎকোষে পরাবৃত্ত হইয়া রীত্যনুসারে প্রবাহিকা নাড়ীদ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। এই রূপে হৃৎপিণ্ড হইতে অনবর-তই সর্ব্বশরীরে রক্তের চালনা হইতেছে। এবং সর্ব্বাঙ্গে পুষ্টি প্রদান পূর্ব্বক বিগুণ হইলে বায়ুাধারে সংশোধিত হইয়া পুন-র্ব্বার দেহের পুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। ঐ বিগুণ কৃষ্ণবর্ণ শোণিত সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হইলে এককালে সকল যন্ত্রের শক্তি লোপ করিয়া প্রাণনাশের কারণ হয়, এজন্য তাহার শোধনার্থে পরমকারুণিক পরমেশ্বর নিশ্বাস প্রশ্বাস ও বায়ু-ধারের সৃষ্টি করিয়াছেন। শোণিত কি অপূর্ব্ব পদার্থ। শোণিত রূপ সম্পত্তি অতিশয় উপকারিণী, ইনি শক্তিরূপা, প্রাণদা, শক্তিপ্রদা, জীবনের মূল, দেহের পুষ্টিকরী এবং দেহ ভাণ্ডারে যত গুলিন অস্থি, শিরা, ইন্দ্রিয়, ও যন্ত্র আছে, সকলেই শোণিত দ্বারা সবল থাকিয়া স্বস্ব কার্য্য নির্ব্বাহে প্রস্তুত থাকে, শোণিত বর্জ্জিত হইলে এককালে সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

প্রতি নিশ্বাসেই দেহের ক্ষয় হইয়া থাকে, কেবল নিয়মিত আহারের দ্বারা যে সারাংশ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার পুষ্টিলাভ করে, এবং সারাংশ অধিক হইলে বরং দেহকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিতে পারে। প্রতিক্ষণেই দেহ যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করায় কোন প্রয়োজন রাখে না। যেহেতু অনায়াসে সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারেন। আহারের কালে আহার না করিয়া কিম্বা উপবাসান্তে দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কি পরিমাণে ক্ষয় হইয়াছে, তাহা অতিসহজে বোধগম্য হইতে পারে। অতএব যখন আহার দ্বারা দেহের বৃদ্ধি হয় তখন উত্তমোত্তম তেজস্কর দ্রব্য ভোজন করা সকলের পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রতিক্ষণে কি কারণে দেহের ক্ষয় হয় তাহার বিস্তারিত পারস্য গ্রন্থে যাহা উক্ত আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বায়ু।	শুষ্ক কারক
পিত্ত।	উষ্ণ কারক
কফ।	আর্দ্র কারক
শোষকনাড়ী।	শোষক

অন্যা২ মতে বায়ু, পিত্ত, ও কফ এই তিন পদার্থকেই প্রধান বলিয়া মান্য করিয়াছেন, কিন্তু ইউনানী পণ্ডিত মহাশয়েরা বায়ু পিত্ত ও কফ, আর কন্তু শোষকনাড়ী এই চারি পদার্থকে তুল্যরূপে মান্য করিয়াছেন, শরীরের সত্ত্ব শোষণ করাই শোষকনাড়ীর ক্রিয়া, ভুক্ত বস্তু জনিত সারাংশ শোষণ দ্বারা ঐ শোষক নাড়ীদিগের তৃপ্ত হওনানন্তর অধিক থাকিলে তাহা শোণিতরূপে সর্ব্বাঙ্গে চালিত হয় এবং সারাংশ অল্প উৎপন্ন হইলে ঐ নাড়ীরাই শোষণকরে শরীরে শোণিত বৃদ্ধি হয় না বরং ঐ সারাংশে ঐ নাড়ীদিগের পরিতোষ না হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত শোণিতের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। অনেক লোক একভাবে সমান অবয়বে বহুকাল থাকে,

তাহার কারণ এই, তাহাদের আহার দ্বারা যে সারাংশ উৎপন্ন হয়, তাহা শোষকনাড়ীদিগের শোষণপরিমিতমাত্র সুতরাং তাহাতে দেহের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, এবং উপবাস ও অল্প আহার করিলে অবশ্য দেহের হ্রাস হইবেক, সন্দেহ কি, নচেৎ নিত্য আহারে ন্যূনকল্পে একছটাক পরিমাণে সারাংশ জন্মিলে প্রতিমাসে প্রায় দুইসের এবং প্রতি বৎসরে চব্বিশসের শরীর বৃদ্ধি হইতে পারিত। অতএব শোষক নাড়ীরা নিরন্তর শরীরের সত্ত্ব শোষণ করে এই কারণে প্রতিক্ষণে দেহের ক্ষয় হয়।

শারীরিক তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় অতিরিক্ত মতান্তরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই, বায়ু, পিত্ত, কফ, ও মল, ইহারাই দেহের উৎপত্তি, স্থিতি, ও সংহার বিষয়ের কারণ মাত্র। অতএব তাহারও বিস্তারিত বর্ণন করিতে অধুনা প্রবৃত্ত হইলাম।

বাত পিত্ত কফ ও মল ইহারা কি পদার্থ তাহার বিবরণ।

মল, কফ, পিত্ত, ও বায়ু, এই চারি বস্তু পঞ্চভূতান্তর্গত চারি ভুত মাত্র। ইহারা স্থলবিশেষে বিভিন্ন নাম ধারণপূর্ব্বক পরস্পরের সহকারে নানারূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভগবল্লীলা নির্ব্বাহে সতত সত্বর ও সমর্থ, ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহাদের বিশ্রাম নাই। কোন্ স্থানে কি রূপে মূর্ত্তিমান্ থাকে, তাহা ঝটিতি বোধগম্য হইবার জন্য পৃথক্২ স্থলে পৃথক্২ নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, এই নাম সকল

সচরাচর প্রায় সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি বিষয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বাতাস, এই কয়েকটী নাম প্রায় স্থিতি অর্থাৎ পালন বিষয়ে উক্ত হয়।

মল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ু, এই নাম সকল নিরন্তর লয় অর্থাৎ ধ্বংস বিষয়ে প্রচলিত হইয়া থাকে।

বাস্তবিক,	ক্ষিতি,	মৃত্তিকা,	ও মল।	এক বস্তু।
	অপ্,	জল,	শ্লেষ্মা।	এক বস্তু।
	তেজ,	অগ্নি,	পিত্ত।	এক বস্তু।
	মরুৎ	বাতাস,	বায়ু।	এক বস্তু।

মনুষ্যাদি ভূচর, খেচর, জলচর, বৃক্ষ, লতা, ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি যে কোন বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, সকলেতেই ভূতচতুষ্টয়ের অংশ মাত্র দৃষ্ট হয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই পঞ্চভূতের অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন যে অন্য কোন বস্তুরই সৃষ্টি হয় নাই, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতীয়মান আছে।

মতান্তরে অনেকানেক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় দেহ। এবং ত্রিগুণের ক্ষমতাদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কার্য্য সমাধা হইতেছে। এই কথায় স্পষ্ট বোধ হয়, যে পঞ্চভূত ব্যতীত আরো অন্যান্য পদার্থ আছে। ফলতঃ ত্রিগুণ ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বসমুদায় ঐ পঞ্চভূত ও পঞ্চভূতের বিশেষণ, এবং তাহাদের কার্য্য মাত্র।

যথা, রজঃ, সত্ব, তমঃ, ইহাদের নাম ত্রিগুণ। রজঃশব্দের অর্থ মৃত্তিকা। সত্বশব্দের অর্থ রস। তমঃশব্দের অর্থ তেজ। সুতরাং মৃত্তিকা, জল, ও অগ্নি, এই ভূতত্রয়ের গুণের নাম ত্রিগুণ। ভূতসমূহের গুণ বর্ণন কালে ইহাদেরও সবিশেষ বর্ণনা করা যাইবেক। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় দেহ। যথা,

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চ ভূত।
গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ। পঞ্চ তন্মাত্র।
নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।
বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। { মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ এতদতিরিক্ত তত্ত্বমাত্র।

এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বসমুদায় ঐ পঞ্চভূত ও পঞ্চভূতের গুণ এবং ক্রিয়া মাত্র। যথা ক্ষিতির গুণ গন্ধ ও নাসিকা। অপের বিশেষণ রস ও রসনা। তেজের বিশেষণ রূপ ও চক্ষু।

মরুতের বিশেষণ স্পর্শ ও ত্বক্। ব্যোমের বিশেষণ শব্দ ও শ্রোত্র। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ইহাদের সঞ্চালন বায়ু ক্রিয়া। ব্যোম হইতে প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, সুতরাং ঐ পঞ্চভূত হইতেই সমুদায় বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে, কেবল কার্য্য বিশেষে নামের বিভিন্নতা মাত্র। অতএব মল, কফ, পিত্ত, বায়ু, এই চারি বস্তু যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, এই চারি ভূতমাত্র॥

মল কফ ও পিত্ত ইহাদের কি গুণ ও কি ক্ষমতা তাহার বিবরণ।

ত্রিগুণ। রজঃ, সত্ব, তমঃ, বা

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, এই তিন পদার্থের তিন গুণ ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদান বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু তিন গুণের ঐক্য ব্যতীত কেবল রজ দ্বারা কিম্বা সূক্ষ্ম সত্ব

দ্বারা, অথবা জমো মাত্র দ্বারা সকল কার্য্যের সমাধা হওয়া সম্ভব নহে। এই তিন বস্তুর ঐক্যে বায়ুর সংযোগ হইয়া * জরায়ুজ, † অণ্ডজ, ‡ স্বেদজ, ¶ উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছে, এবং তাহাদের পালন জন্য উক্ত তিন বস্তুর ঐক্য ও বায়ুর সংযোগ দ্বারা ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এবং ঐ চারি বস্তুর অর্থাৎ মল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ু, ইহাদের অনৈক্যে সমুদায় সৃষ্টবস্তুর ধ্বংস হইতেছে। ত্রিগুণের ত্রিবিধ কার্য্য বায়ুসহকারে নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু সময় বিশেষে ঐ চারি বস্তুর পরিমাণের ন্যূনাতিরেক হইলে ত্রিগুণের কার্য্য প্রত্যেক গুণে দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। যথা,

রজ হইতে সৃষ্টি, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মাণ হয়। রজ হইতে স্থিতি, অর্থাৎ সরল মৃত্তিকা হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা পালন হয়। রজ হইতে লয়, অর্থাৎ ক্রূর কিম্বা কঠিন মৃত্তিকার আঘাতে ধ্বংস হয়।

সত্ত্বযোগে সৃষ্টি, অর্থাৎ মৃত্তিকায় জল সংযোগ করিলে গঠন হয়। জলপানে পালন। জলমগ্নে লয়

* স্ত্রীলোকের উদর মধ্যে যে যন্ত্রে সন্তানোৎপত্তি হয়, তাহার নাম জরায়ু, ঐ জরায়ু হইতে যাহার জন্ম হয়, তাহাকে জরায়ুজ কহে, যথা মনুষ্য পশু ইত্যাদি।

† অণ্ড (ডিম্ব) হইতে, যাহাদিগের উদ্ভব হয়, তাহাদিগকে অণ্ডজ কহে যথা পক্ষী সর্পাদি।

‡ স্বেদ (ক্লেদ) হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি হয়, তাহাদের নাম স্বেদজ, যথা কৃমি কীট ইত্যাদি।

¶ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যাহারা জন্মায়, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলা যায়, যথা, বৃক্ষ লতাদি।

তম বা তেজ হইতে সৃষ্টি, অগ্নি (জঠরাগ্নি) দ্বারা স্থিতি, অগ্নিদাহে লয়।

শরীরস্থ মল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ু এই চারি বস্তুর ঐক্যদ্বারা দেহের সৃষ্টি, সাম্যাবস্থায় স্থিতি, বৈরিভাবে লয় হইয়া থাকে। সকল বস্তুতেই এই রূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন মৃত্তিকায় অল্পজল দিয়া বীজ রোপণ করিলে প্রথমতঃ ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে পরিমিত জলে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, ও অপরিমিত জলে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ অল্প অল্প পরিমাণে ভূতমণ্ডলীর পরস্পর সংযোগ হইয়া প্রথমতঃ দেহের সৃষ্টি হয়, পরে ঐ দেহ পরিমিত পরিমাণে প্রতিপালিত ও অপরিমিত পরিমাণে লুপ্ত হইয়া যায়, ইহা ভূতসমূহের স্বভাব সিদ্ধ॥

বায়ু পিত্ত ও কফ কোন্ কোন্ স্থান ইহাদের মূলস্থান তাহার বিবরণ।

দেহস্থ নাড়ী সমূহের মধ্যে প্রধান নাড়ী তিনটী, তাহারা বায়ু, পিত্ত, ও কফের আকর, তাহাদের নাম ঈড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না, ঐ সুসুম্না নাড়ী বায়ুর আকর, মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তিনী, মূলাধার হইতে শিরস্থসহস্রদলপদ্মপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, ষট্ চক্র তাহাতে গ্রথিত আছে, তাহার দক্ষিণাংশে পিঙ্গলানাম্নী পিত্তাধার নাড়ী, ও বামভাগে শ্লেষ্মার আকর ঈড়ানাম্নী নাড়ী অবস্থিতি করে, ঐ ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় আপাদ মস্তক ব্যাপ্ত, তদ্ভিন্ন বজ্রানাম্নী একটী নাড়ী লিঙ্গমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান। আছে, ঐ বজ্রানাড়ী শুক্রাধার। যেমন বৃহৎ হ্রদের জল নানাপ্রণালীদ্বারা নানাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষেত্র কার্য্য সমস্ত

সম্পাদন করে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত, কফ, ও শুক্রের আকর যে চারিটী নাড়ী, তৎসম্বন্ধীয় শত সহস্র শাখা উপশাখাদ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ, ও শুক্র পরিচালিত হইয়া দেহকার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিতেছে ॥

বায়ু পিত্ত ও কফের স্বাভাবিক গুণ।

বায়ু। নীরস, ও শোষক, অপরসংসর্গে শীতল ও উষ্ণ হইতে পারে।

পিত্ত। উষ্ণ, সুতরাং দাহক, সংসর্গ বিশেষে শীতল ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইতে পারে।

কফ। শীতল, ও ভারজনক, পিত্তসংসর্গে উষ্ণ হইয়া থাকে।

উক্ত বায়ু, পিত্ত, ও কফ, ইহারা অথবা সৃষ্ট বস্তু মাত্রই জড়পদার্থ, কিন্তু স্থান বিশেষে ইহাদের পরিমাণ অধিক হইলে, কিম্বা অপরের বিশেষ ক্রিয়াসহকারে ইহারা গতিমান্ হয়, যেমন জল, কোন স্থানে একবিন্দু পতিত হইলে জড়বৎ অবস্থান করে, আবার পরিমাণ অধিক হইলে স্বীয় শক্তি দ্বারা গতিমান্ হয়, কিম্বা অন্য কেহ চালনা করিলেও গমন করিতে পারে (কোন্ কোন মতে বায়ুকে গতিমান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,) কিন্তু কারণ ব্যতীত গমন হয়না, যেমন, কোন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলে তন্মধ্যস্থ বায়ু গতিহীন হইয়া জড়রূপে অবস্থান করে, আবার কোন দ্রব্য ব্যজন করিলে ঐ বায়ু অবশ্যই গতিমান্ হয়। সৃষ্ট পদার্থ রক্ষার্থে ক্রমাগত বায়ুর সঞ্চালন কি প্রকারে হইতেছে তাহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবেক।

বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকৃতি।

বায়ুর সরলতা। বায়ু স্বস্থানে স্বীয়ভাবে থাকিলে তাহাকে সরলবায়ু কহে। তদ্দ্বারা মল ও মূত্রের শুদ্ধি, জঠরানলের বৃদ্ধি, মন ও বুদ্ধির স্থিরতা, আলস্যের হ্রাসতা, এবং শরীরের সুস্থতা ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

বায়ুর ক্রূরতা। অপরিমিত কথন, সর্ব্বক্ষণ চিন্তন, বাতজ বস্তুসেবন, পথভ্রমণ, রাত্রিজাগরণ, অনশন, অনবগাহন, ইত্যাদি, অর্থাৎ যে সকল ব্যবহারে বায়ুর অপ্রীতি জন্মে, তাহা আচরিত হইলেই বায়ু বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া স্বকার্য্য সাধনে বিরত হয় তাহাকে কুপিতবায়ু কহে। তদ্দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার-পক্ষাঘাত, উন্মাদ প্রভৃতি সমুদয় বায়ুরোগের মধ্যে যে কোন রোগ হউক উৎপত্তি হওয়া সম্ভব॥

প্রধানবায়ু পঞ্চবিধ তাহাদের নাম।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। ইহাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা, ও যে যে স্থানে ইহারা অবস্থান করে তাহার বিস্তারিত নিম্নে লেখা যাইতেছে।

(প্রাণ বায়ুর ক্ষমতা।)

প্রাণবায়ু, দেহরক্ষক, দেহযন্ত্রের সমস্তকার্য্যসম্পাদক, শারীরিক সুখ দুঃখের অনুভাবক, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের মীমাংসাকারক, হিতাহিত বিবেচক, সুখের আহ্বানে ও দুঃখের বিসর্জনে সদা তৎপর। ঐ প্রাণবায়ু নিশ্বাসের সহিত মিলিত থাকে যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয় তদবধি নিশ্বাস সহযোগে গমনাগমন করে, হৃৎপদ্ম হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত তাহার অধিকার।

কিবা আশ্চর্য্য ব্যাপার! নিশ্বাস ইনি বায়ু, এবং প্রাণও বায়ুমাত্র, তথাপি উভয়ে পরস্পর মিলিত থাকে, কিন্তু সৃষ্টি কর্ত্তার কিবা বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল, নিশ্বাসের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও নিশ্বাসের বহির্গমনকালে প্রাণবায়ু বহির্গত হয় না।

(অপান বায়ুর ক্ষমতা।)

অপান বায়ু, ভুক্তবস্তুজনিত বায়ু ও মলের নিঃসারক, মূলাধার হইতে মলভাণ্ডপর্য্যন্ত তাহার অধিকার।

(সমান বায়ুর ক্ষমতা।)

সমান বায়ু, জঠরাগ্নির উদ্দীপক, ভুক্তবস্তুজনিত সারাংশ ও অসারাংশের যথাস্থানে পরিচালক, পাকস্থলীর সমুদায় অংশে তাহার অধিকার।

(উদান বায়ুর ক্ষমতা।)

উদান বায়ু, বাক্‌প্রকাশক, নিশ্বাস প্রশ্বাসের পরিচালক, উদ্গার নিঃসারক, ফুস্‌ফুস্ হইতে কণ্ঠনলীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহার অধিকার।

(ব্যান বায়ুর ক্ষমতা।)

ব্যান বায়ু, সর্ব্বশরীরে শোণিত সঞ্চালক, ঘর্ম্মনিঃসারক, সমস্তশিরার মধ্যে তাহার অধিকার।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবায়ু সরলভাবে থাকিয়া স্বস্বকার্য্য পরিশুদ্ধ রূপে নির্ব্বাহ করিলে সর্ব্বতোভাবে শরীর সুস্থ থাকে, এবং ঐ পঞ্চ বায়ু কুপিত হইলে দেহের যেরূপ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা পৃথক্ ২ রূপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(প্রাণ বায়ুর ক্রূরতা।)

প্রাণ বায়ু কুপিত হইলে, চক্ষুর আরক্ততা, আপাদ মস্তকের উত্তপ্ততা, চেতনাহানি, প্রলাপ উচ্চারণ, প্রভৃতি নানাবিধ অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

(অপান বায়ুর ক্রূরতা।)

অপান বায়ু কুপিত হইলে, ভুক্তবস্তুজনিত মল মূত্র ও বায়ুর সরলতা নাশ হয়।

(সমান বায়ুর ক্রূরতা।)

সমান বায়ু কুপিত হইলে, অজীর্ণতা, জঠরাগ্নির মন্দতা, উদরাময় ইত্যাদি রোগ জন্মায়।

(উদান বায়ুর ক্রূরতা।)

উদান বায়ু, কুপিত হইলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সরলতাহানি, হিক্কা উৎপাদন, স্বরভঙ্গ, বাক্‌রোধ প্রভৃতি অনর্থ উৎপাদন করে।

(ব্যান বায়ুর ক্রূরতা।)

ব্যান বায়ু, কুপিত হইলে, শোণিত সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক হয়, এবং সমস্ত বায়ুরোগের উৎপত্তি করে।

উক্ত পঞ্চবায়ু এক পদার্থ, কেবল স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে একারণ তাহাদের নামও পৃথক্ ২ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই পঞ্চবায়ু প্রশ্বাসের সহকারে স্বস্ব অধিকারে প্রবৃত্ত থাকে অর্থাৎ যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তখন তাহারা স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধোভাগে গমন করে, আর যখন নিশ্বাস ত্যাগ করা যায়, তখন তাহারা ঊর্দ্ধভাগে প্রত্যাবৃত্ত হয়, এই রূপ নিয়মে বায়ুদিগের অবিশ্রাম সঞ্চালন হইতেছে, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই।

(পিত্তের সরলতা।)

পিত্ত স্বাভাবিক অবয়বে, সমভাবে, স্বস্থানে শীতল থাকিলে তাহাকে সরল পিত্ত কহে। তদ্দ্বারা অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা, মন

” বুদ্ধির স্থিরতা, চক্ষের শীলতা, আস্যে হাস্য, রসনায় রস, শরীরে সামর্থ্য ইত্যাদি জন্মায়।

(পিত্তের ক্রূরতা।)

অপরিমিত পরিশ্রম, অনশন, রৌদ্রসেবন, বহ্নির উত্তাপ গ্রহণ, ঝাল বা মাদকদ্রব্য ভক্ষণ, নানা প্রকার কঠোর ক্রিয়া, যাহাতে পিত্তের অপ্রীতি জন্মে, তাহা আচরিত হইলেই পিত্ত উত্তপ্ত হইয়া বিকৃত ভাবাপন্ন হয়, তাহাকে কুপিত পিত্ত কহে। তদ্দ্বারা জ্বর, বিকার, ওলাউঠা, রক্তপিত্ত, রক্তদুষ্ট, অর্শ, কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রোগ, এবং দেহের দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতা জন্মায়। ঐ পিত্ত পঞ্চ প্রকার। তমঃ, তেজঃ, পিত্ত, চক্ষুঃ, ও জঠরানল।

(তমের ক্ষমতা।)

তমঃ। শরীর উষ্ণকারক, ও শোণিতের অসারাংশ নিঃসারক, সর্ব্ব শরীরের মধ্যে অবস্থান করে।

(তেজের ক্ষমতা।)

তেজঃ। জ্ঞান, বুদ্ধির উৎপাদক, শরীর সবলকারক, মদ-মাৎসর্য্যের সঞ্চারক, জীবের উৎপাদক, বজ্রানাড়ীর মধ্যে অবস্থিতি করে।

(পিত্তের ক্ষমতা।)

পিত্ত। ভুক্তবস্তু দ্রবকারক, ঘৃণা ও তিতিক্ষার উৎপাদক, শরীরের স্বাস্থ্যদায়ক, পিত্তভাণ্ডে অবস্থিতি করে।

(চক্ষুর ক্ষমতা।)

চক্ষুঃ। প্রদর্শক, মায়া মমতা ও শীলতার উৎপাদক, উত্তমাধম মীমাংসাকারক, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চারক, চক্ষুগহ্বরে বাস করে।

(জঠরাগ্নির ক্ষমতা।)

জঠরানল। পাচক, ক্ষুধা ও পিপাসার সঞ্চারক, পাকস্থলীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ পিত্ত সরলভাবে স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মানুসারে স্বীয় ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে সম্যক্‌রূপে শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, পঞ্চ পিত্ত কুপিত হইলে যে রূপ দেহের অপকার ঘটিয়া থাকে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত নিম্নভাগে প্রকাশিত হইতেছে।

(কুপিত তমঃ।)

কুপিত তমের দ্বারা শরীরের উষ্ণতা বোধ ও দেহস্থ নবদ্বারের কোনদ্বারে শোণিত নিঃসরণ ও স্ফোটক প্রভৃতি ক্ষত রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে।

(কুপিত তেজঃ।)

তেজঃ কুপিত হইলে তদ্দ্বারা প্রমেহ, পাথুরি, প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি এবং শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হয়।

(কুপিত পিত্ত।)

পিত্ত কুপিত হইলে, তদ্দ্বারা জ্বর, বিকার, প্লীহা, যকৃৎ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, শূল, ও কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

(কুপিত চক্ষুঃ।)

চক্ষুঃ কুপিত হইলে তদ্দ্বারা স্নেহনাশ, হৃদ্‌ভেদ, ও তেজহানি, কম্প প্রভৃতি নানাদোষ জন্মিয়া থাকে।

(কুপিত জঠরানল।)

জঠরানল, বিকৃত হইলে তদ্দ্বারা জীর্ণতা, রুচিনাশ, সামর্থ্য-হানি, মূত্রকৃচ্ছ্র, ও উদরাময় প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

এই পঞ্চবিধ পিত্ত তেজোময় পদার্থ, কেবল স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহ করে বলিয়া তাহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

(কফের সরলতা।)

কফ, স্বস্থানে, স্বীয় অবয়বে, সরলভাবে, সরলশীল থাকিলে তাহাকে সরল কফ কহে। তদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের শীতলতা, মনের প্রফুল্লতা, মল মূত্রের সরলতা, বুদ্ধির স্থিরতা কান্তি পুষ্টি, স্নিগ্ধপ্রকৃতি, আদ্র চিত্ত, সুনিদ্রা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

(কফের ক্রূরতা।)

কফের প্রকৃত আকার নির্ম্মল জলবৎ। উষ্ণক্রিয়াদ্বারা কিম্বা কফের বৈরী পিত্ত, তাহার তাড়নায় কফের অপ্রীতি জন্মিলে ঐ কফ বিকৃতভাবাপন্ন অর্থাৎ গাঢ় ও কঠিন হয়, তাহাকেই ক্রূর কফ কহে। তাহাতে সমুদায় কাসরোগ, শিরঃ শূল, বুকশূল, প্রভৃতি বিবিধ রোগ এবং শরীরের জড়তা ও অসুস্থতা জন্মায়।

ঐ শ্লেষ্মা পঞ্চবিধ। তাহাদের নাম, উদররস, রস, সন্ধ, শ্লেষ্মা, জল।

পাকস্থলী যেচর্ম্মে নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উদররস থাকে। তদ্দ্বারা ভুক্তবস্তুর পরিপাক ও সামর্থ্যের উন্নতি হয়।

রস।—ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে রসপ্রস্রবণ, তাহাতে রসের অবস্থিতি। তদ্দ্বারা মুখাভ্যন্তর ও রসনা সরস এবং প্রাণের পরিপোষণ হয়।

সন্ধ।—সর্ব্বশিরার অভ্যন্তরে বাস করে। তদ্দ্বারা মেদের বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টি রাখে।

শ্লেষ্মা।—শ্লেষ্মানাড়ীর মধ্যে শ্লেষ্মার অবস্থান। তদ্দ্বারা হৃৎ-পিণ্ড ও কণ্ঠনলী প্রভৃতির আদ্রতা জন্মে।

জল।—সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত আছে। ঘর্ম্মনিঃসরণ, শরীর শীতল করণ, মনোমধ্যে সন্তোষ উৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়া তদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াথাকে।

এই পঞ্চবিধ শ্লেষ্মা বিকৃত হইলে দেহের যেরূপ অনিষ্টকর হই-য়া উঠে, তাহার তদন্ত নিম্নভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে। কুপিত উদররস। অজীর্ণকারক, আমাতিসার ও গ্রহণী রোগোৎপাদক।

কুপিত সত্ব। হিমাঙ্গকারক, প্রাণনাশক।

কুপিত রস। কণ্ঠোষ্ঠশুষ্ককারক।

কুপিত শ্লেষ্মা। কাস রোগোৎপাদক, নিশ্বাস প্রশ্বাসের পথ-রোধক।

কুপিতজল। শরীরের উষ্ণতা রোধক, এবং ভারজনক।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ শ্লেষ্মা একমাত্র পদার্থ, কেবল স্থানবিশেষে ভিন্ন২ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, বলিয়া তাহারা ভিন্ন২ নামও প্রাপ্ত হইয়াছে।

বায়ু, পিত্ত, ও কফের, সরলতা ও ক্রূরতা কি প্রকারে জন্মে, তাহার বর্ণন করাগেল, অতঃপর মলের সরলতা ও ক্রূরতা কি-রূপে হয়, তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

মলের সরলতা।

ভুক্তবস্তুজনিত যে অসারাংশ নিয়মিতকালে, সহজ অবয়বে, সরল ভাবে, পরিষ্কাররূপে বিনিঃসৃত হয়, তাহাকে সরল মল কহে। তাহাতে দেহস্থ গ্লানির হ্রাস, রোগের নাশ, জঠরাগ্নির উদ্দীপন, ইত্যাদি জন্মায়।

মলের ক্রূরতা॥

জঠরাগ্নির বা ভুক্তবস্তুর দোষানুসারে, কিম্বা অনশনে অথবা বিশেষ২ মাদকদ্রব্যসেবনে বা অনিয়মিত ব্যবহারে মলের

বিকার জন্মিলে ঐ মল বিকৃতভাবাপন্ন অর্থাৎ কঠিন হইয়া যথা-কালে নিঃসৃত হয়না, তাহাকে ক্রূরমল কহে। তাহা, রোগের বীজস্বরূপ, তদ্দ্বারা উদরের উচ্চতা, জঠরাগ্নির মন্দতা, শরীরের জড়তা, গ্রহণী, আমঠিলা প্রভৃতি নানারোগ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চভূতের অদ্ভুত লীলা।

ভূতমণ্ডলী দেহরূপে বিরাজমান, ইহারাই দেহের মিত্র, ইহা-রাই অমিত্র, ইহারাই রোগ, ইহারাই ঔষধ, ইহারাই জীবন, আবার ইহারাই নিধন, ইহাদের সদ্ভাবের নাম সুখসচ্ছন্দতা, ভাবান্তরের নাম রোগ। এই ভূতমণ্ডলীর সংযোগ হইয়া দেহের সৃষ্টি, সাম্যাবস্থায় স্থিতি, বৈরিভাবে লয়, অর্থাৎ পরস্প-রের মিলনে দেহেরস্থায়িত্ব, ও পরস্পরের বিচ্ছেদে দেহের বি-য়োগ, এবং একের ধ্বংসে পাঁচের পঞ্চত্ব নিশ্চিত হয়॥

বাত পিত্ত কফ ও মল ইহারা কিরূপে বৃদ্ধি পায়, এবং কি প্রকারেই বা ইহাদের হ্রাস হয়, তাহার বিবরণ॥

ভুক্তবস্তুজনিত সারাংশ সর্ব্বশিরায় সঞ্চালিত হইলে বাত পিত্ত কফ ও মলের অংশ যে পরিমাণে তাহাতে থাকে, সর্ব্ব-শরীরে তদনুযায়ী গুণ প্রকাশ করিয়া দেহস্থ ভূতচতুষ্টয়ের অংশ বৃদ্ধিকরে।

অল্পাহারে, অনশনে, কিম্বা অজীর্ণতাদোষে, যে কোন কারণে হউক, সারাংশ উৎপন্ন হইবার খর্ব্বতা হইলেই শরীরস্থ ভূত-চতুষ্টয়ের অংশের হ্রাসতা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

মনুষ্যের পরমায়ু বিষয়ক সংক্ষেপ বিচার ॥

এবিষয়ে যে ত্রিবিধ মত আছে, তাহা ক্রমেং পশ্চা-
ল্লিখিত হইতেছে ।

প্রথম মত ।

যে লগ্নে মনুষ্যের জন্মহয়, ঐ জন্মলগ্নমাহাত্ম্যানুসারে তাহার জীবন কালের পরিমাণ এবং যে স্থানে, যে দিনে, যে মুহূর্ত্তে, ও যে প্রকারে তাহার নিধন হইবেক, তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তত্তৎকাল উপস্থিত হইলে সেই কারণে ও সেই মুহূর্ত্তে যে তাহাকে শমনভবনে যাত্রা করিতে হইবেক তাহাতে আর তিলার্দ্ধমাত্র সংশয় নাই ।

দ্বিতীয় মত ।

মনুষ্য মাত্রেরই পরমায়ু সংখ্যা ১২০ বৎসর। কিন্তু যে কতকগুলি অনিষ্ট ঘটনা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে, তাহা মানব-জাতির পক্ষে ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাহাহইতে পরিত্রাণ পাইলে ঐ নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে।

অনিষ্টঘটনা চারি প্রকার।

প্রথমতঃ।—দেহস্থ বাত, পিত্ত, কফ, ও মল এই ভূতচতুষ্ট-য়ের প্রবলতা ক্রূরতা ও প্রকোপতা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ।—সর্পাঘাত, বজ্রাঘাত, সমরে পতন, সলিলে মজ্জন, দস্যুহস্তে মরণ, কুম্ভীর প্রভৃতিজল জন্তুদ্বারা নিধন, ব্যাঘ্রাদি অরণ্য জন্তু কর্তৃক হনন ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ।—ইচ্ছামৃত্যু, যথা, বিষসেবন, উদ্বন্ধন, জলমজ্জন, অনলে প্রবেশ ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ।—রাজদণ্ড, যথা, ফাঁসি, মস্তকচ্ছেদ ইত্যাদি। এই সকল ঘটনাদ্বারা মনুষ্যের অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে। তৈল থাকিতে দীপের নির্ব্বাণ যদ্রূপ, পরমায়ুঃ সত্বে জীবের ও নিধন তদ্রূপ হয়, প্রদীপ পবনোৎপাত হইতে সংরক্ষিত হইলে তৈলের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার অন্যথায় দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ জীবন রক্ষার নিয়ম সমূহ সুচারু রূপে প্রতিপালিত হইলে জীবন কালের স্থায়িত্ব এবং তদ্বিপরীতাচরণে তাহার ধ্বংস হয় সন্দেহ নাই।

তৃতীয় মত।

জন্মলগ্নের মাহাত্ম্যানুসারে জীবন কালের পরিমাণ অবধারিত হইয়া থাকে, কিন্তু দৈবঘটনা ইচ্ছামৃত্যু, রোগ, ও রাজদণ্ড হইতে সংরক্ষিত হইলে ঐ জন্মলগ্নের নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত মতত্রয়ের পরস্পর অনৈক্য। ইহার মধ্যে কোন মতকে মান্যকরা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, তাহার স্থিরীকরণ বিষয়ে ইতি পূর্ব্বে অনেকানেক ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য

অসামান্য জ্ঞানরাশি মহোদয়দিগের এক সভা হইয়াছিল তা-হাতে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক ওবাদানুবাদের পর পরিশেষে সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া তৃতীয় মতের সহিত ঐক্য হইয়াছিলেন, ঐ সভ্য মহাশয়গণের সদ্বক্তৃতার আদ্যোপান্ত বর্ণন করায় কিছুমাত্র প্রয়োজন রাখেনা, তবে কিপ্রমাণে ও কি নিদর্শনে যে তাহারা তৃতীয় মতের সহিত ঐক্য হইয়াছিলেন, বোধ করি, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষকর হইবেক না। একারণ সভ্যগণের বক্তৃতা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত ইহতেছে। হস্তি, হয়, কাক, চিল প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তুগণ মনুষ্যের খাদ্য নহে, তাহারা প্রায় পরিমিত পরমায়ু ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু ছাগ, কুক্কুটপ্রভৃতি যাহারা মানবগণের ভক্ষ্য. তাহাদের জীবন-কালেরও অতি সংক্ষেপ হয়, যেহেতু তাহারা মনুষ্যজাতির ইচ্ছামতে অতিত্বরায় বিনষ্ট হয়, সুতরাং পরিমিত পরমায়ু ভোগ করা ইহাদের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন। আর তাহাদিগকে ছেদন নাকরিলে যে তাহারা অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে তাহা সপ্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন রাখেনা, যেহেতু প্রতি-ক্ষণেই তাহার পরীক্ষা হইতে পারে, ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক বনের নিকটস্থ জীবজন্তু, কুম্ভীরাদি কর্ত্তৃক নদীর নিকটবর্ত্তি প্রাণিবর্গ, যে পরিমাণে হত হয়, অন্যত্র সে পরিমাণে হতহওয়া কোন-মতেই সম্ভাবিত নহে।

অগ্নিদাহ, জলমজ্জন, বিষপান, ইত্যাদি কারণে সকলেই ইচ্ছানুসারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে। পতিপরায়ণা স্ত্রীজাতিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। অতএব বিষয়ান্তরেও এইরূপ বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রথম মতাবলম্বী হইলে যে যে কারণে মৃত্যু হইতে পারে, এতাদৃশ বিষয়ে আশঙ্কা করার কোন আবশ্যক রাখেনা, এবং জীবনরক্ষার উপায় সমুদায়ও নিষ্প্রয়োজন ও মৃত্যুর প্রধান কারণ উৎকট রোগ প্রকাশ পাইলে ঔষধ বা সুচিকিৎসা দ্বারা তাহার প্রতীকার চেষ্টাও, বিফল।

দ্বিতীয় মত অবলম্বন করিলে জ্যোতিঃ শাস্ত্র যাহা অতি সত্য, ও যাহার বিধান সকল প্রত্যক্ষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, ঐ শাস্ত্রসম্মত জন্ম লগ্নানুসারে যে সময়ে যে ঘটনা স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে অমান্য করিতে হয়।

তৃতীয় মতানুসারে চলিলে সকল মতের ঐক্য হয়, জন্মলগ্নের মাহাত্ম্যই প্রথম মতের প্রধান উদাহরণ। তৈল সত্ত্বে যেমন দীপের নির্ব্বাণ, সেইরূপ আয়ুঃ সত্ত্বে জীবের নাশ, এইটী দ্বিতীয় মতের মুখ্য নিদর্শন। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রথম ও দ্বিতীয় মত তৃতীয় মতের সহিত ঐক্য হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য কাহাকে বলাযায় এবং রোগ কি পদার্থ, তাহার বিস্তারিত॥

দেহস্থ অন্তঃকোষ্ঠ সকল দেহের মধ্যে প্রধান অবয়ব. তাহারা প্রকৃতভাবে থাকিলে তাহাদের দ্বারা কায়িক, বাচিক, মানসিক, এই ত্রিবিধ কার্য্য সচ্ছন্দরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকেই স্বাস্থ্য কহে। এবং তাহাদের প্রকৃত ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে অর্থাৎ বিকার জন্মিলে যে সমস্ত ক্লেশ প্রকাশপায় তাহাকে অস্বাস্থ্য কহে। ফলতঃ অন্তঃকোষ্ঠদিগের প্রকৃত ভাবের নাম সচ্ছন্দতা এবং বিকৃত ভাবের নাম রোগ।

মতান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। দেহস্থ ভূতচতুষ্টয়, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, কিম্বা
মল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ু, এই চারি বস্তু প্রকৃতঅবয়বে সরলভাবে তুল্যপরিমাণে স্ব স্ব কার্য্য সাধনে সুন্দররূপে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাদের দ্বারা দৈহিক সমস্ত কার্য্য পরিপাটী রূপে সম্পন্ন হয় তাহাকেই স্বাস্থ্য কহে। এবং ঐ চারি বস্তুতে ক্রুরতা প্রকোপতা প্রবলতা ও বক্রগতি এই চতুর্ব্বিধ দোষ কিম্বা ঐ চারি দোষের মধ্যে কোন এক দোষের সঞ্চার হইলে যে সকল যন্ত্রণা প্রকাশ পায়, তাহাকে অস্বাস্থ্য কহে। বাস্তবিক ভূতচতুষ্টয়ের প্রকৃতভাবের নাম স্বচ্ছন্দতা, ও বিকৃতভাবের নাম রোগ।

পূর্ব্বোক্ত বিধানে (অর্থাৎ কোনমতে অন্তঃকোষ্ঠদিগের বিকারের নাম রোগ এবং কোনমতে বায়ু, পিত্ত, কফ, ও মল ইহাদের বিকারের নাম রোগ।) প্রকারান্তরে দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইল। ফলতঃ উভয় মতের মর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্রও বিভিন্নতা নাই, যেহেতু অন্তঃকোষ্ঠে সকল ভূতময় পদার্থ, তাহাদের বিকৃত ভাবের নাম রোগ। এই কথা নির্দ্ধারিত হইলেই উভয় মতের ঐক্য হইল।

রোগ কি রূপে উৎপন্ন হয়।

সৃষ্টবস্তু সমুদয় ভূতময় পদার্থ, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত, এই চারি ভূতের অংশেই সকল বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে, তবে কোন২ বস্তুতে কোন২ ভূতের অংশ ন্যূন, ও কোন২ বস্তুতে কোন২ ভূতের অংশ অধিক থাকে। যথা ধান্য গোধূম

প্রভৃতিতে ক্ষিতির অংশ অধিক। ইক্ষু, লেবু, দাড়িম্বাদির রসে সত্ত্বের অংশ অধিক। দুগ্ধ ঘৃতাদিতে তেজের অংশ অধিক। বিশেষ বিশেষ শাক ও ফলমূলে বাতাংশ অধিক। এবিষয় সকলেই পরীক্ষা করিয়া অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারেন, যে শস্যাদি ভক্ষণে মলের বৃদ্ধি, সত্ত্বাদি পানে মূত্রের আধিক্য, দুগ্ধ ঘৃতাদি সেবনে তেজের বাহুল্য, এবং বিশেষ বিশেষ শাক ও ফল মূল ভক্ষণে বায়ুর প্রবলতা জন্মে। এই ভূতময় খাদ্যবস্তু সকল আহার করিলে তজ্জাত সারাংশ শোণিত রূপে সর্ব্বশিরায় সঞ্চালিত হইয়া থাকে, ঐ সারাংশে যে পরিমাণে ভূতচতুষ্টয়ের অংশ থাকে, সেই পরিমাণে দেহস্থ ভূতচতুষ্টয়ের অংশের ন্যূনাধিক হয়, যদবধি তাহারা তুল্যভাবে থাকে সে পর্য্যন্ত শরীরে কোন অসুখ থাকে না, তাহাদের অংশের ন্যূনাধিক হইলেই কেহ দুর্ব্বল ও কেহ প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতেই রোগের উৎপত্তি হয়।

রোগোৎপত্তির দ্বিতীয় প্রকরণ।

দিবাকর-কর, অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ, ষট্ ঋতু, অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, এই ছয় কাল, ষট্ রিপু, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ছয় রিপু, ইহাদের প্রভাবে ভূতচতুষ্টয়ের ভাবের বৈলক্ষণ্য কিম্বা অংশের ন্যূনাধিক হইলে ক্রমশঃ তাহাদের ক্রূরতা বা প্রকোপতা বা প্রবলতা বৃদ্ধি পাইয়া রোগোৎপত্তির কারণ হয়।

অনিলজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, ও কফজ্বর, এই ত্রিবিধজ্বর যে যে লক্ষণদ্বারা নিরূপিত হয় তাহার বিবরণ।

জ্বরের নাম	উদর	নাড়ী	চক্ষু	জিহ্বা	মল	মূত্র	শরীর	নাসিকা	মস্তক	কণ্ঠৌষ্ঠ	চিহ্ন
বাতজ্বরের লক্ষণ	আ-ধ্মান	দ্রুত গতি	রক্ত-বর্ণ	রক্তবর্ণ বিস্বাদ ও বৈরস্যযুক্ত	রক্ত-বর্ণ গাঢ়	রক্ত-বর্ণ	লাবণ্য-রহিত ও বেদনা-যুক্ত	নীরস	ঘূর্ণায়মান	নীরস	নিদ্রাভাব ও কম্পন
পিত্তজ্বরের লক্ষণ	ভঙ্গ	তীক্ষ্ণ গতি	পিঙ্গল বর্ণ	তিক্তা-স্বাদ দৌর্গন্ধ যুক্ত	পিঙ্গল বর্ণ ও তরল	পিঙ্গল বর্ণ	নীরস ও তাপযুক্ত	উষ্ণ	বেদনা যুক্ত	নীরস ও উত্তপ্ত	অল্পনিদ্রা ও বমনেচ্ছা
কফজ্বরের লক্ষণ	ভার	মৃদু-গতি	শুক্লবর্ণ	শুক্লবর্ণ ও মধুর স্বাদ যুক্ত	শুক্ল-বর্ণ ও অগাঢ়	শুক্ল বর্ণ	ভার ও স্নিগ্ধ	স্নিগ্ধ	ভার	সরস	অধিক নিদ্রা ও কাসী

রসস্থ জ্বরে রোগির উত্তপ্তগাত্র. হরিদ্রাক্ত মূত্র, মুখচক্ষু সরস, কণ্ঠোষ্ঠ বিরস, ক্ষুধার অভাব, শরীরের বিভাব, মনের ব্যাকুলতা. মলমূত্রের ক্রূরতা, দেহের দুর্ব্বলতা, নাড়ীর চঞ্চলতা ও পুষ্টতা নিশ্বাসের উষ্ণতা, মাথার ভার, শীতের সঞ্চার, গাত্র বেদনা অঙ্গের যাতনা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ কিম্বা ইহাদের মধ্যে কতিপয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে স্বাভাবিক শীতল শরীর কিরূপে উত্তপ্ত হয়, এবং তাহাতে প্রোক্ত গ্লানি ও চিহ্নসকলই বা কিপ্রকারে প্রকাশ পায়।

পাকস্থলী ভুক্ত বা পীতদ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিলে অধিক উষ্ণ হইতে পারেনা। শূন্য থাকিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই জঠরাগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হইতে থাকে ঐ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে তদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক হয় ঐ সময়ে পান ভোজন দ্বারা পাকস্থলীকে শীতল না করিলে যখন ঐ অত্যুষ্ণ পাকস্থলীর উষ্ণতায় পিত্তভাণ্ড উত্তপ্ত হয়, তখন যেমন জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ কোন আধার বা হাঁড় অগ্নির উত্তাপে চড়াইলে ঐ দ্রব উত্তাপ জন্য অস্থিরতার সহিত কুপিত হইয়া বেগে ধাবমান হয় (উথলিয়া পড়ে) এবং তাহার কিয়দংশ নিম্নে পতিত হইয়া তত্রস্থ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, অবশিষ্ট অংশ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া যেদ্রব্যে ও যে স্থানে সংলগ্ন হয়, তাহাকেও দগ্ধ প্রায় করে, সেইরূপ পিত্তও উত্তাপে কুপিত হইয়া পিত্তভাণ্ড হইতে উথলিয়া কিয়দংশ পাকস্থলীতে পতিত হইয়া জঠরাগ্নিকে হীনবল করে, ও তাহার অবশিষ্টাংশ আমাশয় নামক যন্ত্রের মধ্যে বেগে প্রবিষ্ট হইয়া উদরের অভ্যন্তর ও তত্রস্থ সমস্ত বস্তুকেই উত্তপ্ত করে, পরে তথাহইতে ঐ উত্তপ্তরস শোষকনাড়ী দ্বারা শোষণ হইয়া হৃৎপিণ্ডে আনীত হইলে হৃৎপিণ্ডস্থ শোণিত সমস্ত উত্তপ্ত হয়,

ঐ উষ্ণ শোণিত হৃৎপিণ্ড হইতে রীত্যনুসারে বায়ুাধারে পরি-চালিত হইয়া তাহাকেও উত্তপ্ত করে, তথাহইতে সর্ব্বশিরায় সঞ্চালিত হইয়া আপাদ মস্তক উত্তপ্ত করে, তাহাকে জ্বর কহে।

কুপিত পিত্ত পাকস্থলীতে পতিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহা আহার হইয়া থাকে কিম্বা পরে যাহা আহার হয় তাহার পরি-পাক হয় না। ঐ অপরিপক্ক ভুক্তবস্তুকে রস কহে। তাহাতে ক্ষুধার খর্ব্বত্ব উদরের ভারত্ব ও নাড়ীর পুষ্টত্ব প্রকাশ পায়। শরী-রের যে কোন স্থানে উষ্ণ শোণিত বদ্ধ হয় সেই স্থান স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া স্ফোটক ইত্যাদিকে জন্মায়। এবং উষ্ণ শোণিত গমনশীল থাকিলে সর্ব্বাঙ্গের পীড়ন হয় মাত্র, এই কারণে নবজ্বরে গাত্র পীড়ন, শিরঃপীড়ন ও অন্ত্রের ভাবান্তর হয়। এবং উষ্ণত্বপ্রযুক্ত পিত্তরস যে রূপে অস্থিরতার সহিত কুপিত হইয়া ধাবমান হয়, জ্বরকালীন শোণিতও ঐ উষ্ণত্ব প্রযু-ক্ত সেই রূপ ব্যাকুলতার সহিত বেগে সর্ব্বাঙ্গে ধাবমান হইতে থাকে এবং শোণিতের চালনা যতবার হয় নাড়ীরও চালনা তত-বার হইয়া থাকে. (সহজ অবস্থায় যখন শোণিতের শীতল প্রকৃতি থাকে, তখন আড়াই পলে কিম্বা ইংরাজী এক মিনিটের মধ্যে তাহার ৬৫ বার কিম্বা অল্প ন্যূনাধিক চালনা হয়, সেই অনুসারে নাড়ীরও স্পন্দন হইতে থাকে) জ্বরকালীন ঐ শোণিতের চা-লনা শতবার বা ততোধিক হয়, সুতরাং নাড়ীরও স্পন্দন সেই অনুসারে হইয়া থাকে। বায়ুাধারের উষ্ণত্বহেতু কণ্ঠনলী শুষ্ক হইলেই কণ্ঠোষ্ঠ বিরস হয়। মস্তকের উষ্ণত্ব কর্ত্তৃক অধস্থ জলীয়াংশ ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয় তাহাতে মাথায় ভার জন্মে, ও মুখ চক্ষু সরস হয়, (টসটসকরে) পিঙ্গলাধৃত পিঙ্গলবর্ণ পিত্তরস সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হয়, তাহাতে মূত্র হরিদ্রাক্ত হয়, নিশ্বাস দ্বারা বায়ু, গ্রহণ সময়ে শীতল থাকে, বায়ুাধারে পঁহুছিয়া উত্তপ্ত হয়

সুতরাং ঐ বায়ু রেচন সময়ে উষ্ণ হইয়াথাকে। জ্বরকালীন বায়ু প্রবল থাকিলে শীতের সঞ্চার হয়। কুপিত পিত্ত প্রভাবে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয় না এবং অন্ত্রের উষ্ণত্ব প্রযুক্ত উর্দ্ধগ বায়ু কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট থাকে সুতরাং মল ও মূত্রের সরলতা থাকে না।

এতদ্ভিন্ন গাত্রগত গ্লানি সকলের নীর্ণয় করিবার উপায় সকল চতুর্থ অধ্যায়ে নাড়ী, জিহ্বা, চক্ষু, ও মূত্র পরীক্ষার বিস্তারিত বর্ণন কালে প্রকাশিত হইবেক।

কুপিত পিত্ত জ্বরোৎপত্তির মূল। তাহার সহিত বায়ু কিম্বা শ্লেষ্মার যোগ হইলে তাহাদেরও পর্য্যক্রম ঐ জ্বরের উপলক্ষে লক্ষ্য হয়, ঐ সকল লক্ষণ, বায়ু, পিত্ত, ও কফঃজ্বরের যেহ লক্ষণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তাহাদের সহিত ঐক্য করিলে বাত পিত্তজ্বর, বাতশ্লেষ্মাজ্বর, কিম্বা পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর, যাহা হয়, নিরু-পিত হইতে পারে।

রসস্থ জ্বর কিরূপে নিবৃত্তি পায় তাহার বিবরণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পিত্তরাগ প্রবল হইলে শোষকনাড়ী দিগের বল বৃদ্ধিপায়, সুতরাং জ্বর কালীন ঐ শোষক নাড়ীদি-গের দ্বারা অন্ত্রীস্থ উত্তপ্ত সত্বসমূহ প্রকৃষ্টরূপে আকৃষ্ট হইয়া রীত্যানুসারে শিরানিকরে শোণিতরূপে অধিক চালিত হয় এজ-ন্য নাড়ীর মধ্যে অধিক রক্তের সংস্থান হইয়া গাত্রের উষ্ণতা এবং নাড়ীর পুষ্টতা ও স্পন্দনের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়।

রোগেরহেতু-তাহার শান্তি-মীমাংসা।

নাড়ীর মধ্যে বিকৃত শোণিতের অধিক সংস্থান হইয়া রোগের পত্তি হইয়াছে। এইক্ষণে বিকৃত শোণিতের পরিপাক ও শোধন হইয়া যাহাতে ঐ নাড়ী পূর্ব্বের সহজ ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যদবধি আমাশয়, পাকস্থলী ও মলভাণ্ড রসপূর্ণ থাকিবেক তদবধি ঐ রস, শোষকনাড়ী দ্বারা শোষিত হইয়া নাড়ীর পুষ্টতা ও চঞ্চলতা অবশ্য বৃদ্ধি করিতে পারে, অতএব আমাশয় আদি যন্ত্রত্রয় যাহাতে রসশূন্য হয় এমত সদুপায় করা আবশ্যক অর্থাৎ এস্থলে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থের, এবং আহার করিলে রসের আধিক্য আরো হইতে পারে এজন্য আহার নিষিদ্ধ, এবং শোণিতের উষ্ণত্ব জন্য গ্লানি সমূহ দেহে উপস্থিত হইয়াছে একারণ শোণিতের উষ্ণতা হারক ঔষধ ও পথ্য সেবন বিধেয়, যেহেতু অন্ত্রার নির্ম্মলতা, নাড়ীর চঞ্চলতা, শরীরের শীতলতা, ইত্যাদি আরোগ্য চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া জঠরানলের উদ্দীপন হইলেই রোগের শান্তি হইবেক।

জ্বররোগের প্রকৃতি।

এই জ্বর ব্যাধি সাক্ষাৎ শমন স্বরূপ বটে, কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ ও সুপথ্য বিধানে ত্রুটি ও চিকিৎসকের ভ্রান্তি না হইলে তাহার আশু শান্তি হয়, তদন্যথায় সঙ্কটে পড়া অসম্ভব নহে।

চিকিৎসা।

রোগী নির্ম্মল ও নির্জ্জনস্থানে, পরিষ্কার বেশে, পরিষ্কার শয্যায়, স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করে, কায়িক, বাচিক, মানসিক,

পরিশ্রম করা অনুচিত, যদ্যপি আহারের কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে দুই প্রহর পর্য্যন্ত আগ্নেয় ঔষধ সেবন করাইয়া বিবেচনা মতে বিরেচক ঔষধ দ্বারা মলশুদ্ধি করাণ অত্যাবশ্যক, এবং আহারের পূর্ব্বে জ্বর প্রকাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ মলশুদ্ধি করাণ বিধেয়, মলেরশুদ্ধি হইলেপর হরিচরণামৃত নামক ঔষধ অষ্ট প্রহর পর্য্যন্ত প্রতি প্রহরে চতুর্থ অধ্যায়ের লিখিত মাত্রানুসারে সেব্য, ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য না হইয়া যদ্যপি কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াথাকে তবে ঐ হরিচরণামৃত ঔষধের পরিবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্বদিনের নিয়মানুসারে তাহা পরদিবস পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। প্রথম দিবসের চিকিৎসায় যদ্যপি রোগের কিছু মাত্র বিশেষ না হইয়া সমভাব কিম্বা বৃদ্ধি হইয়াথাকে তবে দ্বিতীয় দিবসে ত্রৈলোক্য বল্লভ নামক ঔষধ সেবন করাইবে। ত্রৈলোক্যবল্লভের সামর্থ্য ব্যর্থ হইলে তৃতীয় দিবসে বিবেচনা মতে জ্বরান্তক, কিম্বা হরিপ্রিয় নামক ঔষধ দ্বারা জ্বরত্যাগ করাণ কর্ত্তব্য, কিন্তু কোন কোন জ্বর এরূপ কঠিন ও বক্রভাবে থাকে যে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল আচরিত হইলেও সে জ্বরের শান্তি হয় না, সেইস্থলে জ্বরময় সময়ে একটী বৃহৎ বিশ্বম্ভর বটিকা সেবন করাইয়া তাহার নিয়ম সকল ব্যবহৃত হইলে আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এক বটিকায় যদিস্যাৎ সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য না হয় তবে পরদিবস আর একবটিকা সেবন করাণ বিধেয়, তদ্দ্বারা নির্দ্দোষ হইতে পারে।

জ্বরের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে, যদ্যপি রোগির ক্ষুধা ও পিপাসা হয়, তবে জল, দাড়িম, কেশুর, পানফল, বাতাবিনেবু, কমলানেবু প্রভৃতি জলবৎ রস সমুহের মধ্যে যে দ্রব্য দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয়, রোগের রূপ বিবেচনা করিয়া

পরিমাণানুসারে তাহা এরূপ দেওয়া উচিত যাহাতে রোগির বিশেষ ক্লেশ না জন্মায়।

নবজ্বর মাত্রেরই পূর্ব্বোক্তমতে চিকিৎসা বিধেয়, এবং জ্বরের শান্তি কালের মধ্যে যদ্যপি রোগী ক্ষুধায় কাতর হয়, তবে এরারুট্, সাগু, কিম্বা পল্‌তার যূষ, পথ্য দিবার কোন বাধা নাই, বরং জলের সহিত এরারুট্ কিম্বা সাগু, সেবনে যদ্যপি রোগির প্রবৃত্তি না হয়, তবে পাতিনেবু অথবা কমলানেবু কিম্বা কাগজিনেবুর রস সংযোগ করিয়া দিবে, যাহাতে রোগী তৃপ্তিপূর্ব্বক তাহা সেবন করিতে পারে, তাহাতে কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই।

শুষ্ম জ্বরোৎপত্তির বিবরণ।

অনিয়মিত পরিশ্রম, পথভ্রমণ, রৌদ্রসেবন, রাত্রিজাগরণ, বিশেষঃ মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি কারণে যদ্যপি পিত্তাশুস্থ পিত্তরস উত্তপ্ত হয়, তবে ঐ উষ্ণ পিত্তরস পাকস্থলীতে ক্ষরিত হইয়া পাকস্থলীর অভ্যান্তরগত সমস্ত বস্তুকে উত্তপ্ত করে, ঐ উষ্ণ বস্তুর সারাংশ, শোষক নাড়ী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হৃৎপিণ্ডে আনীত হইলে তৎসহযোগে হৃৎপিণ্ডস্থ শোণিত সমূহ উষ্ণ হইয়া উঠে, ঐ উষ্ণশোণিত রীত্যনুসারে সর্ব্বশিরার মধ্যে সঞ্চালিত হইলে সুতরাং গাত্রের উষ্ণতা ও নাড়ীর চঞ্চলতা প্রকাশ পায়; এইরূপ জ্বরে প্রায় বায়ুর প্রবলতা হইয়া থাকে। ঐ জ্বরে গাত্র বেদনা, শিরঃপীড়া মুখশোষ, শীত, বমন, উষ্ণনিশ্বাস রসনা বিরস ও বিস্বাদ, অরুচি প্রভৃতি গ্লানি সকল কিম্বা ইহাদের মধ্যে কতিপয় গ্লানি শরীরে উপস্থিত হয়, কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক প্রায় থাকে, কেবল আহারের পরে জ্বর প্রকাশ পাইলে ক্ষুধার উদ্রেক থাকে না।

বদ্ধ শোণিতের দ্বারা যে জ্বরের উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ।

ব্যানবায়ুর* ক্রূরতায় শিরা সকল সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে সরলভাবে শোণিতের চালনা হয় না। শোণিতের স্বভাব এই, গমনশীল থাকিলে তাহার তরলতার হানি হয় না, বদ্ধ হইলে উষ্ণ ও গাঢ় হয়, সুতরাং যে স্থানে শোণিত বদ্ধহয় সেই স্থান স্ফীত, উত্তপ্ত, শক্ত, ও বেদনাযুক্ত হইয়াথাকে, যদবধি ঐ গাঢ় শোণিত ক্লেদ বা পুঁজরূপে নির্গত না হয় তদবধি বেদনার শান্তি হয় না অথবা কোন ঔষধ বা কৌশল দ্বারা ঐ গাঢ় শোণিত তরল হইয়া শোণিত সহযোগে চালিত হইলে ঐ স্ফীততা, উষ্ণতা, কঠিনতা, ও বেদনার হ্রাস হয় এবং ঐ অপকৃষ্ট শোণিতেরও বায়্বাধারে শোধন হইতে পারে। ঐ স্ফীত স্থানের উষ্ণতা, অন্য শোণিত সংযোগে চালনা হইয়া গাত্রের উষ্ণতা প্রকাশ পায়, ইহাকে টাড়সের জ্বর বলে, যদিও ঐ জ্বরে প্রকৃত জ্বরের কোন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় তত্রাপি ঐ জ্বর মারাত্মক নহে।

কুপিতমল দ্বারা যে প্রকারে জ্বরের উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ।

মলভাণ্ডস্থ ক্রূরমল দ্বারা পাকস্থলীস্থ সরল মল ও বায়ুর নিঃসরণ হইবার পথ রুদ্ধ হইলে ঐ মলস্থলী ও পাকস্থলী অত্যুষ্ণ হয়, এবং তাহার তাপ ঊর্দ্ধে গমনকরে, তদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডস্থ

---

* যে বায়ু, স্বীয় অধিকারের সর্ব্বত্রে সরলভাবে গমনাগমন না করে তাহাকেই ক্রূর বায়ু কহে, শিরার মধ্যে যে স্থানে বায়ুর চালনা সরলভাবে না হয় সেই স্থান অবশ্য সঙ্কুচিত হয়, ঐ সঙ্কুচিত স্থানে শোণিত বদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা॥

শোণিত উষ্ণ হইয়া সর্ব্ব শিরায় সঞ্চালিত হইলে গাত্র উত্তপ্ত হয় এবং জ্বরের গ্লানি সকলও প্রকাশমাণ হইতে থাকে, যেমন বকযন্ত্র দ্বারা কোন দ্রব্যের নির্যাস নির্গত করিবার কারণ ঐ যন্ত্রের নিম্নভাগে নল রাখে, ঐ নলের মুখ রুদ্ধ হইলে ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ ভাপ ঊর্দ্ধগ হইয়া যেকোন স্থানে ছিদ্র থাকে তদ্দ্বারা নির্গত হইয়া যায় কোন দিকে কোন ছিদ্র নাথাকিলে যন্ত্রকে বিদীর্ণকরে, ইহাও সেইরূপ, পরিপক্ব মল ও বায়ুর নিঃসরণ পথ রুদ্ধ হইলে তাহা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া তাহার ভাপ ঊর্দ্ধগ হয় তদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডস্থ শোণিত উষ্ণ হইয়া পরিচালিত হইলে গাত্রের উত্তাপ প্রকাশ পায় তাহাকেও জ্বর কহে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ঐ ভাপের ঊর্দ্ধ গমনের পথ রুদ্ধ হইলে সুতরাং যন্ত্রকে বিদীর্ণ করে, অর্থাৎ মল মূত্র ও বায়ুর গতি রোধ হইয়া মৃত্যু হয়।

শীতোষ্ণ জ্বরোৎপত্তির বিবরণ।

(সর্দ্দিগর্ম্মি জ্বর।)

অতিরিক্ত পরিশ্রম, পথভ্রমণ, অনশন, বহ্নিতাপ গ্রহণ, রৌদ্র সেবন, ইত্যাদি কারণে যদ্যপি পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, সেই সময়ে হটাৎ শীতক্রিয়া করিলে জ্বরোৎপত্তি হইয়াথাকে।

যেমন অত্যুষ্ণ পাত্রে হঠাৎ শীতলজল নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার ভাপ ঊর্দ্ধগামী হয়, দেহস্থ উত্তপ্ত যন্ত্রেও হঠাৎ শীতক্রিয়া করিলে তাহারও ভাপ তদ্রূপ ঊর্দ্ধগামী হইয়া হৃৎপিণ্ডকে উত্তপ্ত করে, পরে ঐ উষ্ণতা দ্বারা হৃদয়স্থ শোণিত উত্তপ্ত হইয়া সর্ব্বশিরায় সঞ্চালিত হইলে সুতরাং গাত্রের উষ্ণতা ও নাড়ীর চঞ্চলতা

প্রকাশ পায়। এই জ্বরে মাথাভার, শিরঃপীড়া, স্বেদ, মূর্চ্ছা, শরীরের দুর্ব্বলতা, কাসীপ্রভৃতি গ্লানি সমূহ কিম্বা তন্মধ্যে কতিপয় গ্লানি প্রকাশমান হইয়া থাকে।

কোন সময়ে উক্ত তাপের বেগ এককালে অধিক হইলে শ্বাস বদ্ধ হইয়া প্রাণবিয়োগ হইতে পারে, অথবা শীতক্রিয়ার শক্তি এককালে অধিক হইলেও দেহস্থ-যন্ত্রসকল ঝটিতি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাতেও প্রাণনাশের নিতান্ত সম্ভাবনা আছে।

শ্রমজ্বর, টাঁড়সেবজ্বর, সর্দ্দিগরমির জ্বর এবং কুপিতমল হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি যে কোন জ্বর হউক, তাহাদিগের চিকিৎসা।

আশ্চর্ভান বটিকা বা অন্যকোন বিরেচক ঔষধ দ্বারা মলশুদ্ধি করণানন্তর হরিচরণামৃত ও হরিচরণামৃত নামক ঔষধ একত্র করিয়া সেবন করাইলেই অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে।

কম্পজ্বর উপস্থিত হইলে বিবেচনাসিদ্ধ বিরেচক ঔষধ দ্বারা মল শুদ্ধি করাইয়া ত্রৈলোক্যবল্লভ নামক ঔষধ সেবন করাইলে আরোগ্য হইতে পারে।

সমুদয় জ্বরের চিকিৎসা বিধি।

জ্বররোগের চিকিৎসাবিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই, যে জ্বরঘ্ন কোন্ ঔষধের কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা, তাহা অবগত হয়, এবং কোন্ জ্বরের কতক্ষণ ভোগ, তাহার নিরূপণ করে, পরে জ্বরের কোপ ও ঔষধের ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেই, তদ্দ্বারা রোগের দমন হয়। কোনজ্বর ক্রমাগত থাকে, কোন

জ্বর প্রতি চারিপ্রহরে, কোন জ্বর প্রতি অষ্টপ্রহরে কোন জ্বর প্রতি ষোলপ্রহরে, কোন জ্বর প্রতি চব্বিশ্ প্রহরে, কোন জ্বর প্রতি বাত্রিশ্ প্রহরে মগ্ন হইয়া পুনরায় প্রকাশ পায়।

নবজ্বরের মধ্যে কোন২ জ্বর ক্রমাগত থাকে, তাহাকে এক-জ্বরী কহে। কোন২ জ্বরের প্রতি চারিপ্রহরে উদয় হয়, তাহাকে দৌকালীন জ্বর কহে। কোন২ জ্বরের প্রতি অষ্টপ্রহরে উদয় হয়, তাহাকে প্রাত্যহিক জ্বর কহে। পুরাতন জ্বরের মধ্যে কোন২ জ্বরের প্রতি দিবস, কোনজ্বরের প্রতি দুইদিবসে, কোন জ্বরের প্রতি তিনদিবসে, কোন জ্বরের প্রতি চারি দিবসে উদয় হয়, তাহা-দিগকে পালাজ্বর কহে, কিন্তু সকল জ্বরের রাগ বিবেচনা করিয়া সেই রাগের ধ্বংসকরশক্তিসম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিলেই আ-রোগ্য হইবেক, সন্দেহ নাই।

কুপিত পিত্ত জ্বরোৎপত্তির মূল, যেহেতু পিত্তব্যতীত গাত্রো-ত্তাপ উৎপত্তি করিতে অন্য কেহই সমর্থ নহেন। এস্থলে এইটী জিজ্ঞাসা, যদ্যপি পিত্তকোপে গাত্রের তাপ হয় তবে তাহার তাপ নাম না হইয়া জ্বর নাম হইবার তাৎপর্য্য কি? যদিও এবিষয়ের মীমাংসার কোন প্রয়োজন রাখেনা তত্রাপি সক-লের বিজ্ঞাপনার্থে মূল বৃত্তান্ত যৎ কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে॥

রুদ্রকোপে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নাম জ্বর, পিত্ত-কোপে যাহার উৎপাদন হইতেছে তাহার নাম তাপ।

ফলতঃ রুদ্রকোপে উভয়েরই উদ্ভব, প্রাণির নাশ বিষয়ে উভয়েইতুল্য শক্তি ধারণকরে, উভয়েই তুল্য ক্লেশ দায়ক, হিন্দু-স্থান বাসিরা তাপ কহে, বঙ্গ বাসিরা জ্বরবলে, প্রকারান্তরে কেবল দুই নাম মাত্র উচ্চারিত হয় বাস্তবিক জ্বর ও তাপ এক পদার্থ এবং রুদ্র ও পিত্ত এক বস্তু।

বাত পিত্ত জ্বর ও বিকারের লক্ষণ।

বাত পৌত্তিক জ্বরের অর্থ এই, কফ শমভাবে থাকে, কুপিত পিত্তের সহিত কুপিত বায়ুর যোগ হইয়া যে জ্বর প্রকাশ পায় তাহাকে বাত পিত্ত জ্বর কহে। ঐ উভয়ে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পরস্পর বিরোধী হইলে বাতপিত্ত বিকার সংজ্ঞা হয়, এই বাত-পিত্ত বিকার অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত রোগ, যেহেতু এই বিকার উপস্থিত হইলে কুপিত বায়ু ও কুপিত পিত্তের ক্রিয়া সকল পৃথক পৃথক রূপে প্রকাশ পায় না অধিকাংশই পিত্ত লক্ষণ দীপ্তিমান হয় এবং বায়ুর লক্ষণ সকল গুপ্ত ভাবে থাকে, তাহার কারণ এই, কুপিত পিত্ত প্রবল হইলে সর্ব্ব শরীর এককালে অগ্নিময় হয়, সেই সময়ে কুপিত বায়ু আপন বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইলে, ঐ বায়ু সংযোগে পিত্তের প্রবলতা ততোধিক হইয়া বিপরীত ঘটনা উপস্থিত করে, অর্থাৎ পিত্ত অগ্নি, বায়ু বাতাস, বায়ু আপন বল প্রকাশ করিলেই সুতরাং অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া উঠে, বিশেষতঃ পিত্তের সংস্রব মাত্রেই বায়ু স্বীয় শীতল গুণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পিত্তের উষ্ণ গুণ প্রাপ্ত হইয়া কেবল পিত্তের প্রভা বৃদ্ধি করণে সহকারী হইয়া উঠে, সুতরাং পিত্ত পরাক্রান্ত হইয়া স্বীয় পরাক্রম অর্থাৎ দাহ, মোহ, ভ্রম, তন্দ্রা, প্রলাপ, পিপাসা, বমন, অরুচি, গাত্র বেদনা, প্রভৃতি উপসর্গ সকল প্রদর্শন করায়, চিকিৎসা দ্বারা ঐ বিকারের ঝটিতি উপশম করিতে অক্ষম হইলে অত্যল্প কালের মধ্যে ঐ পিত্ত স্বীয় বৈরি শ্লেষ্মা-কে ধ্বংস করিয়া শরীরকে ভস্মসাৎ করে, পরিশেষে প্রাণেরও অরি হয়।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর ও বিকারের লক্ষণ।

বায়ু শান্তভাবে থাকে, কুপিত পিত্তের সহিত ক্রূরশ্লেষ্মার যোগ হইয়া যে জ্বর প্রকাশ পায় তাহাকে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর কহে, এবং ঐ পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরস্পর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে পিত্তশ্লেষ্মা বিকার বলে, এই পিত্তশ্লেষ্মা বিকার ভয়ানক রোগ, যেহেতু, পিত্ত, শ্লেষ্মানাশক, এবং শ্লেষ্মা, পিত্তনাশক, সুতরাং স্বভাবতঃ পরস্পরের বৈরিভাব। যখন পিত্ত স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করে, তখন রোগির গাত্রের উষ্ণতা, অরুচি, অতিসার, দাহ, মোহ, তন্দ্রা, প্রভৃতি উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। যখন শ্লেষ্মা স্বীয় বিক্রম ব্যক্তকরে, তখন উদরভার, মাথাভার, অ-ক্ষুধা, বুকে বেদনা, কাসী প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ দীপ্তিমান্ হয়। অপিচ, শ্লেষ্মার দমনকারক ঔষধের গুণ উষ্ণ, তৎকালে তাহা সেবন করাইলে উষ্ণত্ব প্রযুক্ত পিত্তের প্রবলতা ও ক্রূরতা আরো অধিক হয় এবং পিত্তের দমনকর ঔষধের গুণ শীতল, তাহা সেবন করাইলে শীতলতা প্রযুক্ত শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা দ্বারা এইরোগের শীঘ্র শমতা না হইলে উভয়ের দ্বন্দ্ব দ্বারা যদ্যপি পিত্ত প্রবল হয় তবে সর্ব্ব শরীর দগ্ধ করিয়া প্রাণ নাশ করিতে পারে। এবং শ্লেষ্মা প্রবল হইলেও দেহের উষ্ণতা হরণ পূর্ব্বক কণ্ঠাবরোধ করিয়া জীবাত্মার ধ্বংসকর হয়, উভয় সঙ্কটেই দেহির বিনাশ সম্ভব। এমত সঙ্কট স্থলে সুচিকিৎসার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর নাই।

বাতশ্লেষ্মাজ্বর ও বিকারের লক্ষণ।

পিত্ত শান্তভাবে থাকে, কুপিত বায়ু ও শ্লেষ্মার অংশ বৃদ্ধি হইয়া জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বাতশ্লেষ্মা জ্বর কহে, ঐ জ্বরে গাত্রের উষ্ণতা অধিক হয় না, ঐ বায়ু ও কফের পরস্পর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে বাতশ্লেষ্মা বিকার সংজ্ঞা হয়। বায়ু বেগবান্ হইলে সুতরাং কফ ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়। যেমন বাহ্য অগ্নি অল্প কিম্বা অধিক, একস্থানে সংস্থিত হইয়া যদ্যপি প্রবল বায়ুর সহায়তা প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ অগ্নির ক্রমশঃ উন্নতি দ্বারা দিক্ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইতে পারে, তদ্রূপ দেহস্থ পিত্ত অর্থাৎ অগ্নি, হীনপদে থাকিয়াও প্রবল বায়ুর সাহায্য পাইলে দেহ দগ্ধ করিয়া মানবলীলা সমাপ্ত করিতে পারে। বাহ্য জল ও বেগবান্ বায়ু, এই উভয়ের পরস্পর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে, বায়ু স্বীয় পরাক্রম যাদৃশ প্রকাশ করে, জলও প্রবল ও তরঙ্গযুক্ত হইয়া তাদৃশ বিক্রম শালী হয়, ঐ উভয়ের দ্বন্দ্বে বহুতর প্রাণির হানিঘটনা যদ্রূপ হইয়া থাকে, দেহস্থ শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রবল ও পরস্পর বিরোধী হইলেও দেহির অনিষ্ট তদ্রূপ হইতে পারে, শ্লেষ্মার অংশ অধিক থাকিলে যদ্যপি বায়ু প্রবল হয়, তাহাতে হীনবল পিত্ত শ্লেষ্মার পরাক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল হইয়া অক্ষুধা, অভিভুত, উদর ভার এবং সর্ব্বাঙ্গ বেদনাযুক্ত, হিমাঙ্গ প্রভৃতি উপসর্গ সকল প্রদর্শন করায়, কিন্তু যথোপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা তাহাদের দমন না করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল হইয়া পিত্তের বিনাশ করে, এবং পরিশেষে রোগির কণ্ঠাবরোধ করিয়া প্রাণের বৈরী হয়।

পিত্তশ্লেষ্মা বিকার, বাতশ্লেষ্মাবিকার ও বাতপিত্তবিকার এই ত্রিবিধ বিকার কিরূপে নিবৃত্তি পায় তাহার সদুপায়।

(আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি।)

জ্বরগ্রস্ত রোগির দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, ও কফ, এই তিনবস্তুর মধ্যে একবস্তু শান্তভাবে আছে, অপর দুইবস্তু প্রবলতার সহিত দোষাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের বৈরী হওয়াতে বিকার রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, এইস্থলে দোষাবিষ্ট বস্তুদ্বয়ের দোষের পরিহার ও প্রবলতার হ্রাসতা হইয়া উক্ত শমভাবাপন্ন বস্তুর সমতা হইলেই আরোগ্য চিহ্ন সকল ক্রমশঃ প্রকাশমান হইতে পারে, অতএব দোষাবিষ্ট বস্তুদ্বয়ের দোষের বিমোচন ও প্রবলতার দমন যাহাতে হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য কেবল রোগির অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিরেচন ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত।

(বিকার রোগের প্রকৃতি।)

বিবিধ ক্লেশদায়ক, পরিশেষে প্রাণনাশক। সুচিকিৎসা দ্বারা এই ব্যাধির দমন করা সাধ্য বটে, কিন্তু রোগ নিরূপণে ত্রুটি, অথবা বিপরীত চিকিৎসা হইলে প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

(বিকার রোগের আরোগ্য ব্যবস্থা।)

রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলে তদ্দ্বারা সেই রোগের নিবারণ হইতে পারে না, অথচ এককালে ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও যুক্তি সিদ্ধ নহে, এজন্য ক্রমশঃ ঔষধের পরিমাণ যাহাতে শীঘ্র বৃদ্ধি হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, অপরঞ্চ। রোগ, কিরূপে সাহায্যাভাবে হীনবল হয়, ও ঔষধ

কি প্রকারে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া প্রবল হয়, তাহার সদুপায় স্থির করিয়া ধীরভাবে চিকিৎসা করিলে রোগী অনায়াসে অল্প ক্লেশে রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে,।

পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রাগুক্ত বিকার হইতে যদ্যপি রোগী আরোগ্য না হয়, বরং ক্রমশঃ রোগের রাগ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে নাড়ীর স্পন্দন রহিত হয় কিম্বা নাড়ী অত্যন্ত হীনবল হইয়া ক্ষীণ ভাবে স্পন্দনকরে, তবে [মৃতসঞ্জিবনী] ঔষধ পাত্রবিশেষে ৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা বা তিনঘণ্টা অন্তর পুনঃ২ সেবন করাইলে নাড়ী ক্রমে২ দোষ হইতে পরিষ্কৃত ও বলাধান হইয়া রোগী উক্ত ত্রিবিধ বিকার হইতে মুক্ত হইতে পারে।

(বাতপিত্ত বিকারের চিকিৎসা।)

"কমলাকর" ও [কেতকী] এই দুই নির্য্যাস (আরক) মিশ্রিত করিয়া প্রতি দুই ঘণ্টায় অর্দ্ধছটাক পরিমাণে সেব্য, এবং [চতুরানন] বটিকা একটী প্রাতে ও একটী সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধতোলা দাড়িম্বের রস, তদভাবে আদার রস অনুপানে সেবন বিধেয় প্রলাপ, তন্দ্রা, অন্তর্দাহ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে [অরবিন্দরস] নামক নির্য্যাসে (আরকে) বস্ত্র খণ্ড আর্দ্র করিয়া রীত্যনুসারে মস্তকে দেওয়া আবশ্যক, এতদ্ভিন্ন যে কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যবস্থানুসারে তাহার চিকিৎসা করিলে অবশ্যই উপশম হইতে পারে।

(বাতশ্লেষ্মা বিকারের চিকিৎসা।)

"স্বরসলবঙ্গাদির" নির্য্যাস (আরক) প্রতি দুই ঘণ্টায় অর্দ্ধছটাক পরিমাণে সেব্য, এবং [পঞ্চানন] বটিকা একটী প্রাতে ও একটী

সন্ধ্যার সময় দারচিনির নির্য্যাস অনুপানে সেবন করান বিধেয়, বায়ু ও শ্লেষ্মা, উভয়ের স্নিগ্ধপ্রকৃতি, এজন্য রোগির সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করা কর্ত্তব্য, এবং কফের প্রবলতায় শরিরে ও উদরে ভার বোধ থাকিলে [হরনেত্রাঞ্জন] নির্যাস দ্বারা তাহার পরিপাক করান অত্যাবশ্যক এতদ্ভিন্ন যে কোন-উপসর্গ উপস্থিত থাকে, চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসা করিলেই তাহার শান্তি হইতে পারে।

(বাত শ্লেষ্মা বিকারের চিকিৎসা।)

"হরিচরণামৃত" ও [বসন্তসেনা] এই দুই নির্যাস মিশ্রিত করিয়া প্রতি দুই ঘণ্টায় অর্দ্ধছটাক পরিমাণে সেব্য, এবং [কালিকারঞ্জন] বটিকা অর্দ্ধতোলা দাড়িম্বের রসের সহিত, তদভাবে [কমলাকর] নির্য্যাসের সহিত সেবন করাণ বিধেয়, দাহ পিপাসাদি উপসর্গ উপস্থিত থাকিলে [কমলাকর] নির্যাস সেবন করাইলে উক্ত উপসর্গের অবশ্য নিবারণ হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হইবেক, চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসা করিলে অবশ্য রোগের শান্তি হইতে পারে।

বাত, পিত্ত, ও কফ জ্বরের প্রবলতা সময়ে যেরূপ পথ্য বিধান হইয়াছে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিকারাবস্থায় সেইরূপ পথ্যবিধান হইবেক, রোগী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও কেতকীও [কমলাকর] নামক ঔষধের সেবন রহিত হইবেক না, যে পর্য্যন্ত সহজ প্রকৃতি প্রাপ্ত না হয়, তদবধি তাহা সেবন করা অতি আবশ্যক।

রোগী আরোগ্য লাভ করিলে যেরূপে পথ্য বিধান করিতে হয় তাহার বিস্তারিত।

স্বাভাবিক অবস্থায় দৈহিক অস্ত্র ও যন্ত্র সকল সহজ ভাবে থাকে, সেই সময়ে আহারাদি করিলে ঐ অস্ত্র ও যন্ত্র দ্বারা যে রূপে তাহার পরিপাক ও পরিচালনা হইয়া থাকে, পীড়িতাবস্থায় ঐ অস্ত্র ও যন্ত্র সকলের কার্য্য তাদৃশ থাকে না, বরং রোগের তাড়নায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, সে সময়ে সহজ অবস্থার মত আহার করিলে ঐ অস্ত্র ও যন্ত্রেরা তাহার ভার ধারণ ও স্থবরণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহাতে রোগির অসুস্থতা পুনর্ব্বার হইবার সম্ভাবনা, অতএব যে সকল দ্রব্য লঘু ও লঘু পাক হয়, যথা এরারুট সাগু দুগ্ধ ইত্যাদি তদ্দ্বারা অল্পে২ পথ্য প্রদান আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অস্ত্রের ও যন্ত্রের যেরূপ বলের বৃদ্ধি হইবেক সেই রূপ আহারও বৃদ্ধি করিয়া দিবেক। এইরূপে ঐ অস্ত্র ও যন্ত্রেরা স্ব স্ব কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে অত্যল্প দিবসের মধ্যেই রোগী স্বীয় সহজ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে।

সান্নিপাতিক বিকারের উৎপত্তির হেতু ও লক্ষণ।

এই রোগের হঠাৎ উৎপত্তি হওয়া সম্ভাবিত নহে, প্রথমতঃ এক কিম্বা ভূতদ্বয়ের দোষ জন্মিলে সামান্য বা অসামান্য জ্বরের উৎপত্তি হয়, তদনন্তর ঐ দোষাবিষ্ট ভূতত্রয়ের পরস্পর বৈরিভাব উপস্থিত হইলে বিকার রোগ জন্মায়, ঐ বিকাররোগের শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ক্রমশঃ ভূতত্রয়

বা ভূত চতুষ্টয় প্রবল ও ক্রূর হইয়া উঠে পরে পরস্পরের বৈরিভাব জন্মিলেই সান্নিপাতিক বিকার উৎপন্ন হইয়া নিম্নের লিখিত উপসর্গ সমস্ত প্রকাশ পাইতে থাকে। যথা, অচেতন, সচেতন, রেচন, বমন, অনিদ্রা, তন্দ্রা, দাহ, মোহ, প্রলাপ, বিলাপ, হাস্য, গ্রীষ্ম, শীত, ঘর্ম্ম, হিক্কা, পিপাসা ইত্যাদি, এবং মূত্র শ্বেতবর্ণ অথচ ঘোলাটিয়া, দেহ স্থূল, নাড়ীর গতি মন্দ ও কুটিল, জিহ্বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গো জিহ্বার ন্যায় কণ্টকযুক্ত, কোন ২ রোগির জিহ্বা স্বাভাবিক অবয়ব অপেক্ষা দীর্ঘাকার হইয়া মুখ হইতে বহির্গতা হয়, কোন২ রোগির জিহ্বা খর্ব্বাকার হইয়া টাকরার দিকে গমনোদ্যত হইতে থাকে, ও কর্ণমূল, গলা কিম্বা অন্য কোন অঙ্গ, বিকৃত রসের আহরণ জন্য স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া কখন স্তম্ভিত থাকে, কখন বা ক্ষত হইয়া ক্লেদ নির্গত হয়, এই সকল চিহ্নদ্বারা পূর্ব্বোক্ত রোগের নিরূপণ হইতে পারে।

আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি, বায়ু, পিত্ত, কফ, ও মল এই চারি বস্তুর মধ্যে প্রথমতঃ দুইবস্তু কুপিত হইয়া রোগীকে জ্বরগ্রস্ত করে, পরে ঐকুপিত বস্তুদ্বয়ের পরস্পর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, এইক্ষণে উক্ত চারি বস্তুর মধ্যে তিন বস্তু, কিম্বা চারি বস্তুই বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া সান্নিপাতিক বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ চারি বস্তুর দোষের বিমোচন ব্যতীত রোগের শান্তি হওয়া সম্ভব নহে, অতএব ঐ চারি বস্তুর বিকৃত ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া যাহাতে প্রকৃতভাব হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রকৃতি।—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, ও দুর্ব্বার, সর্ব্বসংহারক রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত রোগ প্রকাশ হইলে রোগির রক্ষা হয় না, কতিপয় লক্ষণ হীন হইলে

ক্বচিৎ রক্ষা হয়, অর্দ্ধেক লক্ষণের সহিত লক্ষিত হইলে সুচিকিৎসা ও সৎব্যবস্থার সাহায্যে রোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভাবিত নহে।

চিকিৎসা।— পূর্ব্বোক্ত চারি বস্তুর মধ্যে যে কোন বস্তু অপর তিন বস্তুর পরাক্রম অতিক্রম করিয়া স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিবার উপক্রম করে, প্রথমতঃ তাহার দমন করা বিধেয়, যখন চারি বস্তু সমতাবাপন্ন বোধ হইবেক, তখন [শশাঙ্কশেখর] নামক নির্যাস প্রতি দুই ঘণ্টায় অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন কর্ত্তব্য, এবং প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে, তিনসময়ে [শিব গেহিনী] নাম্নী তিনটী বটিকা পানের রসের সহিত ভক্ষণ করা ব্যবস্থেয়, তদ্ভিন্ন যে সকল উপসর্গ উপস্থিত থাকে, মুষ্টিযোগ ঔষধ দ্বারা তাহার শান্তি করা আবশ্যক, ও রোগির অবস্থা বিবেচনা করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, এই রূপ চিকিৎসা দ্বারা দোষাবিষ্ট ভূতচয়ের তুল্যপরিমাণে দোষের হ্রাসতা প্রকাশ হইলেই আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, যদ্যপি তাহাতে দোষের হ্রাসতা না হয়, তবে [শিবগেহিনী] ঔষধের স্থলে [জটালভৈরব] নামক বটিকা, যে কোন লেবু সুপ্রাপ্য হয় তাহার রসের সহিত খল করিয়া সেবন করাণ বিধেয়, কিন্তু নাড়ীর ভাবের ব্যত্যয় হইলে [মৃতসঞ্জীবনী] নাম্নী নির্যাস জলের সহিত কিম্বা [নীলকণ্ঠ] নামক বটিকা আমলকীর রসের সহিত অভাবে আমরুলের সত্বের সহিত সেবন করাণ কর্ত্তব্য, এই রূপে সাবধান পূর্ব্বক সূক্ষ্ম বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিলে রোগির রক্ষা হইতে পারে।

যে সকল জ্বরের উৎপত্তির কারণ সমস্ত বর্ণন করা গেল, এই সকল জ্বরের মধ্যেই কোন এক জ্বর প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, চিকিৎসার বৈপরীত্য জন্য অল্প কালের মধ্যে যদ্যপি

তাঁহার উপশম না হয়, তবে কাল বিলম্বে ঐ জ্বর ক্রমশঃ জীর্ণ জ্বর, সন্তত জ্বর, বিষম জ্বর, ইত্যাদি নানাবিধ নাম প্রাপ্ত হয়, অতএব প্রথমাবস্থায় যে সকল জ্বর উপস্থিত হয়, তাহাদের উৎপত্তির কারণ, ও নিবৃত্তি হইবার ঔষধ ও ব্যবস্থা সকল যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম বোধ হইলে অন্য অন্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত জ্বরের কিরূপে উৎপত্তি হয় তাহা অবিদিত থাকিবেক না, তবে এই মাত্র জানা কর্ত্তব্য যে শোণিতের সহিত যে বস্তুর যোগ হয় তাহার শক্তি ক্রমশঃ শরীরের সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। উষ্ণত্ব একটী পদার্থ, প্রথমতঃ শোণিতের সহিত তাহার যোগ হইলে সর্ব্বশরীর উষ্ণ হইয়া জ্বর নাম প্রাপ্ত হয়, এক পক্ষ পর্য্যন্ত ঐ জ্বর প্রবল থাকে তাহাকে নবজ্বর কহে, পক্ষান্তরে ঐ জ্বরের শক্তির হ্রাসতা আরম্ভ হইলেই তাহাকে পুরাতন জ্বর কহে এক বিংশতি দিবস গত হইলে, ঐ জ্বরের উষ্ণতা অস্থিগত হয় তাহাকে জীর্ণ জ্বর কহে। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত জ্বরের উষ্ণতা অস্থিগত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ জ্বরকে সহজ জ্বর বলা যায় অস্থিগত হইলে দুঃসাধ্য হয়, তদনন্তর শুক্রের সহিত ঐ উষ্ণতার যোগ হইলে তাহাকে বিষমজ্বর কহে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। পরে যখন মজ্জার সহিত যোগ হয় তখন অসাধ্য হইয়া পড়ে। পিত্ত তেজোময় পদার্থ, যেমন অগ্নি আকারবিশিষ্ট নহে, কেবল তাহার আভা ও উষ্ণতা একটা বস্তুতে, যথা কাষ্ঠে অঙ্গারে ইত্যাদিতে নির্ভর না করিয়া স্বয়ং থাকিতে পারে না, জ্বর ও সেইরূপ, মলে, প্লীহায়, যকৃতে, শোণিতে, শুক্রে, মজ্জায়, অথবা কফের সহিত যুক্ত না হইয়া স্বয়ং স্থিতি করিতে পারে না। কোপযুক্ত পিত্ত স্বয়ং দ্বন্দ্বী, বায়ু কিম্বা কফ কুপিত হইয়া তাহার প্রতি দ্বন্দ্বী হইলেই বিকার সংজ্ঞা হয়।

উদরাময় রোগোৎপত্তির বিবরণ।

প্রথমতঃ বক্তব্য এই, যে মূত্রের আধিক্যই মলের গাঢ়ত্বের কারণ, যদ্দ্বারা শরীর বলাধান থাকে, ও মূত্রের অল্পতা মলের তারল্যের কারণ, যাহাতে শরীরের দৌর্ব্বল্য জন্মায়। এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে কি কারণে মূত্রের আধিক্য হইয়া মলের গাঢ়ত্ব হয়, এবং কি হেতুতেই বা মূত্রের অল্পতা হইয়া মলের তরলতা বৃদ্ধি পায়।

জঠরাগ্নির তেজের বৃদ্ধি কিম্বা সমভাব, অথবা খর্ব্বতা হইলে শোষক নাড়ীরও শক্তি ঐ জঠরানলের শক্ত্যনুসারে অধিক কিম্বা সমান অথবা অল্প হয়। সহজ শরীরে যখন জঠরাগ্নি সবল থাকে, তখন শোষকনাড়ী দ্বারা ভুক্তবস্তুর সত্বাংশের উত্তমরূপে পরিশোষণ হইলেই বলের বৃদ্ধি, মলের গাঢ়ত্ব, ও মূত্রের আধিক্য হয়। এবং যখন জঠরানল হীনবল থাকে, তখন শোষক নাড়ীদ্বারা ভুক্তবস্তুর সত্বাংশের উত্তমরূপে পরিশোষণ হয় না, এই জন্যে বলের খর্ব্বতা, মলের তরলতা ও মূত্রের অল্পতা প্রকাশ পায়। এবং মল তরল হইলেই সুতরাং পুনঃ২ ভেদ হইতে থাকে, যে পর্য্যন্ত জঠরাগ্নির উদ্দীপন না হয়।

এই অতিসার রোগের তিন অবস্থা, এবং প্রত্যেক অবস্থায় ভিন্ন২ নাম প্রাপ্ত হয়, যথা আমাতিসার, রক্তাতিসার, ও গ্রহণী, এই ত্রিবিধ রোগ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তারিত।

কোন কঠোর ক্রিয়া কিম্বা অধিক জলসেবন বা কোন তীব্রগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ দ্রাবকাদি অধিক মাত্রায় ভক্ষণ করিলে অথবা কুপিতপিত্ত বা ক্রূর মল সঞ্চিত হইলে উদরের মধ্যে যে উষ্ণতা জন্মে, ঐ উষ্ণতা, জঠরাগ্নির তেজ পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি অন্ত্রী সকলের মধ্যে বিস্তার করে, যেমন অঙ্গের

কোন স্থানে অনবরত অগ্নির উত্তাপ লাগিলে সে স্থান যে রূপ হাজিয়া যায় এবং তথা হইতে যাদৃশ রস পড়ে, ঐ উদরস্থ উষ্ণতাকর্ত্তৃক অন্ত্রী সকলের মধ্যে কোন২ স্থান হাজিয়া গিয়া তথা হইতেও তাদৃশ ক্লেদ নির্গত হয়। অপিচ, বায়ুধারে উষ্ণতা জন্মিয়া শরীরের জলীয়াংশকে গাঢ় করিয়া যে রূপ রুক্ষ উৎপন্ন করে, সেইরূপ উদরস্থ উষ্ণতা দ্বারা উদর রস গাঢ় হইলে তাহার আম সংজ্ঞা হয়, তাহা অতিসাররূপে নিঃসৃত হইতে থাকিলে তাহাকে আমাতিসার বা আমাশয় রোগ কহে।

আমরোগ ব্যাপককাল থাকিলে অন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী ক্ষতস্থান অধিক পরিমাণে হাজিয়া যায়, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত লাগিলেই সেই স্থান হইতে রক্তের নিঃসরণ হইতে পারে।

আমাতিসার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মলত্যাগ সময়ে অধিক বেগের প্রয়োজন হয়, সুতরাং ঐ বেগ কর্ত্তৃক ক্ষত স্থান আঘাত প্রাপ্ত হইলে রক্ত নিঃসরণ করিতে থাকে, তাহাকে রক্তাতিসার কহে। আমাতিসার বা রক্তাতিসার রোগ ব্যাপক কাল অবস্থান করিলে স্থূল অন্ত্রী বা মলভাণ্ডের অভ্যন্তর অত্যন্ত ক্ষত হইয়া তাহাতে পুঁজ জন্মে ঐ পুঁজ আমের সহিত, কখন রক্তের সহিত, কখন মলের সহিত নির্গত হইতে থাকে তাহাকে গ্রহণী রোগ বলে।

উদরাময় রোগের পরীক্ষা।

রোগী, পদদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক চিত হইয়া সরলভাবে শয়ন করিবেক, তাহার উদরের মধ্যে যে স্থানে পাকস্থলী, ও তলপেটের মধ্যে যেস্থানে মলভাণ্ড আছে সেই২ স্থানের উপর অঙ্গুলী দ্বারা সহজভাবে টিপিয়া অনুমান করিতে হইবেক যে অন্ত্রের

মধ্যে কোন স্থান ক্ষত হইয়াছে কি না, যদ্যপি টীপিবার সময়ে রোগী সেই২ স্থানে বেদনা বোধ না করে, অথচ পেট শক্ত কিম্বা কাঁপ যুক্ত অথবা দমসমভাবে থাকে ও ক্ষুধার খর্ব্বতা, মূত্রের অল্পতা, মলের অপরিপক্কতা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অগ্নির মন্দতা ও সমান বায়ুর ক্রূরতা প্রযুক্ত অতিসার রোগ জন্মিয়াছে বোধ করা উচিত।

যদি পাকস্থলীতে বেদনা বোধ করে এবং আমাতিসার কিম্বা রক্তাতিসারের লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়, তবে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে কোন স্থান ক্ষত হইয়া আমাতিসার বা রক্তাতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়াছে জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

যদিস্যাৎ স্থূল অন্ত্রীতে বেদনা অনুভব করে, তবে গ্রহণী রোগের অবধারণ করা বিধেয়। এই গ্রহণী রোগ ব্যাপককাল অবস্থান করিলে স্থূল অন্ত্রী ক্রমশঃ পচিয়া যাইতে পারে, অগ্নির মন্দতা প্রযুক্ত পিত্তের উৎপত্তি হয়না এই নিমিত্তে মল বিবর্ণ হয় অর্থাৎ সবুজ, কাল, ধূসর প্রভৃতি নানা বর্ণে দেহস্থ সত্ত্বাংশ সমুদায় নির্গত হইয়া থাকে, রোগির অস্থি চর্ম্ম সার হয়, অ-ক্ষুধা, অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ সকল প্রকাশ পায়, পরিশেষে অধিক রেচন হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ নাড়ীর ক্ষয় হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই গ্রহণী রোগ পরীক্ষার্থে যে সকল চিহ্ন উক্ত হইল মৃত দেহ বিদীর্ণ করিলে তৎসমুদায় অবিকল লক্ষিত হয়॥

অতিসার রোগ কিরূপে নিবৃত্তি পায় তাহার বিবরণ।

আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি। অগ্নির মন্দতা. ও সমান বায়ুর ক্রূরতা প্রযুক্ত অতিসার রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব বাতঘ্ন ঔষধ, যাহা বায়ুর ক্রূরতা নষ্টকরে ও আগ্নেয় ঔষধ, যদ্দারা জঠরাগ্নির মন্দতা দূর হয়, তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তদ্দারা অগ্নির উদ্দীপন হইলে মূত্রের আধিক্য ও মলের গাঢ়ত্ব প্রকাশমান হইয়া অতিসারের নিবারক হইতে পারে।

রোগের প্রকৃতি, সামর্থ্যহারক, ক্ষুধানাশক, বায়ুর ক্রূরতা জনক, ভেদক ইত্যাদি। এইরোগ হঠাৎ মারাত্মক নহে, কাল বিলম্বে আমাতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ উৎপাদন করিয়া প্রাণনাশ করিতে পারে।

চিকিৎসা। বালকের উক্তরোগ জন্মিলে [হরনেত্রাঞ্জন] নামক আরক, প্রতিপ্রহরে একতোলা পরিমাণে সেবন কর্ত্তব্য তাহাতে অগ্নির উদ্দীপন হইয়া মলের গাঢ়ত্ব জন্মিলে মল শুদ্ধি করাইয়া উক্ত ঔষধ পুনর্ব্বার সেবন করাইলে রোগের আশু শান্তি হইতে পারে। যুবা কিম্বা স্থবির উক্ত রোগাক্রান্ত হইলে প্রথমতঃ এরণ্ড তৈলের দ্বারা রেচন করাণ ব্যবস্থা, তদনন্তর [কমলাকর] নামক আরক, প্রতি প্রহরে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে, এবং [কান্তিকর] নামক ঔষধ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময়ে দাড়িম্বের রসের সহিত সেবন করাইলে অবিলম্বে আরোগ্য হইতে পারে।

পথ্য ব্যবস্থা, দুগ্ধ একছটাক, জল একছটাক, বেলশুঠা দুই তোলা, একত্রে মৃদুতাপে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিবেক ঐ দুগ্ধ, কিম্বা সাগু, অথবা এরারুট, ইত্যাদি দ্রব্যের মধ্যে যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয় তাহারই পথ্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

আমাতিসার ও রক্তাতিসার রোগ কিরূপে নিবৃত্তি পায় তাহার বিবরণ।

আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি।—অন্ত্রের মধ্যে কোনস্থান ক্ষত হইয়া রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঐ ক্ষত স্থানান্তর্গত উষ্ণতা দ্বারা জঠরাগ্নির মন্দতা ও মলের তরলতা বৃদ্ধি হইয়া জ্বরের উৎপত্তি কিম্বা শরীরকে শীর্ণ করিয়াছে ঐ উষ্ণতার দমন হইলে রোগের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব, অতএব যে কোন ঔষধ দ্বারা ঐ অন্ত্রাগত উষ্ণতার দূরীকরণ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রকৃতি।—শরীরের সত্ব নিঃসারক, জ্বরের উৎপাদক, সামর্থ্য হারক, সমান বায়ুর সরলতানাশক, জঠরাগ্নির মন্দতা জনক ইত্যাদি. এই রোগ সহসা প্রাণনাশক হয় না। কাল বিলম্বে প্রাণের অরি হইতে পারে।

চিকিৎসা।—যদ্যপি জ্বর প্রবল থাকে, তবে "হর্ষাচরণামৃত" ও [বসন্তসেনা] এই দুই আরক, সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিবসে প্রতি প্রহরে অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় সেবন কর্ত্তব্য [অমরনাথ] নামক ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে জলের সহিত সেব্য। রাত্রি চারিদণ্ড অতীত হইলে যদিস্যাৎ পেটের ফাঁপ বোধ হয় তবে [ষোড়শাঙ্গসুন্দর] নামক ঔষধ জলের সহিত সেবন করাইবে, নচেৎ [কান্তিকর] নামক ঔষধ দাড়িম্বের রসের সহিত ভক্ষণ করাণ বিধেয়। জ্বরের প্রকোপতা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত আরকের স্থলে [কমলাকর] নামক আরক সেবন করাণ ব্যবস্থেয়। অতিসার রোগে যে প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা আছে এইরোগেও সেই সকল পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রহণী রোগ কিরূপে নিবৃত্তি পায় তাহার বিবরণ।

আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি।—স্থূল অন্ত্রীর অভ্যন্তর ক্ষত হইবাতে গ্রহণী রোগ জন্মিয়া ঐ অন্ত্রীগত উষ্ণতা দ্বারা জ্বর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পেটে বেদনা, ইত্যাদি উপসর্গ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ অন্ত্রীগত উষ্ণতার শমতা হইলে রোগের হ্রাসতা হইতে পারে, অতএব অন্ত্রের উষ্ণতাহারক ঔষধ সকল সেবন করাইলে রোগের উপশম হইতে পারে।

রোগের প্রকৃতি।—শরীরের সত্ত্ব নিঃসারক, সামর্থ্যহারক, জ্বরের উৎপাদক, জঠরাগ্নির মান্দ্যকারক, পরিশেষে প্রাণনাশক, ইত্যাদি। এইরোগ সংহারক রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় আক্রমণ করিলে রোগির প্রাণ রক্ষা প্রায় হয় না, যৌবনাবস্থায় কৃচিৎ রক্ষা হয়, বাল্যাবস্থায় সুচিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্য হইতে পারে।

চিকিৎসা।—এরণ্ড তৈলেরদ্বারা রেচন করাণ উচিত, পেটের মধ্যে যে যে স্থানে বেদনা বোধ হয় সেই সেই স্থান হইতে জোঁকের দ্বারা রক্ত মোক্ষণ বিধেয়, জ্বরের প্রবলতা থাকিলে [হরিচরণামৃত, ও রাধিকাচরণামৃত] এই দুই আরক, সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রতি প্রহরে সেব্য, তদ্দ্বারা জ্বর হীনবল হইলে ঐ আরকের সেবন রহিত করিয়া [সুধাংশুরস] নামক ঔষধ ঐ নিয়মে ভক্ষণ করাণ কর্ত্তব্য, প্রাতঃকালে [অমরনাথ] ঔষধ এবং সন্ধ্যার পর [রাজরাজেশ্বর] বটিকা জলের সহিত সেবন করাণ ব্যবস্থেয়। এই রোগের তিন অবস্থা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে যে কোন সময়ে উদর স্ফীত হয় অর্থাৎ কাঁপে সেই সময়ে অন্য অন্য ঔষধের সেবন রহিত

করিয়া "সুধাসিন্ধু" নামক ঔষধের সেবন, ও পেটের উপরে কা-শীশ্বর তৈলের মর্দ্দন ব্যবস্থা করিলে ঐ উপসর্গের দমন হওয়া সম্ভব, এইরূপ চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। অতিসার রোগে যেরূপ পথ্য বিধান হইয়াছে ইহাতেও সেই রূপ পথ্য দিতে হইবেক।

মরিচ অতি তীব্রগুণ বিশিষ্ট বস্তু, তাহার যৎ কিঞ্চিৎ বাটিয়া অঙ্গের কোন স্থানে প্রলেপ দিলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে সেই স্থান হাজিয়া যায়। অস্মদ্দেশে স্ত্রীলোকেরা প্রসবানন্তর অধিক তাপ গ্রহণ করে এবং মরিচাদি ঝাল দ্রব্য ও অধিক মাত্রায় ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা অন্ত্রীর কোন স্থান হাজিয়া গিয়া প্রায় অনে-কেই সূতিকা বা আমাতিসার রোগ গ্রস্ত হইয়া থাকে। অন্যচ্চ, জ্বররোগ উপস্থিত সময়ে যদ্যপি মলের ক্রূরতা জন্মায়, তবে ঐ ক্রূরমলের উষ্ণতাদ্বারা অন্ত্রীর কোন স্থান হাজিয়া যাইতে পারে, ঐ জ্বর রোগ হইতে মুক্ত হইয়া যখন আহারাদি করিতে থাকে, তখন ঐ অন্ত্রীর হাজা প্রযুক্ত কোন কোন ব্যক্তির আমরোগ জন্মিয়া থাকে।

জলাউঠা রোগোৎপত্তির বিবরণ।

শরীরস্থ শিরা সমূহের স্বভাব এই, যে শোণিতের উত্তমাংশ ধারণ করিয়া অধমাংশ পরিত্যাগ করে, ঐ পরিত্যক্ত রস অল্প হইলে ঘর্ম্মরূপে নিঃসৃত হয়, ও অধিক হইলে স্ফোটক ইত্যা-দি দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে, এবং শিরাধৃত উত্তম রক্তের সহিত কুপিত পিত্তের সংযোগ হইলে সেই রক্ত অপকৃষ্ট হইয়া বিবিধ রোগের কারণ হয়।

অপরিমিত পরিশ্রম, কুভক্ষ্য ভক্ষণ, রাত্রি জাগরণ, পথভ্রমণ, রৌদ্রসেবন, বহ্নিতাপগ্রহণ, অনশন প্রভৃতি নানা কারণে বায়ু ও পিত্ত উভয়ে প্রবল ও কুপিত হইলে পিত্ত স্বস্থান হইতে উল্বণ হইয়া প্রবল বায়ু সহকারে শিরা সমূহের মধ্যে পরিচালিত হয়, তাহাতে শিরাস্থ শোণিতের আকৃতি ও প্রকৃতির বিকৃত ভাব জন্মায়, অর্থাৎ তাহার শোণিতত্ব, প্রগাঢ়ত্ব, লোহিতত্ব, লোপ হইয়া জলবৎ শ্লেষ্মারূপে পরিণাম হয়, সুতরাং বায়ু ও পিত্তের পূর্ব্ব হইতে কুপিতভাব থাকে, তাহাদের সহিত বিকৃত শোণিত শ্লেষ্মারূপে মিলিত হইয়া ত্রিদোষ প্রাপ্ত ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি করে।

সৃষ্টি কর্ত্তার কিবা আশ্চর্য্য কৌশল! যে শোণিতের পুষ্টিকরী শক্তি দ্বারা দেহের জীর্ণতার পরিহার হয়, সময় বিশেষে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই শোণিত অনিষ্টকরী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া দেহের সংহার করে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সংঘটন হইলে অর্থাৎ ত্রিদোষ প্রাপ্ত রোগ জন্মিলে তদ্দণ্ডেই প্রাণের প্রয়াণ হইতে পারিত, কিন্তু শিরা সমস্ত শ্লথ না হইলে পঞ্চ বায়ুর নিঃসরণ হওয়া দুষ্কর হয়, এজন্য তৎকার্য্য নিষ্পন্ন করণার্থে এই সান্নিপাতিক রোগ যেরূপ প্রবল হইয়া পরাক্রম ও অত্যাচার প্রকাশ করে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

শরীরস্থ সমুদয় শোণিত বিগুণ হইয়া যখন আবাহিকা নাড়ী-দ্বারা স্রোতের ন্যায় হৃৎপিণ্ডে, ও তথা হইতে রীতানুসারে বায়্বাধারে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ ঐ বায়্বাধারের সংশোধন শক্তি হরণ পূর্ব্বক কুপিত বায়ুর বিচিত্র গতির সহকারে কখন অন্ত্রীগত হইয়া জঠরাগ্নির উৎকৃষ্ট শক্তির হ্রাস করিয়া জলবৎ রেচন হইতে থাকে, কখন বা উর্দ্ধগামী হইয়া তাহার কিয়দংশ

বমন হয়, ও কিয়দংশ মস্তকে পঁহুছিয়া মস্তিষ্কের শক্তিসমূহ সংহার করে, পরিশেষে মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্নায়ু সকলকে হতশক্তি করিয়া প্রাণের ধ্বংসকর হয়, তাহাতে যে সকল উপসর্গ প্রকাশ পায় তাহাদের উৎপত্তির কারণ লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত অপরিমিত বিকৃত সত্ব, দেহস্থ ধমনী, শিরা, নাড়ী হৃৎপিণ্ড, বায়্বাধার, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, অন্ত্রীসকল অর্থাৎ যে যন্ত্রে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ তাহাদের শক্তি লুপ্ত করিয়া এক কালে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, যথা, পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া শোষক নাড়ী ও জঠরাগ্নিকে শক্তিহীন করে, তাহাতে ক্ষুধা ও মুত্রের অভাব হয়। বায়ুর ক্রুরতা প্রযুক্ত উদরাধ্মান হয়, ধমনী ও শিরা সমস্ত শোণিত বর্জ্জিত হইয়া সংকুচিত হইতে থাকে, তাহাতে অঙ্গের খিল ধরে। গলনলী ও কণ্ঠনলী উত্তাপে শুষ্ক হইবাতে পিপাসার আধিক্য হয়। ঐ বিকৃত রস সর্ব্ব শিরায় ব্যাপ্ত হইয়া দেহকে দগ্ধ করিতে থাকে তন্নিমিত্তে দাহ ও মনের ব্যাকুলতা জন্মে।

দেহস্থ শোণিত সমস্ত কফ রূপে পরিণত হইলে সুতরাং হিমাঙ্গ হয়। বায়্বাধারে শক্তির লেশমাত্র থাকে না একারণ শোণিতের সঞ্চালন স্থগিত হইতে থাকে সুতরাং নাড়ীও স্পন্দন রহিত হয়। ইহাকে ওলাউঠা রোগ কহে।

এই ওলাউঠা রোগে রোগির মৃত্যু হইলে ঐ বিকৃত শোণিতের অবশিষ্ট অংশ শিরার মধ্যে ও বায়্বাধারের অভ্যন্তরে গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, নাড়ীর অভ্যন্তরে শোণিতের লেশ মাত্র থাকে না, অন্ত্রীর অভ্যন্তরে কুষ্মাণ্ডের জলের ন্যায় অথচ ঘোলা সঞ্চিত থাকে, মৃত দেহ ছিন্ন করিলে প্রাগুক্ত চিহ্ন সকল অবিকল লক্ষিত হইতে পারে।

ওলাউঠা রোগ কি রূপে নিবৃত্তি পায় তাহার বিবরণ

আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি।—ত্রিদোষের সংযোগ হইয়া রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ত্রিদোষের হ্রাস বা পরিপাক করিতে যে সময়ের আবশ্যক সে পর্য্যন্ত রোগির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না, বরং প্রথমতঃ ঔষধ দ্বারা জঠরাগ্নির সপক্ষতা ও নাড়ীর সহায়তা করাই চিকিৎসার প্রধান কল্প, পশ্চাৎ ত্রিদোষের হ্রাস ও উপসর্গের উপশম করিতে পারিলে রোগির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, অতএব জঠরাগ্নির উদ্দীপক ও নাড়ীর বলকারক ঔষধ প্রথমতঃ সেবন বিধেয়।

ওলাউঠা রোগের প্রকৃতি।—অতীব ভয়ানক, বিবিধ ক্লেশ দায়ক, ঝটিতি প্রাণনাশক, মূর্ত্তিমান শমনস্বরূপ, অত্যন্ত সাংক্রামিক, সর্ব্বকালেই উৎপন্ন হইতে পারে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে সর্ব্ব সংহারকরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রোগের আরম্ভ কালে নাড়ী ও জঠরানল সবল রাখিবার নিমিত্তে [হরনেত্রাঞ্জন] নামক আরক অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় সেবন কর্ত্তব্য, ও [রাজরাজেশ্বর] বটিকা পানের মন্ত্রের সহিত প্রতি দুই ঘণ্টায় সেব্য, কিন্তু উদরে ভার, কিম্বা বেদনা, অথবা আধ্মান থাকিলে [রাজরাজেশ্বর] ঔষধের সেবন রহিত করিয়া তাহার স্থলে [শোড়োশাঙ্ক সুন্দর] নামক বটিকা প্রতি ঘণ্টায় একটী জলের সহিত সেবন করাণ ব্যবস্থেয়।

পিপাসা নাশক, দাহ হারক, মূত্রকর, কমলাকর নামক আরক আবশ্যক মতে ব্যবহৃত হইবেক। ডাব নারিকেলের ভিতরের

কোমল ছোবড়া অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করিলে তাহা হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, ঐ ঈষদুষ্ণ রস, অঙ্গের মধ্যে যেং স্থানে খিলধরে, সেইং স্থানে হস্তকৌশল দ্বারা এমত মর্দ্দন করিতে হইবেক, যাহাতে শিরার সঙ্কোচ রহিত হয়, তাহা হইলেই খিলধরা স্থগিত হইতে পারে। উকি, হিক্কা, বমন নিবার ণার্থে কেতকী মিশ্রিত। সিন্ধুবালা। নামক ঔষধ ভক্ষণ করাণ উচিত। উদরাধ্মান, ও পেটের বেদনা দুরীকরণার্থে [পঞ্চা মৃত] নামক ঔষধ সেবন বিধেয়। নাড়ী ক্ষীণ অথবা স্পন্দ হীন হইলে। মৃতসঞ্জীবনী। নামক ঔষধ ৫বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে, ফলতঃ রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে পরিমাণে দেওয়া উচিত হয় তাহা জলের সহিত সেবন করাণ কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত নাড়ী সবল না হয় সে পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর কিম্বা প্রতি ঘণ্টায় এই রূপে তিন চারিবার সেবনে উপকার দর্শিতে পারে। অতএব ঐ বিকৃত রস পরা ক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক হৃৎপদ্ম অতিক্রম করিয়া মস্তকে উঠিবার উপক্রম করিলে চক্ষু রক্তিমাবর্ণ হয় তৎকালে সম্যক্ প্রকারে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, ব্রহ্মরন্ধ্র শীতল থাকিলে প্রাণ রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ ভরসা থাকে, অতএব তৎক্ষণাৎ মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, বরফ, তদভাবে শীতল জলে বস্ত্র খণ্ড আদ্র করিয়া ব্রহ্ম তালুর উপরে দেওয়া অত্যাবশ্যক। এই রূপ বিবেচনা দ্বারা, রোগের উৎপত্তির কারণ সকল মনোমধ্যে স্থির করিয়া ধীরভাবে চিকিৎসা করিলে রোগীর প্রাণ রক্ষা অবশ্য হইতে পারে।

কাশরোগ ও ঠাণ্ডী কাসীরোগের উৎপত্তির বিবরণ।

হিমসেবন, বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত হওন, অসময়ে অবগাহন, আর্দ্র স্থানে শয়ন, রাত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্য সেবনান্তে অধিক শীত ক্রিয়া আচরণ, ইত্যাদি কারণে জলীয়াংশ রীত্যানুসারে হৃৎপিণ্ডে সঞ্চিত হয়, সেই সময়ে পিত্ত হীনবল থাকিলে ঐ জলীয়াংশ দ্বারা অপকার জন্মে না স্বাভাবিক জলীয়াংশের পরিপাক ও নিঃসরণ যে রূপ হয় ইহারও পরিপাক ও নিঃসরণ তদ্রূপ হইয়া থাকে. কিন্তু ঐ সময়ে পিত্ত প্রবল থাকিলে প্রথমতঃ বক্ষঃস্থল ভারী হয় পরে ঐ জলীয়াংশের কিয়দংশ ঊর্দ্ধগ হইয়া মস্তকে অবস্থান করে তাহাতে মাথা ভার, শিরঃ পীড়ন, নাসিকা দ্বারা জলবৎ ক্লেদ নিঃসরণ, ঘন২ হাঁচি ইত্যাদি চিহ্ন সকল প্রকাশ পায় এবং অপর কিয়দংশ বায়ুধারে সংস্থিতি করে, তাহাতে গাত্রের উষ্ণত্ব, মূত্রের কটুত্ব, মলের রূক্ষত্ব, নাড়ীর চঞ্চলতা, মনের ব্যাকুলতা, গলায় ব্যথা, স্বরের গম্ভীরতা, প্রশ্বাসের উষ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়; পরে পিত্তের উষ্ণতার পরিমাণানুসারে ঐ জলীয়াংশ দেহস্থ সত্ত্বের সহিত গাঢ় হইয়া কতক নাসিকা দ্বারা ও কতক মুখ দ্বারা নিঃসৃত হইতে থাকে, তখন তাহার কফ সংজ্ঞা হয়, অত্যল্প দিনের মধ্যেই শরীর কফের জড়তা হইতে নির্মল হইতে পারে, ইহাকে ঠাণ্ডী কাসী কহে।

পিত্তের প্রাবল্যাবস্থায় যদ্যপি কঠোর ক্রিয়া সকল, যথা স্নান বর্জ্জন, অনশন, পিত্তজ দ্রব্য ভোজন, তাপ গ্রহণ, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি আচরিত হইলে ঐ কফ অত্যন্ত গাঢ় হইয়া যথা স্থানে কঠিনরূপে স্থায়ী হয়, বল পূর্ব্বক ব্যাপককাল কাসী

দ্বারা আকর্ষণ করিলেও নিঃসৃত হওয়া দুষ্কর হয় তখন ঐ কফ ক্রূরশ্লেষ্মা নাম ধারণ করে, ঐ ক্রূর শ্লেষ্মার উষ্ণতা শোণিত সহযোগে শিরায় পরিচালিত হইলে জ্বরও প্রকাশ পাইতে পারে, এই সকল ঘটনা দ্বারা ঐ শ্লেষ্মা ক্রূরভাবে উদান বায়ুর গমন পথ সঙ্কীর্ণ করে সুতরাং নিশ্বাস প্রশ্বাস সরলভাবে গমনাগমন করিতে পারেনা তাহাতেই হাঁপের উদ্রেক হয়. এবং প্রশ্বাস বায়ু রেচনোদ্যত হইয়া উর্দ্ধে গমন করিয়ে কতক রেচন হয়, ও কতক, যে স্থানে শ্লেষ্মার সংস্থান হইয়াছে সেই স্থলে আটকায়, ঐ স্থান বায়ু স্পর্শে সুড় সুড় করে, তাহাতে কাসী হয়. এজন্য কাশ রোগ সংজ্ঞা হইয়াছে। যদিচ জ্বরবিহীন কাশরোগ প্রাণের অরি নহে, কিন্তু ব্যাপক কাল অবস্থান করিলে অনাং কাশ রোগ, যাহাদের দ্বারা প্রাণের বিনাশ হয়, তাহাদের উৎপত্তির হেতু হয়।

শ্বাস কাশ উৎপত্তির বিবরণ।

(হাঁফানি)

ঠাণ্ডী অথবা জলকাসী না হইলে হঠাৎ হাঁফানি রোগ জন্মে না, প্রথমতঃ ঠাণ্ডী কিম্বা জলকাসী জন্মিলে যদ্যপি সুব্যবস্থা দ্বারা ঐ কফ সরলভাবে নিঃসৃত হইয়া বায়ুধারকে নির্ম্মল করে, তবে ঐ রোগ সংক্রান্ত আর কোন রোগেরই উৎপত্তি হয় না কিন্তু ঠাণ্ডী ও জলকাসী যখন উপস্থিত হয় সেই অবস্থায় বিপরীত ব্যবস্থা অর্থাৎ কঠোর ক্রিয়া ও অত্যুষ্ণ গুণ বিশিষ্ট ঔষধ, যাহাতে পিত্তেররাগ বৃদ্ধি হয়, তাহা কিয়দ্দিবস ব্যবহৃত হইলে ঐ কফ ক্রূরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ চর্ম্মের মত হয়, তাহা কণ্ঠনলী হইতে বায়ুধার পর্য্যন্ত স্থানেঃ সংস্থিত হইয়া

উদান বায়ুর গমন পথ সঙ্কীর্ণ করে সুতরাং উদান বায়ু ক্রুর-ভাবে থাকে. যখন পুনর্ব্বার কফের সঞ্চার কিম্বা বায়ুর প্রবলতা উপস্থিত হয়, তখন উদান বায়ুর ক্রূরতা প্রযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের গমনাগমন সরলরূপে হইতে পারে না সুতরাং হাঁফানি উপস্থিত হয়, এবং কণ্ঠনলী হইতে সোঁ সোঁ বা সাঁই সাঁই কিম্বা ঘড় ঘড় ইত্যাদি শব্দ প্রকাশমান হইতে থাকে, যে প্রকারে ঐ সকল শব্দ প্রকাশ পায় তাহার একটী স্থূল উদাহরণ লিখিত হইতেছে। যেমন বাঁশী কিম্বা সানাই অর্থাৎ নলরূপ যন্ত্র, তাহার উভয় রন্ধ্রের একদিক সঙ্কুচিত থাকে তন্মধ্যে বেগে ফুৎকার প্রদান করিলে যন্ত্র বিশেষে শব্দ প্রকাশ পায়, ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরের ছিদ্র কোন বস্তু কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকিলে, ফোঁ ফোঁ বা সোঁ সোঁ শব্দ হয়, এবং তরল কোন দ্রব্য থাকিলে কড় কড় শব্দ হইয়া থাকে। কণ্ঠনলীও নলরূপ বাক্যন্ত্র, ইহার এক রন্ধ্র ক্রূরশ্লেষ্মা কর্ত্তৃক সঙ্কুচিত থাকে, তন্মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ুর গমনাগমন হইলেই সাঁই সাঁই বা অন্য কোন প্রকার শব্দ প্রকাশ পায়, এবং ঐ কফের তরলতা থাকিলে ঘড় ঘড় শব্দ প্রকাশমান হইয়া থাকে এই রোগ প্রায় অর্দ্ধ রাত্রের পর আক্রমণ করিয়া থাকে ইহাতে নাড়ী বেগবতী, শীর্ণাকৃতি, হস্ত পাদ শীতল, ও অল্পং কাসী হয় কিন্তু শ্লেষ্মার সরলভাবে নিঃসরণ হয় না, হাঁফানির বেগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণে রোগিরও ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এ ব্যাধি সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে যখন কাসী দ্বারা শ্লেষ্মার নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হয় সেই সময় অবধি রোগীও উপশম বোধ করিয়া থাকে পরে ক্রমশঃ উপশম হইয়া যায়, এই রূপে এ ব্যাধি বহুকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে, বায়ুকোষে উষ্ণতা জন্মিয়া শ্লেষ্মাকে ক্রুর করে, এবং কণ্ঠনলী হইতে শ্বাসযন্ত্র পর্য্যন্ত ক্রুর

শ্লেষ্মার সংস্থানই রোগের নিদান এবং পিতা মাতার এরোগ থাকিলে সন্তানেরও হইতে পারে।

ক্ষয় কাশ, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি যে কয়েক প্রকার কাশ রোগ উক্ত আছে তাহার নিদান দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার মানস থাকিল।

হাঁফানি ও সামান্য কাশরোগ কিপ্রকারে নিবৃত্তি পায় তাহার সদুপায়।

আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি।—প্রথম শীতলতা, পরে উষ্ণতার সংযোগ হইয়া কফের উৎপত্তি হইয়াছিল, পরে ক্রমাগত উষ্ণ ক্রিয়া ও কঠোর ব্যবস্থা ব্যবহৃত হইবাতে ঐ কফ ক্রূরত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্বাস নলীর স্থানে২ অবস্থান করিয়াছে, তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি সরল ভাবে নির্ব্বাহিত না হওয়াতে কাশ কিম্বা শ্বাসকাশ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, বাস্তবিক শ্বাসনলীর মধ্যে ক্রূর শ্লেষ্মার সংস্থানই উভয় রোগের নিদান। এই মাত্র প্রভেদ, যে শ্লেষ্মার স্বভাবিক ক্রূরত্ব হইলে কাশ রোগ জন্মে অত্যন্ত ক্রূরতায় শ্বাশকাস (হঁফানি রোগের) উৎপত্তি হয়, অতএব যাহাতে ঐ শ্লেষ্মার ক্রূরতার পরিহার হইয়া সরল ভাবে নিঃসরণ হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য, যেহেতু শ্লেষ্মার নিঃসরণ দ্বারা শ্বাসনলী নির্ম্মল ও পরিষ্কার হইলেই রোগী অনায়াসে আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

রোগের প্রকৃতি।— বিবিধ ক্লেশ দায়ক, সামর্থ্য হারক, ইত্যাদি, এই রোগে হঠাৎ মৃত্যু হয় না, কিয়ৎকাল গত হইলে দেহকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, এবং অস্থি চর্ম্ম সার হয়,

পরে ক্রমশঃ বিবিধ রোগে জড়ীভূত হইয়া পরিশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।—মলের শুদ্ধি ও বায়ুর অধোগতি জন্য বিবেচনামতে এরণ্ডতৈলে এক ছটাকের অনধিক ও অর্দ্ধতোলা আদার রস একত্র করিয়া তদ্দ্বারা বিরেচন বিধেয়, তদনন্তর দিবা এক প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রতি প্রহরে এক ছটাক পরিমাণে [কমলাকর] নামক আরক সেবন করাণ কর্ত্তব্য, এবং [কাশীশ্বর] তৈলের দ্বারা বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আর্দ্র রাখা উচিত, কোন প্রকারে মলের কুবন্ধ না জন্মে এজন্য প্রত্যহ শয়ন কালে [আশুতোষ] বটিকা সেবন করা কর্ত্তব্য, এই নিয়মে তিন দিবসের মধ্যে যদ্যপি প্রতীকার বোধ হয়, তবে আরো তিন দিন উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইবেক না, সপ্তাহের মধ্যে প্রতীকার না হইলে ক্রুর কফ নির্গত করিবার জন্য [কমলাকরের] পরিবর্ত্তে [কৈলাসনাথ] সেবন বিধেয়, এবং [রাজরাজেশ্বর] বটিকা একটী প্রাতে ও একটী সন্ধ্যার সময় জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য, উষ্ণ জল সেবন ও উষ্ণ জলে স্নান ব্যবস্থেয়। এইরূপ চিকিৎসায় রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

হাঁফানি কাশের চিকিৎসা।—কাশ রোগের চিকিৎসার নিয়মানুসারে হাঁফানিকাশের ও চিকিৎসা হইবেক কেবল [কমলাকর] ও [কৈলাসনাথ] ঔষধ প্রয়োগে যদ্যপি বিশেষ প্রতীকার না হয়, তবে ঐ ঔষধের স্থানে ঐ পরিমাণে [অনিলরঞ্জন] নামক আরক সেবন করাণ অত্যাবশ্যক। ঐ দুই প্রকার কাশের সহিত জ্বর থাকিলে [হরিচরণামৃত, ও রাধিকাচরণামৃত] আরক রীত্যনুসারে সেবন করাইয়া জ্বরের উপশম হইলে প্রাগুক্ত নিয়মানুসারে কাশের চিকিৎসা করিতে হইবেক।

পথ্য।—এরারুট, সাগু, পাঁউরুটী, অন্ন, পলতার যুষ, মুক্তার যুষ, শকুজ মৎস্যের যুষ, মুগেরদাল, পাতিনেবু, কাগজিনেবু, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয় তাহার পথ্য প্রদান করিবে. নাড়ী স্থির থাকিলে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, সেবনে নিষেধ নাই।

মেহরোগের উৎপত্তির বিবরণ।

শৈরিক শোণিত সংশোধিত হইলে তদীয় অসারাংশ চক্ষু, কর্ণ, ও নাসিকার মলরূপে বিনির্গত হয়, এবং সারাংশ বজ্রা নাম্নী নাড়ীতে অবস্থিত হইয়া শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে, ঐ শুক্রকে সচরাচর ধাতু কহে, ঐ শুক্র বজ্রনাড়ী হইতে ঐ নাড়ী সম্বন্ধীয় সহস্র ২ শাখা উপশাখায় পরিচালিত হইয়া দেহের সামর্থ্য, ও পুষ্টি প্রদান করে ঐ বজ্রানাড়ীর মূলে অর্থাৎ অণ্ডদ্বয়ে শুক্রের সংস্থান, প্রথমতঃ গাঢ়, ঊর্দ্ধে ক্রমশঃ তরল ভাবে থাকে, শুক্র ঘৃতের ন্যায়, ও উষ্ণপ্রকৃতি। শৈত্য সংযোগে গাঢ়, ও উষ্ণতা সংযোগে তরল হয়. যে ব্যক্তির শুক্র গাঢ় থাকে সে ব্যক্তি বলিষ্ঠ, ও আলস্যহীন হয়, এবং তাহার দেহে লাবণ্য, মনে স্ফূর্ত্তি জন্মায়, এবং যে ব্যক্তির শুক্র তরল হয়, তাহার মনের চাঞ্চল্য, দেহের দৌর্ব্বল্য, আলস্যের প্রাবল্য জন্মে, গাঢ় শুক্রে যে সন্তান উৎপন্ন হয় সেই সন্তান বলবান্ হয় ও তাহার শরীর সর্ব্বদা সুস্থ থাকে, এবং তরল শুক্রে সন্তান উৎপন্ন হইলে হীনবল ও ক্ষীণতনু এবং সর্ব্বদাই অসুস্থ হইয়া থাকে, স্ত্রী সহবাসে প্রথমতঃ শুক্রাধার শিরার অগ্রভাগ হইতে গাঢ় শুক্র নির্গত হয়, ঐ গাঢ় শুক্র তরল শুক্রের অবরোধক স্বরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং গাঢ় শুক্র থাকিতে তরল শুক্র

নিঃসৃত হইতে পারে না, অপরিমিত স্ত্রীসংসর্গে, বা প্রকারান্তরে গাঢ় শুক্র সমুদয় নিঃসৃত হইলে তরল শুক্রের অবরোধ থাকে না, সুতরাং তরল শুক্র অবাধে নিরন্তর নির্গত হইতে থাকে, তাহাকেই মেহ রোগ কহে, যদবধি ঐ তরল শুক্রের গাঢ়ত্ব না হয়, সে পর্য্যন্ত এই রোগের শান্তি হওয়া সম্ভাবিত নহে।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

সময়াতীত কালে স্নান ভোজন, দিবারাত্রি অনশন, অনিয়মিত রাত্রি জাগরণ, অধিক রৌদ্র সেবন, মাদক দ্রব্য ভক্ষণ, ইত্যাদি নানা প্রকার কঠোরতা দ্বারা যদ্যপি বজ্রানাড়ীতে উষ্ণত্ব প্রবিষ্ট হইয়া অবরোধক স্বরূপ গাঢ় শুক্রকে তরল করে, তবে তাহাতেও মেহরোগ উৎপন্ন হইতে পারে, যদবধি বজ্রা নাড়ীর উষ্ণতা দুরীভুত হইয়া তরল শুক্রের গাঢ়ত্ব না জন্মায় সে পর্য্যন্ত আরোগ্য হওয়া দুষ্কর।

এইক্ষণে বক্তব্য এই যে কি রূপে শৈত্যের সংযোগ হইয়া শুক্র গাঢ় থাকে, এবং কি প্রকারেই বা উষ্ণতার যোগ হইয়া শুক্রকে তরল করে।

পিত্তের উষ্ণত্ব না থাকিলে হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ থাকে, ঐ স্নিগ্ধ আভা ক্রমশঃ বজ্রানাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুক্রকে গাঢ় করে, সেই সময়ে বুদ্ধির স্থিরতা, বাক্যের ধীরতা, চক্ষের শীলতা বৃদ্ধি পায়, এই রূপে প্রকৃতি শীতল হইলে, "ভাষান্তরে ঠাণ্ডা মেজাজ্ কহিয়া থাকে"।

পিত্ত উত্তপ্ত হইলে সর্ব্ব শরীর উষ্ণ থাকে, ঐ উষ্ণ আভা ক্রমশঃ বজ্রানাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং মাদক দ্রব্য সেবনে

তাহার উষ্ণতা তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া বজ্রানাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্দ্বারা শুক্র তরল হইয়া মনের অস্থিরতা, জ্ঞানের অধীরতা, বাক্যের চাঞ্চল্য, চক্ষের প্রাবল্য জন্মায়, এই রূপে প্রকৃতি উষ্ণ হইলে, ভাষান্তরে গরম মেজাজ্ বলিয়া থাকে। কিন্তু অধিক মাদক দ্রব্য সেবনে কিম্বা বিকারাবস্থায় অত্যন্ত কঠোর ক্রিয়া ব্যবহৃত হইলে মস্তক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, ঐ উষ্ণতা বজ্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুক্রকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তাহাতে প্রলাপ উচ্চারিত হয়। প্রলাপবাদিদিগের মস্তকে জল ঢালা রীতি অদ্যাপি অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে, যে হেতু ঐ জলের দ্বারা মস্তক শীতল হইলে প্রলাপ উচ্চারণের অনেক লাঘব হয়।

তৃতীয় প্রকরণ।

শরীরের মধ্যে যে কোন স্থানে অগ্নিরতাপ কিম্বা উষ্ণদ্রব্য অথবা কোন তীব্রগুণ বিশিষ্ট বস্তু বা আভ্যন্তরিক উষ্ণতা সংলগ্ন হয়, সেই, স্থান অবিলম্বে ক্ষত হইবে সন্দেহ নাই, লিঙ্গমূলের কোমল অস্থি যে অস্থির সহিত সংযোজিত আছে, অপরিমিত পরিশ্রমের সহিত অনিয়মিত স্ত্রীসঙ্গ করিলে ঐ উভয় অস্থিতে বারম্বার আঘাত ও ঘর্ষণ হইয়া সেই রূপ উষ্ণতা জন্মে, যেমন দুইটী কাষ্ঠের দণ্ড কিম্বা দুই খানি প্রস্তর খণ্ড অথবা গায়২ কিম্বা পায়২ পরস্পরের সহিত পুনঃ২ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণতা জন্মিয়া থাকে, বিশেষতঃ অধিক পরিশ্রমের সহিত অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসও সর্ব্ব শরীরকে উত্তপ্ত করে, এবং অবলা রজস্বলা হইলে রজের নিঃসরণ কাল তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর স্ত্রীত্ব উত্তপ্ত থাকে, তত্তৎ সময়ের মধ্যে ঐ সিমন্তিনীকে সম্ভোগ করিলে

তাহার স্ত্রীঅঙ্গগত রক্তের উষ্ণত্ব পুংস্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং কোন সময়ে কুপিত পিত্তের উষ্ণতাও লিঙ্গাভ্যন্তরে পঁহুছিয়া থাকে, এই সকল কারণের মধ্যে, যে কোন কারণে হউক পুংস্ত্বের মূল স্থান কিম্বা তাহার অভ্যন্তরের কোন স্থান হাজিয়া অথবা ক্ষত হইয়া বেদনা উপস্থিত হয় তাহা অঙ্গুলি দ্বারা টিপীয়া দেখিলে অনায়াসে বোধ হইতে পারে, এবং অধিক বেদনা হইলে টিপীয়া দেখিবারও আবশ্যক রাখে না, ঐ হাজা বা ক্ষত স্থান সম্ভূত রস ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ পূঁজেরন্যায় নির্গত হইতে থাকে, ইহাকেও এক প্রকার মেহ রোগ কহে, কিন্তু ভাষান্তরে এই রোগকে "সোজাক" বলে এবং এই রোগকে অতি নিকৃষ্ট রোগ মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে, যে হেতু এই রোগে শরীরের অধিক হানি সম্ভাবনা। ঐ ক্ষত স্থান উদ্ভূত পূঁজ গাঢ় হইলে অনায়াসে বহির্গত হয় না, বরং পুংস্ত্বের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইলে প্রস্রাবের বাধক হয়, সুতরাং প্রস্রাব সরল ভাবে বিনিঃসৃত হইতে পারে না, তাহাতে বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হয়, বিশেষতঃ উষ্ণ মূত্র ক্ষত স্থানে সংলগ্ন হইলে অত্যন্ত জ্বালা করে, ক্রমশঃ ঐ ক্ষত ঘা উর্দ্ধদিগে বৃদ্ধি হইয়া উদর মধ্যে জ্বালা ও অন্য যাতনারও বৃদ্ধি করিতে পারে, এই রোগ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইলে জ্বর, শিরঃপীড়া, বাত, সন্ধিস্থানে বেদনা, অপরাহ্ণে শরীরের অবসন্নতা উপস্থিত করিয়া থাকে, পরিশেষে পুরুষত্ব হানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব অধিক উষ্ণক্রিয়া, অপরিমিত স্ত্রীসঙ্গ, অনিয়মিত মাদক দ্রব্য সেবন, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার মেহ রোগেরই প্রধান কারণ।

চতুর্থ প্রকরণ।

স্ত্রীলোকের ধাতুর বিকার জন্মিলে যে মেহ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে প্রদররোগ কহে। এই রোগে জরায়ু * দোষী হয়, ও তাহার অভ্যন্তর হাজিয়া যায়, তদ্গত ক্লেদ সন্তানবহ নাড়ী দ্বারা পুঁজ রূপে নির্গত হইয়া থাকে, এজন্য ঐ রোগ সত্ত্বে সন্তান জন্মে না। যেহেতু জরায়ুর মধ্যে শুক্রের অবরোধ না হইলে সন্তান উৎপন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে।

কোন প্রাণীর ক্ষতস্থানের পুঁজ, অন্য কোন ব্যক্তির শরীরের ক্ষত স্থানে সংলগ্ন হইলে তাহারও সেই স্থান বা অঙ্গের অন্যকোন স্থান যাদৃশ ক্ষত হইয়া থাকে, প্রদররোগভ্রান্ত স্ত্রীর সহবাসে পুংস্ত্বের অগ্রভাগ তাদৃশ ক্ষত হইয়া ঐ ঘা ক্রমশঃ লিঙ্গাভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়, এবং কিছুকাল গত হইলে ঐ ঘা উত্তরোত্তর লিঙ্গ মূলের ঊর্দ্ধে গমন করে, এই রোগে উদরের জ্বলা, সন্ধি স্থানে বেদনা, অপরাহ্নে জ্বরভাব প্রভৃতি নানা উপসর্গ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সোজাক রোগ বলে।

মতান্তরে কহে, যেসকল কান্তা প্রদর রোগাক্রান্তা হয়, তাহাদের সংসর্গ ব্যতিরেকে এই সোজাক রোগের কখনই উৎপত্তি হয় না॥

এই রোগের শান্তিকাল পর্য্যন্ত স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ. যেহেতু ক্ষতস্থান, স্ত্রীসঙ্গ কর্ত্তৃক আহত হইলে তাহার বৃদ্ধি হয় এবং

---

* জরায়ু (জনলাধার) অর্থাৎ যে আধারে সন্তানোৎপত্তি হয় তাহাকেই জরায়ু কহে॥

এই রোগাক্রান্ত পুরুষ, যে অঙ্গনাকে আলিঙ্গন প্রদান করে, তাহারও এই রোগ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ প্রস্রাবের দ্বার দিয়া শোণিতও নিঃসৃত হইতে পারে। অধিকন্তু ঐ আলিঙ্গনে সন্তানোৎপত্তি হইলে সেই সন্তান চিররোগী ও দুর্ব্বল হয় সন্দেহ নাই। অতএব যদবধি এই রোগের শান্তি না হয়, তদবধি স্ত্রী সংসর্গ এক কালেই বর্জ্জন করা বিধেয়।

মেহ রোগ কি রূপে নিবৃত্তি পায় তাহার সদুপায়।

আরোগ্য বিষয়ে যুক্তি।—শুক্রের তরলতাই মেহ রোগের নিদান, অতএব ঐ শুক্র যাহাতে গাঢ় হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রকৃতি।—জ্বরের উৎপাদক, জঠরানলের মান্দ্য কারক, সামর্থ্য হারক, ইত্যাদি, এই রোগ মারাত্মক নহে, ব্যাপক কাল অবস্থান করিলে শরীরকে শীর্ণ, ও বুদ্ধি বৃত্তির ন্যূনতা করে।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ যে কোন বিরেচক ঔষধ দ্বারা রেচন কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা মল ও মূত্রের শুদ্ধি করণানন্তর, বেলা এক প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রতি প্রহরে এক ছটাক পরিমাণে [কমলাকর] এবং শুক্রের গাঢ়ত্ব জন্য বেলা চারিদণ্ডের পর ও সন্ধ্যার চারিদণ্ড পূর্ব্বে [দ্বারকানাথ] ঔষধ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য, এই রূপ ব্যবহারে, দুই সপ্তাহের অন্যূন ও দুই পক্ষের অনধিক কালের মধ্যে শুক্র গাঢ় হইয়া তরল শুক্রের নিঃসরণ স্থগিত করিতে পারে। এই চিকিৎসা কালের

মধ্যে কোন সময়ে, মল ও মূত্রের ক্রুরতা না জন্মায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যাবশ্যক।

পথ্য।—পুষ্টিকর দ্রব্য সকলের মধ্যে যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয় তাহারই পথ্য দেওয়া ব্যবস্থেয়।

দ্বিতীয় প্রকার মেহরোগ, যাহাকে ভাষান্তরে সোজাক বলিয়া থাকে তাহা কিরূপে নিবৃত্তি পায় তাহার সদুপায় ॥

আরোগ্য বিসয়ে যুক্তি।—ধমনীর মধ্যে উষ্ণতার প্রবেশ, রজস্বলা অবলার সংসর্গ, কিম্বা প্রদররোগাধ্রাতা রমণীর সহ হাস ইত্যাদি কোন কারণে মূত্রদ্বার ক্ষত হইবাতে ঈষৎ হরিদ্রাক্ত পুঁজের নিঃসরণ ও তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ গ্লানি প্রকাশমান হইয়াছে, অতএব উক্ত স্থান যাহাতে সহজভাব প্রাপ্ত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য যে হেতু ক্ষত স্থানের উপশম হইলেই সমুদয় গ্লানির হ্রাস হইতে পারে।

ব্যাধির প্রকৃতি।—সামর্থ্য হারক, বিবিধ রোগের উৎপাদক, পুরুষত্বের শক্তি নাশক ইত্যাদি। এ রোগ হঠাৎ মারাত্মক নহে, ব্যাপক কালে প্রবল হইয়া অন্য২ রোগের উৎপাদন পুরঃসর দেহকে শীর্ণ করিয়া প্রাণের বৈরী হইতে পারে।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ মল ও মূত্রের শুদ্ধি করাণ অত্যাবশ্যক, তদনন্তর প্রাতঃকালে ও বৈকালে [কন্দর্পচূর্ণ] ঔষধ দুই রতি পরিমাণে এক ছটাক বা দুই ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ জলের পিচকারি মূত্র দ্বারে দেওয়া বিধেয়, পরে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় শুক্রের গাঢ়তা ও মূত্রের সরলতা জন্য [দ্বারকানাথ]

ঔষধ, প্রত্যেক বারে তিন মাসা পরিমাণে জলের সহিত সেবন কর্ত্তব্য, দিবা ভাগে প্রতি প্রহরে [অভ্রচূর্ণ] পরিমাণ ১ মাষা এক ছটাক বা অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত সেব্য. এই রোগ ব্যাপককাল অবস্থান করিলে পুরুষত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা। যদ্যপি কাহার পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তবে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একরতি পরিমাণে [প্রকৃতিরঞ্জন] ঔষধ দুগ্ধের সরের মধ্যে রাখিয়া সেবন করিলে অত্যল্প দিবসে পুরুষত্বের পক্ষে উপকার দর্শিতে পারে।

পথ্য।—অন্নাদির অতিরিক্ত, নবনীত, দাড়িম্বরস প্রভৃতি স্নিগ্ধ প্রকৃতি অথচ তেজস্কর দ্রব্য সকলের মধ্যে যাহা যুক্তি সিদ্ধ হয় তাহারই পথ্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

রোগ নিরূপণের উপায়ান্তর।

অনেকানেক জ্বর ও বিকার প্রভৃতি রোগ এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে তাহাদের লক্ষণ সকল গ্রন্থোক্ত লক্ষণের সহিত কোন মতেই ঐক্য হয় না, বরং বিপরীত চিহ্ন সকল লক্ষিত হয়, এমত স্থানে রোগের নিরূপণ করণে ত্রুটি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা. অতএব সন্দেহ স্থলে রোগীর মূত্রপরীক্ষা করিলেই বাতজ, পিত্তজ, কফজ, যে কোন রোগ হউক, অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে যেহেতু মূত্রের কৃত্রিম হইবার সম্ভাবনা নাই. পরে যে কোন রোগ স্থিরীকৃত হয় তদ্দোষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইলে অবশ্য রোগের শান্তি হইতে পারে।

আহার নিদ্রাদির নিয়ম।

নিয়মিত কালে পরিমিত আহার নিদ্রা শরীরের স্বাস্থ্যদায়ক, তাহার বিপরীত আচরণ দেহের অনিষ্টকর হয়, অতএব কোন

কালকে নিয়মিত কাল এবং কি প্রকার আহার নিদ্রাকে পরিমিত আহার নিদ্রা বলা যায় তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক হইল। সূর্য্যের উদয় কালাবধি পুনরুদয় কালপর্য্যন্ত অষ্ট প্রহর, মানব জাতির নিত্য ক্রিয়াদি সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য ঐ অষ্ট প্রহর কালের নানাবিধ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল ইত্যাদি (কিন্তু কাল এক মাত্র বস্তু, নিত্য, মুক্ত, অনাদি, অনন্ত, ইত্যাদি নাম প্রসিদ্ধ) ঐ অষ্ট প্রহরের মধ্যে প্রাতঃকাল হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত, ও সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত দৈহিক, বৈদিক ও আহারাদি কার্য্য এবং বেলা এক প্রহরের পর চতুর্থ প্রহর পর্য্যন্ত বৈষয়িক ক্রিয়া, রাত্রি এক প্রহর হইতে চতুর্থ প্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রাকার্য্য সমাধা করিলেই নিয়মিত কালে কার্য্য করা হয়, চারি প্রহর অন্তর আহার করিলে সেই আহার প্রকৃষ্টরূপে পরিপাক হইয়া সামর্থ্যের উৎপত্তি করে এবিধায় বেলা এক প্রহর ও রাত্রি এক প্রহর আহারের কাল নির্দ্ধারিত করাই বিধেয়, যে হেতু তাহাতে প্রতি চারি প্রহরে আহার করা হয় এবং নিদ্রাকালের ও অনাটন হয় না, ইহার অন্যথা করিলেই অনিয়ম হইয়া পড়ে।

যে পরিমাণে আহার করিলে চারি প্রহরের মধ্যে পরিপাক হয় পুনর্ব্বার যদি সেই পরিমাণে আহার করা যায় তাহাকেই পরিমিত আহার কহে।

তৃতীয় অধ্যায় ।

রোগ সমস্ত কি কারণে স্থায়ী থাকে তাহার বিবরণ ॥

রোগের উপস্থিতি সময়ে, যথা যোগ্য চিকিৎসা, উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা এবং যথা বিধি পথ্য বিধানের দ্বারা তৎক্ষণাৎ ঐ রোগের শান্তি করাই কর্ত্তব্য. কিন্তু বিপরীত চিকিৎসা হইলে অথবা তদ্দূরীকরণে আলস্য বা অবহেলা প্রকাশ করিলে ঐ রোগ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ী হয়, তখন তাহার দমন বিষয়ে স্বতঃ পরতঃ শতং সদুপায় করিলেও কোন ফলোদয় হয় না। যেমন কোন বৃক্ষ, যখন বীজ হইতে অঙ্কুরিত হয়. সেই সময়ে কোন এক দুর্ব্বল ব্যক্তির অল্পবল দ্বারা ঐ বৃক্ষ অনায়াসে সমূলে উন্মূলিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছুকাল অতীত হইলে যখন ঐ বৃক্ষ বদ্ধমূল হইয়া মৃত্তিকার আশ্রয় ধারণ পূর্ব্বক গাঢ়তররূপে দৃঢ়তর হয়, তখন বিক্রম শালী ব্যক্তিগণের সমুদায় পরাক্রম একত্র করিলেও ঐ বৃক্ষের সমূলে উন্মূলিত হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে; রোগেরও প্রকৃতি অবিকল সেই রূপ।

ইন্দ্রিয়বর্গ কিরূপে বহুকাল সবল থাকে ও কি কারণেই বা অল্প কালের মধ্যে দুর্ব্বল হয় তাহার বিবরণ ॥

বলবান্ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়দলকে সবল, ও দুর্ব্বল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়দলকে দুর্ব্বল দেখা যায়। এই কারণেই ইন্দ্রিয়বর্গ যে সামর্থ্যাধীন, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

দেহের মধ্যে ধমনী, শিরা, নাড়ী, ও স্নায়ু প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র ও যন্ত্র আছে, যদি তন্মধ্যে শোণিত বেগে পরিচালিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়বর্গ নিয়মানুসারে অবিরত স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে ঐ অস্ত্র ও যন্ত্র সকল সবল ও নির্ম্মল থাকে, তদ্দ্বারা আহারের বৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি, ও ইন্দ্রিয়বর্গের সামর্থ্য হয়, শোণিতের উৎপত্তি অল্প হইলে তাহার গমনাগমনও অতি ধীর ভাবে হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গের ধমনী প্রভৃতি যন্ত্রে ও তৎসম্বন্ধীয় শাখা উপশাখায় সম্পূর্ণরূপে শোণিতের চালনা হইবার অনাটন হয়, তাহাতে শিরা, ধমনী ও মাংসপেশী সমস্ত লুলিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তাহাতে দৈহিক কার্য্য সমূহ সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়বৃন্দ দুর্ব্বল হয়, এই বিষয়ে একটী সামান্য উদাহরণ লিখিত হইতেছে, যেমন জল প্রণালী অর্থাৎ নহর, তন্মধ্যে অতি বেগে জলের গমনাগমন ক্রমাগত হইলে তাহাতে নহরের মধ্যে কোন মল বা তৃণাদি স্থিতি করিতে পারেনা, সুতরাং তাহার অভ্যন্তর অতি সুনির্ম্মল থাকে, কিন্তু সলিলের গতি বিধি অল্প হইলে ঐ নহরের অভ্যন্তর ক্রমশঃ অপরিষ্কৃত, ও মলযুক্ত হইয়া পড়িলে পরিশেষে জলের চালনা অধিক হইলেও গতায়াতের সুবিধা হয় না, সেই রূপ দেহস্থ পরিবাহ অর্থাৎ মোহানা সকলের মধ্যে শোণিতের চালনা অধিক থাকিলে যন্ত্র সকলও সবল ও নির্ম্মল থাকে, ও অল্প হইলে মলযুক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহাতে ইন্দ্রিয় নিকরের সামর্থ্যের অনেক হানি হয়।

অন্যচ্চ।—ব্যায়াম অর্থাৎ কুস্তি করিলে দেহ যে বলাধান হয় তাহার তাৎপর্য্য এই, ঐ কুস্তির বিষয়ে যে সকল নিয়ম নিয়মিত আছে, তৎ সমুদায় আচরিত হইলে শরীরস্থ ধমনী নাড়ী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি যন্ত্র সমূহে টান্ পড়ে, সুতরাং

তাহারা সটান্ হয়, যদ্যপি কোন কারণ বশতঃ কোন শিরা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তাহাও সেই সময়ে সটান হইয়া সবল হয়, এবং অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া শোণিতের অপকৃষ্টাংশ বহির্গত করে, এবং নিশ্বাসের গ্রহণ ও রেচন অধিক হইলে শোণিত সমস্ত সংশোধিত হয়, এই রূপে অগ্নি প্রবল হইয়া আহারের বৃদ্ধি করে, তদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে শোণিতের উৎপত্তি হয়, এবং সমুদায় যন্ত্রের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ বলাধান হয়।

ইন্দ্রিয় বর্গের প্রকৃতি। তেজস্কর দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া ইন্দ্রিয় দিগকে স্বীয়২ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে তাহারা সবল থাকে, ও বিশ্রাম করিতে দিলেই দুর্ব্বল হয়, দেখ, স্বর্ণকার প্রভৃতি ব্যক্তিরা, সতত উপবিষ্ট হইয়া হস্তের দ্বারা কার্য্য করে, তাহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় পাণি যেমন সবল থাকে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাদৃশ থাকে না। ডাক হরকরা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের গমনাগমন করাই প্রধান কার্য্য, তাহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা পাদেন্দ্রিয় সমধিক সবল থাকে, এই রূপ বিধানে সমুদায় ইন্দ্রিয় কার্য্য দ্বারা সবল হয়। যাহারা ইন্দ্রিয় দলকে দুর্ব্বল করিবার মানস করে, তাহারা সর্ব্ব ত্যাগী হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্ হয়। আর যাহারা ইন্দ্রিয় চয়কে সবল করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে উত্তমং তেজস্কর বস্তু ভোজন করিয়া ইন্দ্রিয় বর্গকে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত রাখে, তাহা হইলেই তাহারা অধিক কাল সবল থাকিতে পারে, অনাহারের ত্রুটি বা ইন্দ্রিয় দিগকে অধিক বিশ্রাম প্রদান করিলে অল্প কালের মধ্যেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ফলতঃ ইন্দ্রিয় দলকে সবল রাখা, কিম্বা দুর্ব্বল করা, উভয়ই বহু পরিশ্রম সাধ্য।

প্রাণ প্রয়াণের প্রাক্‌কালে কি কারণে শ্বাসের উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ।

শরীরস্থ শিরা ও নাড়ী, সকলই সচ্ছিদ্র, অথচ অবরুদ্ধ. কোন ফাঁপাল নলের এক দিকের রন্ধ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ঐ দৃষ্টি ঐ নলের অপর দিকের রন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, দেহস্থ নল সমস্ত তাদৃশ নহে। যেমন গলনলী, গলার মধ্যে জল ঢালিয়া দিলে সে জল সহসা উদরস্থ হইতে পারে না, তাহার কারণ এই, কোন দ্রব্য গিলিবার সময় একটা বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয় তদ্দ্বারা ঢোক গেলা যায়, যখন সেই শক্তি সাহায্য করে তখন গলনলীর রন্ধ্র প্রকাশ পায়, তন্মধ্য দিয়া তরল দ্রব্যেরও অনায়াসে গলাধঃকরণ হয়, তদন্যথায় গলনলীর ছিদ্র রুদ্ধ থাকে, সেই রূপ দেহস্থ নাড়ী সকল, যাহাদের মধ্যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে নিশ্বাস বায়ুর গমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত শক্তি সহকারে নাড়ী সকলের ছিদ্র প্রকাশ পায় তন্মধ্যে বায়ু অনায়াসে গমন করিতে পারে এবং ঐ বায়ুর প্রত্যাগমন করিলেই ঐ ছিদ্র সকল অবরুদ্ধ হয়, এই রূপে নিশ্বাসের সহকারে বাহ্য বায়ু অনায়াসে দেহস্থ সর্ব্ব শিরায় অবিশ্রান্ত গমনাগমন করিতেছে কিন্তু শরীরস্থ প্রাণ বায়ুর বহির্গমনের সময় ও পথাভাব, যেহেতু নিশ্বাস বায়ু প্রত্যাগমন হইবা মাত্রেই নাড়ী সকল সঙ্কুচিত হইয়া প্রাণাদিকে রক্ষা করে, যেমন কুক্ষিস্থ জনিত বায়ু মলদ্বার দ্বারা নির্গত হইবার সময়ে অপান বায়ুর নিঃসরণ হয় না, সেই রূপ নিশ্বাস বায়ুর নিঃসরণ কালে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর নিঃসরণ স্থগিত থাকে, এবম্প্রকারে দৈহিক কার্য্যের তদবধি নির্ব্বাহ হয়, যাবৎ

নাড়ী সকল সবল থাকে, যখন নাড়ী সকল শক্তিহীন হয়, তখন বায়ু সকল স্বাধীনতার সহিত বহির্গমন করিতে পারে।

প্রাণপ্রয়াণের প্রাক্‌কালে নাড়ী ও শিরা সমস্ত এক কালে শক্তিহীন ও শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং বায়ুকে রক্ষা করিতে কোন মতেই সমর্থ হয় না। তখন বায়ু সকল বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বায়্বাধারে উপস্থিত হইতে থাকে, এবং যে পরিমাণে উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণে বায়ুর অংশ বৃদ্ধি হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের বেগ স্বভাব অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তাহাকেই শ্বাস কহে, ঐ শ্বাস মৃত্যুর নিদর্শন। যেহেতু মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঐ শ্বাসাবলম্বনে ক্রমশঃ সমুদায় বায়ুর নিঃসরণ হইলে পর, দেহান্তর্গত ভূত সমূহ দেহ কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকেই মৃত্যু কহে অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণাদি বায়ুর যে বিচ্ছেদ, তাহারই নাম মৃত্যু। ঐ শ্বাসের আরম্ভ কালে প্রথমতঃ অপান বায়ুর উৎক্রমণ হয়, কিন্তু যখন অপান বায়ুর কিয়দংশের উৎক্রমণ হয় তখনও চিকিৎসা কর্ত্তব্য, যদ্যপি কোন বীর্য্যবান্ ঔষধ দ্বারা শিরা সকলের সঙ্কোচ হয়, তবে ঐ বায়ুর উৎক্রমণ রহিত হইতে পারে, ঐ বায়ুর সমুদায় অংশ স্বস্থান ত্যাগ করিলে জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই, এই নিমিত্ত অদ্যাপি পরিণামে বিষাক্ত ঔষধ সেবন করান প্রথা প্রচলিত আছে অর্থাৎ বিষাক্ত ঔষধের উগ্রশক্তি দ্বারা যদ্যপি শিরা সমস্ত সবল হইয়া প্রাণাদি বায়ুর অবরোধক হয় তাহা হইলে রোগির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ভিন্ন, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় নামক অপর পঞ্চবায়ুও দেহ মধ্যে অবস্থান করে, তাহাদের প্রত্যেকের গুণ লিখিত হইলে গ্রন্থের বাহুল্য হয়, এবিধায় তদ্বর্ণনে নিরস্ত হইলাম।

এই অসামান্য দেহ যন্ত্রের একটী সামান্য উদাহরণ লিখিত হইতেছে।—যেমন বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ বেলুন যন্ত্র, তন্মধ্যস্থ বায়ুর নিঃসরণের পথ অবরুদ্ধ থাকিলে ঐ যন্ত্র স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, কিন্তু কোন কারণে যদ্যপি ঐ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ যন্ত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেই রূপ দেহযন্ত্রের পরিচালন বিষয়ে বায়ুই প্রধান কারণ, দেহস্থ ধমনী, বন্ধনী, পেশী, ও স্নায়ু প্রভৃতি যন্ত্র সমুদায় কেবল বায়ুর রক্ষণের নিমিত্ত নিয়োজিত রহিয়াছে, বায়ুকে সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করিতে পারিলেই দেহ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত হয়, অতএব নাড়ী ও শিরা সমস্ত যাহাতে সবল থাকে, কোন প্রকারে শিথিল না হয়, তাহার সদুপায় প্রাণপণে করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু শিরা সকল সবল থাকিলে কদাচিৎ বায়ুর নিঃসরণ হয়, তদ্ভিন্ন দেহ রক্ষার বিষয়ে অন্য সদুপায়ের অন্বেষণ করা শ্রম ও ভ্রম মাত্র।

মতান্তরে।— চরমকালে দেহস্থ নাড়ী ও শিরা প্রভৃতি যন্ত্র সকল শক্তিহীন হইয়া স্বকার্য্য সাধনে অবসন্ন হয়, তত্তৎ সময়ে যে সমস্ত বিকৃত শোণিত বায়ুাধারে প্রস্তুত থাকে তাহাদের সংশোধন করিয়া রীত্যনুসারে আর তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে পারে না সুতরাং নাড়ীর ও স্পন্দন রহিত হয় এবং সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণরূপে শীতলতার আবির্ভাব হয়, তখন ঐ বিকৃত শোণিত কফরূপে পরিণত হইয়া নাড়ী ও শিরার ছিদ্র সকলকে অবরুদ্ধ করে, তন্মধ্যে প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এই নিমিত্তে প্রশ্বাস বায়ু অল্প দূর, অর্থাৎ ফুক্‌ফুসি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিশ্বাসরূপে বহির্গত হয়, সুতরাং স্বাভাবিক বেগ অপেক্ষা নিশ্বাসের বেগ ঘন হয় তাহাকেই শ্বাস কহে। ঐ রূপ দ্বারা ক্রমশঃ শ্বাস যন্ত্র হতশক্তি হইলে শ্বাসের ও চালনা রহিত হয় তাহাকেই মৃত্যু কহে, এই রূপ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

রোগের নির্ণয় বিষয়ে চক্ষু, জিহ্বা, মূত্র পরীক্ষার প্রকরণ সকল জ্বরের উৎপত্তির হেতু বর্ণনের প্রারম্ভে একখানি পত্রে কতকগুলি ঘর অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উত্তম রূপে পরীক্ষা হইতে পারে, পুনুরায় তাহার বর্ণন অনাবশ্যক, কিন্তু নাড়ী পরীক্ষার প্রকরণ সকল প্রকাশিত হয় নাই অতএব তদ্বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে।

নাড়ী তিন প্রকার, তাহাদের নাম, ধমনী, শিরা, ও নাড়ী, এই তিনের দ্বারা ত্রিবিধ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, যথা, যাহার দ্বারা শোণিত প্রবাহিত হয় তাহাকে ধমনী বলে। যাহার দ্বারা রক্ত আবাহিত হয় তাহাকে শিরা কহে। যাহার দ্বারা রক্তের গতি ও শরীরের অন্যং ভাব অনুভূত হয় তাহাকে নাড়ী কহে. ঐ নাড়ী অবিশ্রাম স্পন্দন করে। এইক্ষণে জ্ঞাত-হওয়া কর্ত্তব্য, যে কি প্রকারে নাড়ীর স্পন্দন হয়।

দেহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থে বায়ুাধার একমাত্র মূল যন্ত্র, তাহাকে শ্বাসযন্ত্র কহে, ঐ শ্বাসযন্ত্রের শক্তি সহকারে শোণিত সমস্ত পিচকারীর ধারার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে গমন করে, যতবার শোণিতের চালনা হয়, তাহার বেগে নাড়ীরও ততবার স্পন্দন হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রসম্মত পলক, পল, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, প্রহর ইত্যাদি সময়ের নিরূপক কোন যন্ত্র এই-ক্ষণে প্রচলিত নাই সুতরাং ইংরাজী ঘড়ীতে সময়ের নাম সেকেন, মিনিট, ঘণ্টা প্রভৃতি যে সকল উক্ত আছে তাহাই উচ্চারণ পূর্ব্বক লিখিতে হইল।

দেহমধ্যে প্রতি মিনিটে সহজাবস্থায় ও অবস্থা বিশেষে যে পরিমাণে শোণিতের চালনা হওয়া সম্ভব তাহার বৃত্তান্ত॥

বৃদ্ধাবস্থায় ৫৫ বার হইতে ৬৫ বার পর্য্যন্ত, যৌবনাবস্থায় ৬৫ বার হইতে ৮০ বার পর্য্যন্ত, বাল্যাবস্থায় ৮০ বার হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত, শোণিতের চালনা হয় নাড়ীও ঐ পরিমাণে স্পন্দন করে।

বালকের শরীরে প্রতি মিনিটে ঐ শোণিত ১০০ বার চালিত হইলে প্রতি ঘণ্টায় ৬০০০ বার ও দিবারাত্রে ১৪৪০০০ বার রক্তের চালনা হয়, এবং ঐ ১৪৪০০০ বার নাড়ীও স্পন্দন করে এই রূপে যুবা ও স্থবিরদিগেরও শোণিতের চালনানুসারে নাড়ীরও স্পন্দন হইয়া থাকে। শোণিতের চালনা স্থগিত হইলে নাড়ীর ও স্পন্দন রহিত হয়।

বিশ্বনিয়ন্তার কিবা বিশ্ববিধান কৌশল, এই শোণিতের পরিচালনা বিষয়ে যদ্যপি আলস্যাধীন জীবের প্রতি ভারার্পণ করিতেন, তাহা হইলে ক্ষণমাত্র কেহই জীবিত থাকিতে পারিত না, যেহেতু ঈদৃশ দুর্ব্বহ ভারবহনে কে সমর্থ হইত? এজন্য সেই ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থে বিশ্রাম বিরহিত নিশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়োজিত করিয়া নিযত পরিশ্রমে সক্ষম করিয়াছেন।

শোণিতের প্রকৃতি।

উষ্ণ হইলে অস্থির হইয়া শ্বাস সহকারে পুনঃ২ প্রবাহিত হয়, শীতল হইলে মৃদুভাবে গতায়াত করে।

উষ্ণতার সীমা পর্য্যন্ত উষ্ণ হইলে সহজাবস্থায় যে পরিমাণে শোণিতের চালনা হয়, তদপেক্ষা দ্বিগুণ হইতে পারে, অর্থাৎ ৬০ বার স্থলে ১২০ বার চালনা হয়। ততোধিক হইলে দেহ বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়। এবং শীতলতার সীমা পর্য্যন্ত শীতল হইলে, সহজাবস্থায় যতবার গত হয় তাহার অর্দ্ধেক ন্যুন হয়, অর্থাৎ ৬০ বার স্থলে ৩০ বার হয়। তদপেক্ষা অধিক শীতল হইলে দেহস্থ যন্ত্র সমুদায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাতেও মৃত্যু হইতে পারে।

নাড়ীর প্রকৃতি।

নাড়ীর মধ্যে উষ্ণ শোণিতের চালনা হইলে ঐ নাড়ী ঘন২ স্পন্দন করে, স্বাভাবিক শোণিত প্রবাহিত হইলে সহজভাবে স্পন্দিত হয়। শীতল শোণিত পরিচালিত হইলে নাড়ীর ধীর-ভাবে স্পন্দন হয়, রক্তের দ্বারা নাড়ী পরিপূর্ণ থাকিলে পুষ্ট হয়, যে পরিমাণে রক্তহীন হয়, সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া থাকে। ফলতঃ শোণিতের গতি যে রূপ, নাড়ীরও গতি সেই রূপ, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ নাই।

যে রূপে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয় তাহার বিস্তারিত।

দেহ মধ্যে উভয় হস্ত পদাদি ও অঙ্গের অন্য২ স্থানে নাড়ীর স্পন্দন সমানভাবে হয়, ইহার মধ্যে হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিলেই স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, উত্তম জাতি বা অধম জাতি সকলের পক্ষে সর্ব্বতো ভাবে সুবিধা হয় এই কারণেই হস্তনাড়ী

পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, অধিকন্তু অস্মদ্দেশের ব্যবহারানুসারে পুরুষের দক্ষিণ হস্তের ও স্ত্রী লোকের বামহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করা যে রীতি আছে তাহাতেও কোন হানি নাই।

হস্তের অঙ্গুষ্ঠ মূলে কর সন্ধি স্থান, তাহার নিম্নভাগে প্রবহমানা নাড়ী প্রকাশ মান আছে, তাহাতে তর্জ্জনী,* মধ্যমা ও অনামিকা যোগ করিয়া দেখিলে নাড়ীর গতি অনুভূত হয়, যদিও এক অঙ্গুলি যোগেও অনুভব হইতে পারে বটে, কিন্তু নাড়ীর ক্ষয়দশায় ৩ অঙ্গুলির নিতান্তই আবশ্যক, ঐ গতি দ্বারা দেহ মধ্যে কি রূপে রক্তের চালনা হইতেছে প্রথমতঃ তাহার অনুভব করা কর্ত্তব্য, রক্তের উষ্ণত্ব থাকিলে পিত্তের প্রবলতা, রক্তের শীতলতায় কফের প্রকোপতা, রক্তের অধিক সংস্থানে নাড়ীর পুষ্টতা, রক্তের অল্পতা হইলে নাড়ীর ক্ষীণতা ইত্যাদি এবং নাড়ীর গতি দ্বারা শোণিতের উষ্ণতার ও শীতলতার কি পরিমাণে বৃদ্ধি ও কি পরিমাণে ন্যূনতা হইয়াছে তৎসমুদায় অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে।

রসস্থ জ্বর উপস্থিতি সময়ে নাড়ী স্থূল ও বেগবতী হইয়াই থাকে, ফলতঃ তাহাকে বিরুদ্ধ নাড়ী বলা যাইতে পারে না, যে হেতু রসের পরিপাক হইলে ঐ নাড়ী পুনর্ব্বার স্বীয় সহজ ভাব প্রাপ্ত হয়। বিকারাবস্থায়ে নাড়ীর যে স্থূলতা জন্মায়, তাহা তিন প্রকার, বিরুদ্ধ, অতি বিরুদ্ধ, অত্যন্ত বিরুদ্ধ, যে স্থূল নাড়ী অঙ্গুলিত্রয়ে পৃথক২ আঘাত করে অথচ পরস্পর বিরত থাকে তাহাকে বিরুদ্ধ নাড়ী কহে। যে নাড়ী অঙ্গুলিত্রয়ে একটী মাত্র যষ্টির ন্যায় আঘাত করে, অথচ মধ্যে২ বিচ্ছেদ থাকে না,

---

* অঙ্গুষ্ঠের পর যে অঙ্গুলি, তাহাকে তর্জ্জনী, তাহা পর মধ্যমা তদনন্তর অনামিকা সর্ব্ব শেষে কনিষ্ঠা, হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির এই পঞ্চ নাম॥

তাহাকে অতি বিরুদ্ধ বলা যায়। নাড়ীস্থূল অথচ কুঞ্চিত, এবং এরূপ আঘাত করে, বোধ হয়, যেন প্রত্যেক অঙ্গুলিতে দুটাং আঘাত করিতেছে. সেই নাড়ী অত্যন্ত বিরুদ্ধ।

বিকারপ্রাপ্ত স্থূল নাড়ীর তিন প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের বিস্তারিত যাহা লিখিত হইল, অস্থূল ও সূক্ষ্ম অবয়বের নাড়ীতেও সেইরূপ চিহ্ন সকল দীপ্তিমান্ হইলে ঐরূপ বোধকরা কর্ত্তব্য।

প্রাণনাশক নাড়ীর গতি।—তর্জ্জনী পর্য্যন্ত বেগে স্পন্দন করিতে২ মধ্যে২ এক একবার বিরাম করে। কখন বা ঢেউ কিম্বা জলৌকারন্যায় গতি প্রকাশ পায়। কোন সময়ে তর্জ্জনীতে নাড়ীর বল মাত্র থাকেনা। কখন বা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে অথবা ক্ষীণাবস্থায় নাড়ীর প্রবলতা জন্মে ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত নাড়ী সকল মৃত্যুনাড়ীর মধ্যে পরিগণিত হয়।

নাড়ীর ভাব যাহা বক্তব্য, তাহার কতক গুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা গেল, অপর কতকগুলি ভাব ব্যক্ত করা যায়, এমত শব্দের অভাব. অভ্যাস ও অনুভবের দ্বারা তাহার সংস্কার জন্মে. লিপি দ্বারা জ্ঞাপন করা সুসাধ্য নহে সুতরাং সে বিষয়ে নিরস্ত হইলাম।

উত্তম চিকিৎসা।

রোগীগণ অল্পকালের মধ্যে রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আরোগ্য লাভের পর যদি পুনর্ব্বার সেই রোগ কিম্বা অন্য কোন রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয় বরং ক্রমশঃ সচ্ছন্দ ও সামর্থ্যবান্ হইয়া স্বাভাবিক অবস্থার সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহাকেই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা বলা যায়।

জঘন্য চিকিৎসা।

রোগীব্যক্তিরা বহু দিবস ও বহু কষ্টের পর কিঞ্চিৎ কাল উপশম প্রাপ্ত হইয়া পরে অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় সেই রোগ এবং অন্যং রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানাবিধ কষ্ট পায়, যথা বহুদিবসের পর জ্বর হইতে অত্যল্প দিন উপশম বোধ করিয়া পুনরায় সেই জ্বর কর্তৃক আক্রান্ত হয় ও তৎ সম্বলিত ক্রমশঃ উদরাময়, শোথ, প্লীহা, যকৃৎ অথবা মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহাকেই জঘন্য চিকিৎসা কহে। এই বিষয়ে বক্তব্য এই, যে কোন কঠিন রোগের প্রথমাবস্থায় উত্তম চিকিৎসা হইলে সেই রোগ কর্তৃক অধিক কষ্ট হইতে পারেনা এবং সামান্য রোগের প্রথমাবস্থায় জঘন্য চিকিৎসা হইলে সেই রোগের দ্বারা পরে বহু ক্লেশ পাওয়া অসম্ভাবিত নহে।

চিকিৎসা প্রণালী।

প্রথমতঃ রোগীর আপাদ মস্তক দৃষ্টি করণানন্তর বিবেচনা দ্বারা তাহার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন্২ অঙ্গে স্বাভাবিক ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহার নিশ্চয় করা অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ চক্ষু, জিহ্বা, মূত্র, ইহারা কি পর্য্যন্ত বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে, পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ রোগীর শরীরের মধ্যে কোন্২ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে তৎ সমুদায় রোগীর বাচনিক অবগত হইয়া নাড়ী পরীক্ষা করা বিধেয়।

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল গ্রন্থের মর্ম্মের সহিত ঐক্য পূর্ব্বক রোগের নিরূপণ করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কি দিবা, কি রাত্রি, সকল সময়েই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে, কেবল রোগী নিদ্রিত থাকিলে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া ঔষধ সেবন করান নিষিদ্ধ।

ঔষধ সকলের নাম, শক্তি, এবং কি পরিমাণে ও কি প্রকারে তাহাদের প্রয়োগ হয় তাহার বিবরণ।

নির্য্যাস সমস্ত॥

অনিল রঞ্জন।—বায়ু ও শ্লেষ্মার ক্রূরতা হ্রাসক, হৃৎপিণ্ডের উষ্ণতা নিঃসারক, মৃদু বিরেচক। মাত্রা, ২ তোলা হইতে ৴০ এক ছটাক। কাশ ও হাঁফানিকাশ অর্থাৎ যে সকল রোগে শ্লেষ্মা ও উদান বায়ুর ক্রূরতা সপ্রমাণ হয়, সেই২ রোগে ব্যবহার্য্য. রোগের বল বিবেচনা করিয়া সমস্ত দিবসের মধ্যে একবার কিম্বা দুইবার অথবা তিনবার সেবন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, অধিক মাত্রায় সেবন করিলেও প্রাণের হানি হইবেক না।

অরবিন্দরস।—মস্তিষ্কের উষ্ণতা হ্রাসক, বায়ু নাশক, বিকৃত রসের অধঃকারক, মনের ব্যাকুলতা নিবারক, স্বাস্থ্য দায়ক। বিকারাবস্থায় প্রলাপ ও তন্দ্রা উপস্থিত হয়, কিম্বা যে কোন রোগে মস্তিষ্কের উষ্ণত্ব সপ্রমাণ হয়, তত্তৎ সময়ে রোগির মস্তক মুণ্ডন করাইয়া একখানি বস্ত্র খণ্ড ব্রহ্ম তালুর উপরে বসাইয়া এই আরকের দ্বারা নিয়ত আর্দ্র রাখিলে ঝটিতি উপকার দর্শিতে পারে।

কমলাকর।—নাড়ীর সবলতা কারক, হৃৎপিণ্ডের উষ্ণতা হ্রাসক, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি নিবারক, ধাতু পোষক, উদর সংক্রান্ত

জ্বালা নাশক, দাহ, পিপাসা, মুখ শোষ নিবারক, উদরাধ্মান হারক, কাশ নিবারক, আগ্নেয় ও মূত্রকর ইত্যাদি।

জ্বর, বিকার, ওলাউঠা, বিশূচিকা রোগে ব্যবহার্য্য, বিশেষতঃ যে সকল লোক আফিং সেবন করেন, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী এবং যাঁহারা রচনা কার্য্যে সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকেন, অথবা যাঁহারা অধ্যাপনা করেন তাঁহারা কেতকীর সহিত কমলাকর সেবন করিলে সুস্থচিত্ত থাকিতে পারেন। মাত্রা, ২ তোলা হইতে /০ এক ছটাক। মাত্রাধিক সেবনে হানি নাই।

কামাখ্যা বল্লভ।—আগ্নেয়, পাচক, আহারের বৃদ্ধি কারক, অরুচি নাশক, উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার্য। মাত্রা, ।৹ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের সেবন নিষিদ্ধ।

কৈলাসনাথ।—কফ ও বায়ুর ক্রূরতা হারক, কাশ নিবারক, স্বাস্থ্যদায়ক। যদি শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থল আশ্রয় করে, বালকদের খুংড়ি হয়, বুক ভার বোধ হয়, কাসীর সঞ্চার থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ২ তোলা হইতে /০ একছটাক।

ত্রৈলোক্যবল্লভ।—জ্বর ও কম্পজ্বরঘ্ন, পিত্ত নাশক, দাহ নিবারক, গাত্রের উষ্ণতা হারক, শরীরের গ্লানি ও মনের ব্যাকুলতা নিবারক। জ্বর ও বিকার রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ২ তোলা হইতে /০ এক ছটাক।

নির্ম্মল শশধর।—শোণিত ও শুক্র নির্ম্মল কারক, শরীরে সামর্থ্যদায়ক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক। পারা কিম্বা দুষ্ট পিত্ত দ্বারা রক্ত দুষ্ট হইলে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ১ তোলা হইতে অর্দ্ধ ছটাক।

বসন্তসেনা।—পিত্ত নাশক, শিরঃপীড়া হারক, শরীরের জ্বালা নিবারক, মনের ব্যাকুলতা হারক, মৃদু বিরেচক। পিত্তাধিক্য রোগে ব্যবহার্য্য, মাত্রা, ২ তোলা হইতে /০ এক ছটাক।

রাধিকাচরণামৃত।—বসন্ত সেনার যে গুণ অবিকল সেই গুণ ধারণ করে। মাত্রাও সেই রূপ।

শশাঙ্কশেখর।—চন্দ্রোদয়ের ন্যায়, সান্নিপাতিক বিকাররোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ২ তোলা হইতে /০ এক ছটাক।

শ্রীপুরুষোত্তম।—পিত্তনাশক, শোণিতশোধক। বাতরক্ত ও রক্তদুষ্ট রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ২ তোলা হইতে /০ এক ছটাক।

ইন্দুবালা।—উক্তি, হিক্কা, বমন ও উর্দ্ধশ্বাস নিবারক, অরুচিনাশক, আগ্নেয় ইত্যাদি, বিকাররোগে কেতকী নির্যাসের সহিত ব্যবহৃত হয়. মাত্রা, ৷ একতোলা হইতে অর্দ্ধ ছটাক পর্য্যন্ত, মাত্রাধিক সেবনে হানি হয় না।

সুধাংশুরস।—অন্ত্রের উষ্ণতাহারক, পরিপাচক, মলের তরলতা নাশক, বিকৃত রসের সংশোধক ইত্যাদি, গ্রহণীরোগে ব্যবহার্য্য. মাত্রা, ২ তোলা হইতে এক ছটাক, মাত্রাধিক সেবনে হানি হয় না।

স্বরসলবঙ্গাদি।—বায়ু, ও শ্লেষ্মার ক্রূরতা নাশক, আগ্নেয়। বাতশ্লেষ্মা বিকার রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ২ তোলা হইতে /০ এক ছটাক। মাত্রাধিক সেবনে হানি নাই।

হরনেত্রাঞ্জন।—বায়ুর ক্রূরতা হারক, শ্লেষ্মা নাশক, পাচক, মলের তরলতা নিবারক, আগ্নেয় ইত্যাদি। উদরাময়, ওলাউঠা, ও বাত শ্লেষ্মা বিকারে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, অর্দ্ধতোলা হইতে অর্দ্ধছটাক।

হরিচরণামৃত।—জ্বরঘ্ন. পিত্তনাশক, কফের ক্রূরতা, হারক, দাহ পিপাসা নিবারক, জ্বর ও পিত্ত শ্লেষ্মা বিকার রোগে ব্যবহার করে। মাত্রা, ২ তোলা হইতে ৵০ এক ছটাক।

চূর্ণ ঔষধ সমস্ত।

অভ্রচূর্ণ।—অন্ত্রীর উষ্ণতা নিঃসারক, অন্ত্রীগত ক্ষত ঘার উপশম কারক, মূত্রের ক্রূরতানাশক ইত্যাদি, সোজাক রোগে, কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রদররোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ৩ রতি হইতে ৬ রতি। দুই ছটাক বা তিন ছটাক জলের সহিত সেব্য। মাত্রাধিক হইলে হানি হয় না।

কন্দর্পচূর্ণ।—ক্ষত ঘার উপশম কারক, সোজাক রোগে, কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রদররোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ২ রতি হইতে ৪ রতি। অর্দ্ধপোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া প্রস্রাব দ্বারে পিচকারী দেওয়া ব্যবস্থেয়।

জ্বরান্তক।—জ্বরঘ্ন, নাড়ী ও শরীরের গ্লানি নিবারক, গাত্রের উত্তাপ নাশক, মৃদু বিরেচক, কঠিন জ্বর রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। অধিক মাত্রায় সেবনে হানিসম্ভাবনা।

দ্বারকানাথ।—পিত্ত নাশক, ধাতু পোষক, শুক্রের তরলতা হারক, হৃৎপিণ্ডের উষ্ণতা নিঃসারক ইত্যাদি, মেহরোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ২ মাষা হইতে ৩ মাষা। মাত্রাধিক সেবনে হানি হয় না।

প্রকৃতিরঞ্জন।—উষ্ণকারক, শরীরস্থ বিকৃত রসের সংশোধক, শিরা সমস্তের শৈথিল্যহারক, পুরুষত্ব সবল কারক ইত্যাদি,

ধ্বজভঙ্গ রোগে কিম্বা পুরুষত্বের দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ব্যবহার্য্য। মাত্রা, অর্দ্ধরতি হইতে ২ রতি। মাত্রাধিক হইলে প্রাণনাশ হইতে পারে।

শূলশঙ্কর।—কুপিত বায়ু নাশক, উদরস্থ স্থায়ী বেদনার নিবৃত্তি কারক, মৃদু বিরেচক, ইত্যাদি। শূল রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ২ মাষা হইতে ৩ মাষা। জলের সহিত সেব্য।

হরিপ্রিয়া।—জ্বরঘ্ন, পিত্তঘ্ন, গাত্রের উষ্ণতা হারক, ঘর্ম্মকারক ইত্যাদি, জ্বর রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ রতি হইতে ৩ রতি জলের সহিত সেব্য।

দ্রাবকাদি।

পঞ্চামৃত।—উদরাধ্মান নাশক, পেটের বেদনার নিবৃত্তি কারক, কুপিত বায়ু নিঃসারক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক ইত্যাদি, আবশ্যক মতে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, এক মাষা হইতে ২ মাষা। জলের সহিত সেব্য। মাত্রাধিক সেবনে হানিসম্ভাবনা।

মৃতসঞ্জীবনী।—ত্রিদোষ নাশক, নাড়ী সবল কারক, উদরের বেদনা নিবারক, ইত্যাদি। বিকারাবস্থায় নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল কিম্বা স্পন্দনরহিত হইলে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু। জলের সহিত সেব্য। মাত্রাধিক সেবনে প্রাণনাশ হয়।

মহারুদ্র।—জঠরাগ্নির উদ্দীপক, বাত রোগ নিবারক, ইত্যাদি. বাতরোগে ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ৪ বিন্দু হইতে ৮ বিন্দু। জলের সহিত সেব্য। মাত্রাধিক সেবনে প্রাণনাশ হয়।

তৈল সমস্ত।

কাশীশ্বর তৈল।—কফ ও বায়ুর ক্রূরতাহারক, জ্বর নাশক ইত্যাদি, কাশ কিম্বা জ্বরভুক্ত কাশরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ, ঐ তৈল দ্বারা নিয়ত আর্দ্র রাখা ব্যবস্থেয়।

তারকেশ্বর।—পিত্তনাশক, হস্ত পদাদি সর্ব্বাঙ্গের জ্বালা নিবারক ইত্যাদি, পিত্তবৃদ্ধিরোগে মর্দ্দন করা ব্যবস্থেয়।

বিশ্বেশ্বর।—শোণিত সংশোধক, দেহস্থ বিকৃত রসের পরি-পাচক ইত্যাদি, পারা দ্বারা কিম্বা দুষ্ট পিত্ত দ্বারা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার ইত্যাদি যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় তাহা ও দাদ, গাত্র কুণ্ড, পাচড়া প্রভৃতি অর্থাৎ রক্ত দুষ্ট জন্য যে কোন চিহ্ন ত্বকের উপর প্রকাশমান হয়, ঐ তৈল মর্দ্দন করিলে তাহার প্রতীকার দর্শায়।

রামেশ্বর।—বায়ু নাশক, শরীরের উষ্ণতা হারক ইত্যাদি। কুপিত বায়ু দ্বারা যে কোন রোগ উপস্থিত হয়, ঐ তৈল মর্দ্দনে তাহার উপশম হইতে পারে।

বটিকা ঔষধ।

আশুতোষ।—বিরেচক, অথচ নাড়ীর সবলতা কারক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক। বিরেচনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বটিকার পরিমাণ ১ রতি হইতে ২ রতি। মাত্রা, ১ বটিকা জলের সহিত গিলিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য। যদ্যপি অধিক ভেদ হয় তবে অল্প চিনি কিম্বা মিছরির পানা পাতি বা কাগজিনেবুর রসের সহিত সেবন করিলেই ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে, এক বটিকায় রেচন না হইলে পর দিবস আর একটী বটিকা সেবন করা বিধেয়।

অমরনাথ।—জঠরাগ্নির উদ্দীপক, বিকৃত শোণিতের সংশোধক, মলের গাঢ়তা কারক, রক্তাতিসার ও গ্রহণী রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি।

কান্তিকর।—ধারক, জঠরাগ্নির বৃদ্ধিকারক, মলের তারল্য হারক, নিদ্রাকারক। আমাতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণী রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। উদরাধ্মান ও শিরঃপীড়া থাকিলে সেবন নিষিদ্ধ। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে প্রাণের হানি সম্ভাবনা।

কালিকা রঞ্জন।—কফের ক্রূরতা হারক, পিত্তনাশক, নাড়ীর বলবৃদ্ধি কারক, বিকারঘ্ন ইত্যাদি, পিত্ত শ্লেষ্মা বিকারে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। মাত্রাধিক সেবনে প্রাণের হানি সম্ভাবনা।

চতুরানন।—বায়ুর প্রবলতাহারক, পিত্তের ক্রূরতা নাশক, বিকারঘ্ন ইত্যাদি। বাত পিত্ত বিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। অধিক মাত্রায় সেবন অকর্ত্তব্য।

জটিল ভৈরব।—চতুর্দ্দোষ নাশক, নাড়ী সবল কারক, স্বাস্থ্য দায়ক ইত্যাদি। সান্নিপাতক বিকারের দ্বিতীয়াবস্থায় ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। মাত্রাধিক সেবনে প্রাণের হানি হইতে পারে।

নীলকণ্ঠ।—চতুর্দ্দোষনাশক, নাড়ী সবল কারক, অন্ত্রের গ্লানি হারক, স্বাস্থ্যদায়ক ইত্যাদি, সান্নিপাতিক বিকারাবস্থায় সঙ্কটাপন্ন হইলে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। মাত্রাধিক সেবনে প্রাণনাশ হয়।

পঞ্চানন।—বায়ুর প্রবলতাহারক, শ্লেষ্মার ক্রূরতা নাশক, বিকারঘ্ন ইত্যাদি। বাতশ্লেষ্মাবিকারে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। মাত্রাধিক সেবনে হানি সম্ভাবনা।

বৃহদ্বিশ্বজ্বর।—হৃৎপিণ্ড ও অন্তর্গত উষ্ণতা নিঃসারক, গাত্রের উত্তাপ নাশক, ঘর্ম্মকারক, কঠিন জ্বর ও বিকার রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। একটী বটিকা সুদ্ধ অর্দ্ধতোলা আদার রসের সহিত সেবনান্তর একপোয়া জলের অনধিক পান করিয়া একখানি লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিবেক কিয়ৎক্ষণ অর্থাৎ এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে অধিক মাত্রায় ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে জ্বরত্যাগ হইতে পারে, এক বটিকায় নির্দ্দোষ না হইলে পরদিবস আর একটি বটিকা উক্ত নিয়মে সেবন বিধেয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে প্রাণের হানি হইতে পারে॥

রাজরাজেশ্বর।—নাড়ী সবলকারক, ধারক, পাচক আগ্নেয় ইত্যাদি, গ্রহণী ও ওলাউঠা রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। অধিক মাত্রায় সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। এবং উদরাধ্মান ও শিরঃপীড়া থাকিলে সেবন নিষিদ্ধ।

শিবগেহিনী।—ত্রিদোষ নাশক, নাড়ী সবল কারক,। সান্নিপাতিক বিকারের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ১ রতি হইতে ২ রতি। মাত্রাধিক সেবন করা অকর্ত্তব্য।

শোড়োষাঙ্গ সুন্দর।—কুপিত বায়ু নিঃসারক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক, মলের তারল্য হারক, ইত্যাদি। আমাতিসার ও রক্তাতিসার রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা, ২ রতি হইতে ৪ রতি। মাত্রাধিক সেবনে অধিক হানি হয় না।

এই গ্রন্থোক্ত ব্যাধি সকলের নিবৃত্তি কারক ঔষধ সকল নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার উক্ত হইয়াছে বিশেষতঃ ইউনানী শাস্ত্র সম্মত ঔষধ সকল অনেকানেক বাদসাহ প্রভৃতি নবাব সুবা লোকে ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই সকল ঔষধ যথার্থ নিয়মানুসারে প্রস্তুত হইলে বিস্বাদ কিম্বা দৌর্গন্ধ্য যুক্ত হয় না সুতরাং

তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই অক্লেশে ও নির্ব্বিকারে সেবনীয় হইতে পারে. ঐ শাস্ত্র সম্মত ঔষধের অধিকাংশ ও অপারাপর গ্রন্থোক্ত ঔষধ সকলের মধ্যে, যাহাদের গুণ বারম্বার পরীক্ষিত হইয়াছে সেই সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে সমস্ত দ্রব্যের আবশ্যক হয় ঐ দ্রব্য সকলের নাম মাত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে. ঔষধের কোন বিশেষ নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কোন ব্যক্তির কোন রোগ উপস্থিত হইলে তাহার ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে২ দ্রব্যের আবশ্যক হয় তাহা পত্রাবলি করার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বতোভাবে সুবিধা হইতে পারে না, অকস্মাৎ কোন প্রবল রোগ উপস্থিত হইলে তাহার ঔষধের কারণ পত্রাবলি করিলে ঐ পত্রাবলির লিখিত দ্রব্য সকল বহুতর পরিশ্রম ও পর্য্যটন করিলেও তৎক্ষণাৎ আহরণ করা দুষ্কর হয়. সুতরাং ঔষধের অঙ্গহীন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, বরং অবকাশ মতে দ্রব্য সকল আহরণ করিয়া যথাবিধ যন্ত্র দ্বারা ঔষধ সকল প্রস্তুত থাকিলে সর্ব্ব সাধারণের উপকার দর্শিতে পারে, এই যুক্তি শিবকর বোধে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে ব্যবহার উপযোগী করিবার নিমিত্ত নাম সকল নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে ॥

শ্রীআনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত
আরোগ্য দর্পণ নামক গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিতঃ ॥

॥ প্রথমখণ্ডঃ সম্পূর্ণঃ ॥

বিজ্ঞাপন।

গুণসিন্ধু পাটক বৃন্দ মনোযোগ পূর্ব্বক এই পুস্তকের প্রতি-নেত্রপাত করিলে শারীরিক তত্ত্ব, রোগের উৎপত্তির হেতু, নিবৃত্তির উপায় ইত্যাদি বিষয় সকলের মর্ম্ম বোধ করিয়া বোধ করি রোগ হইতে অনেক সাবধান থাকিতে পারিবেন এবং স্বজনগণের পীড়া উপস্থিত হইলেও তাহার নিবৃত্তির উপায় স্থির করিতেও অসমর্থ হইবেন না, কিন্তু এই পুস্তকে যে সকল ঔষধের প্রসঙ্গ করা গিয়াছে ঐ ঔষধ সমস্ত প্রস্তুত করণের প্রকরণ সকল অবগত হইলেই সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা হয়, একারণ যেহ সুপ্রাপ্য বস্তুদ্বারা উক্ত ঔষধ সকল যে রূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহার বিস্তারিত, সকলের বিজ্ঞাপনার্থে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করিতে অগৌণে প্রবৃত্ত হইব, আপাততঃ কোন মহাশয়ের যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকলের মধ্যে কোন ঔষধের প্রয়োজন হয়, তবে কলিকাতাস্থ হাড়কাটার গলিতে ২০। ৫ নম্বরের ভবন আরোগ্য ধাম নামক ঔষধালয়ে মূল্যের সহিত লোক পাঠাইলে পাইতে পারিবেন, এবং চিকিৎসার নিমিত্তে আহ্বান করিলেও সম্ভবমতে উপস্থিত হইব ॥

লবঙ্গ, এলাচি, দারচিনি, মৌরি, জোয়ান, রন্ধনী, প্রভৃতি দ্রব্য সকলের নির্যাস ও "কেতকী" নামক সুগন্ধী নির্যাস (যাহাকে সচরাচর কেওড়া কহে) তাহাও হিন্দু অথচ উত্তম জাতি লোক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় আরোগ্য ধামে লোক পাঠাইলে অল্প মূল্যে পাইতে পারিবেন ॥